সংসার।

শ্রীনগেন্দ্রমোহন গোস্বামী বি-এ,
প্রণীত ও প্রকাশিত।

CHAITANYA PRESS
CALCUTTA.
1903.

[মূল্য এক টাকা।]

নাট্যোক্ত চ[illegible]বৃন্দ

পুরুষ।

প্রিয়নাথ	নিঃস্ব ব্রাহ্মণযুবক।
জীবন	প্রিয়নাথের পুত্র।
রমেন্দ্র	ধনাঢ্য ব্যক্তি।
বিনোদ	রমেন্দ্রের বন্ধু।
গগন	ঐ মোসাহেব।
নবখুড়ো	প্রতিবেশী।
হারাধন	প্রতিবেশী।
[illegible]তন	প্রিয়নাথের পুরাতন প্র
মুর	চাকর সাহেব।
বুল	চাকর সাহেব।
ভুলু	কুলি সর্দ্দার।

দ্বারবান, ভৃত্য, লাঠিয়াল, মুটে, টিকিট কলেক্টর, জুয়াচোর, পাহারাওয়ালা, চাপরাসী, কুলিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

করুণাময়ী	প্রিয়নাথের মাতা।
নীরদা	ঐ ভগিনী।
সরযু	ঐ স্ত্রী।
প্রতিভা	রমেন্দ্রের স্ত্রী।
বামা	জনৈক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক
যশোদা	প্রতিভার দাসী।
ঘোষের ঝি	প্রতিভার দাসী।

কুলিনীগণ ইত্যাদি।

সংসার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দরদালান।

সরযূ ও নীরদা।

নীরদা। চুপ কর বৌ চুপ কর, ভেবে আর করবি কি ?

সরযূ। তা জানি ঠাকুরঝি, চখের জলে যে মনের আগুণ নিভবে না, ভেবে যে কিছু করতে পারবো না, তা বেশ জানি। কিন্তু তবুও ত না ভেবে থাকতে পারি না, পোড়া চক্ষের জল যে থামে না।

তুই ভাই বড় মানুষের মেয়ে, ছেলে বেলা থেকে বাপ

মার আদরে আদরেই বেড়িয়েছিস। দুঃখ কাকে বলে কখন জানতিস্ না। কপালদোষে একে আমাদের এই দুঃখ কষ্ট, তার উপর ভেবে ভেবে শরীরটেকে কি মাটী করবি ?

সরযূ। শরীরের জন্যে! তুচ্ছ শরীর কি যাবে? এ পোড়া শরীর যাবার নয়। ঠাকুরঝি! নিশ্চয় জেন, আমার মরণ নেই, তা হলে এ সব জ্বালা সইবে কে? শরীরের কথা বলচো ভাই, তোমার দাদার শরীরের দিকে চেয়ে দেখেছ? তাঁর মুখ পানে কি চাওয়া যায়? সোনার বরণ কালি হয়েছে, ভেবে ভেবে অস্থিচর্ম্মসার হয়েছে। তার উপর বুড়ো বয়সে দুঃখের জ্বালায় ভেবে ভেবে মা ভীমরতি হলেন; এই বয়সে তোমার কপাল পুড়ে গেল; একটা ছেলে, বাছা আমার দুসন্ধ্যে পেট ভরে খেতে পায় না!

নীরদা। ছি বৌ! চোখের জল ফেলতে নেই, জীবনের আমার অকল্যাণ হবে। এমন দিন থাকবে না; জীবন অক্ষয় অমর হোক্; ভগবান্ নিশ্চয় আমাদের সুদিন দেবেন।

সরযূ। সে দিন কি হবে? ঠাকুরঝি! এমন দিন কি আসবে?

নীরদা। কেন আসবে না? আমাদের ত পাপের সংসার নয়, আমরাত কখন কারুর মন্দ করিনি। এখন যা বলি মন দিয়ে শোন। মনে যা থাক, দাদার কাছে ভুলেও কখন মুখ বিরস করিস নি। পুরুষ মানুষ সংসারের সকল দুঃখ, সকল কষ্ট সহ্য কত্তে পারে, কিন্তু স্ত্রীর

বিষণ্ণ বদন কখনই দেখতে পারে না। সমস্ত দিন ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে, পরিশ্রান্ত হয়ে যখন বাড়ী আসে, তখন স্ত্রীর প্রফুল্ল মুখের একটু খানি হাসি তার সকল ভাবনা ভাসিয়ে দেয়। তোকে কাতর দেখলে, দাদা অধীর হয়ে পড়বেন, তা জানিস্।

সরযূ। যা বল্লে সব সত্যি, কিন্তু ভাই—

নীরদা। কিন্তু নয়—বৌ! দাদার মনে কি কষ্ট, তা কি তুই বুঝতে পারিস না? আমরা মেয়ে মানুষ শুধু কাঁদতে জানি, কিন্তু তাঁর মনের কষ্ট, বোধ, হয় আমরা ধারণাতেও আনতে পারি না। পুরুষ মানুষ রোজকার করে সংসার প্রতিপালন করে; কিন্তু যে পুরুষ উপার্জ্জন করতে না পেরে, চক্ষের উপর স্ত্রী-পুত্রাদির অন্নকষ্ট দেখে, তার মনে যে যাতনা, তার মনে যে বিকার উপস্থিত হয়, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন বোধ হয়, অন্য কেউ বুঝতে পারে না। দাদার কাছে দুঃখ প্রকাশ করলে, তাঁর দুঃখ কমবে না, বরং বাড়বে। আমার কথা শোন, যাতে তাঁর দুঃখ না বাড়ে, যাতে তিনি ভাবনা ভুলে যান, যাতে তাঁর কষ্টের লাঘব হয়, তাই কর। আমাদের কাতর দেখলে তিনি নিরাশ হবেন, বুকের বল হারাবেন। নিরাশ হলে, তাঁর কোন উৎসাহ, কোন চেষ্টাই থাকবে না, শেষে সকলের অনাহারে প্রাণ যাবে।

সরযূ। ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! সে কথা ভাবতে গেলেও যে জ্ঞান থাকে না! কোন সকালে বেরিয়েছেন, এত বেলা হলো, কৈ এখনও ত ফিরলেন না!

নীরদা। দাদা কোথায় গেছেন ?

সরযূ। কর্ম্মের চেষ্টায়। হুগলির সেরেস্তাদার বাবুর হাতে একটী কাজ খালি আছে, তিনি নাকি একটু আশাও দিয়েছেন ; তাই আজ সকালেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। আচ্ছা ঠাকুরঝি ! লোকে বলে, ইং-রিজি লেখা পড়া শিখলেই মানুষ টাকা রোজকার করে, কোম্পানি তাকে ভাল চাকরি দেয়, তা ইনি ত দুটো পাশ করেছেন, তবু ভাগ ছেড়ে একটা সামান্য চাকরিও কি হতে নেই ?

নীরদা। আর বোন্, টাকা রোজকার অদৃষ্টের হাত ; লেখা পড়ার সঙ্গে টাকা রোজকারের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ নয়। ঐ দেখ না কেন, ও পাড়ার বেনেদের হরে, দাদার তুলনায় লেখা পড়া জানে না বল্লেই হয়, শুনছি নাকি, সে কলকেতায় কোন্ আফিসের বড় বাবু হয়েছে, তার বৌএর গায়ে গহনা ধরে না। আরও কি জান ? আজ কাল ছুতোর কামার লোপা সকলেই ইংরিজি পড়ছে ; কোম্পানি আর কত চাকরি দেবে বল ? কাজেই লেখা পড়ার কদর কমছে আর চাকরি দুষ্প্রাপ্য হচ্ছে। বাবার মুখে শুনেছি, ঠাকুর দাদার তালুক ছিল, চাষ ছিল, ব্যবসা ছিল, তাতেই তিনি দোল দুর্গোৎসব করে পরম সুখে কাটিয়ে গেছেন। বাবা চাষ আর ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ইংরিজি পড়ে চাকরিতে ঢোকেন, আর আমাদের অবস্থাও খারাপ হতে সুরু হয়।

সরযূ। ও ভাই ! মা আসছেন।

(করুণাময়ীর প্রবেশ)

করুণা। হ্যাঁগা নীরদা! তোরই বা আক্কেল কি? ও যেন পরের মেয়ে, ও আমায় যত্ন আত্তি করবে কেন? বলে—

"বেটা বিয়ুলুম পরকে দিলুম আপনি হলুম বাঁদী,
এ সব কথা কাকে বলি কোথায় বসে কাঁদি।"

ওর যেন আমি আপোদ বালাই, কিন্তু তুই ত আমার পেটের মেয়ে। এই যে সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যে হলো, তবু আমাকে কিছু খেতে দিলিনি? আর আপনারা ননদ ভাজে পান চিবুতে চিবুতে গল্প করচিস?

নীরদা। ওমা সন্ধ্যে কোথায় গো! এখনো যে এগারটা বাজেনি; আর আমরাই বা পান চিবুলুম কখন?

করুণা। না, এগারটা বাজবে কেন? এগারটা তোদের জন্যে বসে থাকবে। আবাগীরা কেউ আমার মুখের দিকে চাইবে না! আজ প্রিয় আসুক সব বলে দেব।

সরযূ। মা তুমি এত সকাল খাবে তা জানি না, আর একটু পরেই তোমাকে ভাত বেড়ে দিচ্চি।

করুণা। আহা! বৌ মা আমার বড় লক্ষ্মী, তোমার হাতের নো বজ্জর হোক। তুমি না থাকলে নীরি আমাকে না খেতে দিয়ে মারতো।

সরযূ। ছি মা! কি বলচো? ঠাকুরঝি তোমায় কত যত্ন করেন, তুমি চলে গেলে, উনি বুক পেতে দিতে পারেন, ওঁকে অমন শক্ত কথা বলো না।

করুণা। তোরা ননদ ভাজে একজুটী হয়েছিস, প্রিয়কে সব বলে এর বিহিত করতে হবে।

(প্রিয়নাথের প্রবেশ)

প্রিয়। কি মা! কি হয়েছে ?

নীরদা। নূতন কিছু নয়। সন্ধ্যে হয়ে গেল, কিছু খেতে দিইনি, তোমার কাছে বলে দিয়ে আমাদের শাসত করবেন।

করুণা। দেখ দেখি বাবা! আজ দশমী, সন্ধ্যে হলো, আমাকে কিছু খেতে না দিয়ে, ছুটোতে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে যাচ্ছে তাই বল্লে!

প্রিয়। সে কি মা! আজ দশমী তোমায় কে বল্লে ?

করুণা। তবে একাদশী বুঝি ?

প্রিয়। না, না, একাদশী কেন ?

করুণা। তাই বৌ মা আমাকে খাওয়াবার জন্যে পেড়াপীড়ি করছিল বটে ? এই বুড়ো বয়সে একাদশীতে খেয়ে, আমি ইহকাল পরকাল নষ্ট করবো ? কখন খাব না, কখন খাব না।

[রেগে প্রস্থান।

নীরদা। না মা! আজ একাদশী নয়, আজ পঞ্চমী।

[প্রস্থান।

প্রিয়। দেখ, আবার বিভ্রাট দেখ! হয়ত আজ একাদশী মনে করে কিছুই খাবেন না। আর প্রিয়ই বা খাবেন ? সকলেরই একাদশী।

সরযূ। জীবন বাবুরা খাবেন এখন? হ্যাঁগা কিছু হলো ?

প্রিয়। ছাই হলো, লক্ষ্মীছাড়ার আবার হবে কি? আমার যদি সে অদৃষ্ট হবে, তবে এত কষ্ট সইবে কে? কুড়িটে টাকা মাইনের চাকরির জন্যে দোরে দোরে ঘুরছি, হাড়ি মুচিরও তোষামোদ করছি, যার ছায়াও স্পর্শ কত্তে নেই, তারও পদলেহন করতে কুণ্ঠিত হইনি, কিন্তু কই কিছুতেই ত কিছু হলো না!

সরযূ। সেরেস্তাদার বাবু না একটু আশা দিয়েছিলেন?

প্রিয়। আশা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আমার ভগিনীপতি নন, কাজেই সে চাকরিতে আমার লালসা ধৃষ্টতা মাত্র। তিনি তাঁর সহধর্ম্মিণীর সহোদর শ্রীমান শ্যালককুলতিলককে চাকরিতে বাহাল করে কৃতার্থ হয়েছেন। আজ কালের বাজারে সুপারিশ না হলে, চাকরি হয় না। আমার মত দুঃখী কাঙ্গালকে কে সুপারিশ করবে? তবে আর আমার কোথা থেকে চাকরি হবে?

সরযূ। না হয়েছে নেই হয়েছে, ভগবান যখন দেবেন, তখন হবে, এখন কাপড় চোপড় ছাড়বে এস।

প্রিয়। মুটেরাও মোট বয়ে সংসার প্রতিপালন করে, কিন্তু আমি ভদ্র বংশে জন্মেছি, এই অপমানে মোট বইতেও পারবো না. চোখের উপর স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনের অন্নকষ্ট দেখবো, কোন প্রতীকারই করতে পারব না!

সরযূ। এমনা দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

প্রিয়। আমরা দিন দিন সভ্য হচ্ছি, আমাদের অবস্থা প্রতিদিন উন্নত হচ্ছে; আমরা ইংরাজি শিক্ষার বড়াই করি,

রাজনৈতিক আন্দোলন করি, বক্তৃতার চোটে গগনতল ভেদ করি, কিন্তু আমরা যে বাটীর চাকর দাসীর চেয়েও ঘৃণ্য হয়েছি, আমরা যে তাদের অপেক্ষাও আত্মাভিমানশূন্য হয়েছি, তার প্রমাণ গৃহে গৃহে বিদ্যমান, তবুও বাঙ্গালার চোখ ফোটে না। আমাদের একটা চাকর বা দাসী ছেড়ে গেলে চক্ষু স্থির হয়, সহজে মেলে না; আর একটা কেরাণীগিরি খালি হলে মুহূর্ত্তমধ্যে শত শত উমেদার দরখাস্ত হাতে হাজির হন। চাকর দাসীর বেতন ক্রমশঃ বাড়চে, আর আমার মত এলে বিয়েরা একটা এপ্রেণ্টিসগিরির জন্য লালায়িত হচ্চেন। ছি ছি ছি!

সরযূ। এসনা, ঘরের ভিতর এসে বসে একটু ঠাণ্ডা হওনা।

প্রিয়। ঠাণ্ডা হব! যার মনে দিবারাত্র কুল কাঠের আগুণ জ্বলছে সে ঠাণ্ডা হবে! পেটের দায়ে বাড়ী বাঁধা পড়েছে, তোমার গহনা গুলি এক একখানি করে বিক্রয় করেছি, তাতেও আমার তত কষ্ট হয়নি। কিন্তু সরযূ! অনাথিনী বিধবা ভগিনী, যার এ সংসারে কেউ নেই, যার মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়, পেটের দায়ে তার গহনা গুলিও সব খোয়াতে হলো! আমায় ধিক, আমার সহস্র ধিক, কেন পুরুষ হয়ে জন্মেছিলুম।

সরযূ। কি করবে বল? তুমি ত আর বদখেয়ালি করে উড়িয়ে দাওনি। শুনেছি, তুমি যখন ছেলে মানুষ, তখন বাবা স্বর্গে যান; পাঁচ জনে মাকে ঠকিয়ে নিয়েছে, তা তোমার দোষ কি?

প্রিয়। আমার দোষ নেইত বটে, কিন্তু এখন চলে কি করে? দেনা ত আর পাওয়া যায় না। ঘরে একটা পয়সা নেই, হাঁড়িতে একমুঠো চাল নেই, জীবন—জীবনের আমার কি হবে?

(নীরদার প্রবেশ)

নীরদা। হেঁলা বৌ! তোর আচরণটা কি? এই এত বেলায় দাদা তেতে পুড়ে এলো, কোথায় হাত পা ধোবার জল দিবি, একখানা পাখা নিয়ে হাওয়া করবি, তা নয়, কেবল মুখের দিকে হা করে চেয়ে আছিস কি?

সরযূ। ঠাকুরঝি তা নয়—

প্রিয়। নীরদা! আমি যে কর্ম্মের চেষ্টায় গিছলুম, তা হলো না।

নীরদা। তা আর কি হবে? যা আশা করা যায়, সব কি সফল হয়? এখন কাপড় চোপড় ছাড়, অনেক বেলা হয়েছে, নাইবে এস।

প্রিয়। না নীরদা! আর এ অপদার্থকে নাইতে খেতে বলো না। আমার মনে যে কি দারুণ যন্ত্রণা তা কি তুমি জান না? বুড়ো মা, লোকে কত তীর্থ, ধর্ম্ম, দান ধ্যান করায়, তা চুলোয় যাক, মা আমার দুঃখের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে ভীমরতি হলেন! তুমি বিধবা বোন, তোমাকে এক সন্ধ্যে খেতে দিতে পারি না! যে স্ত্রী আমার জন্যে বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছে, তার ছেঁড়া কাপড় আর পেতলের বালা সার করেছি! বংশের দুলাল একটী মাত্র ছেলে অনাহারে প্রাণ খোয়াবে,

আর আমি সুস্থ শরীরে বসে বসে সে দৃশ্য দেখবো! আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয় না কেন?

নীরদা। দাদা! তুমি লেখা পড়া শিখেছ, তোমার কি বিপদে অধীর হওয়া উচিত? তুমি এমন কাতর হলে, আমরা কার মুখের দিকে চাইবো? মার একে এই দশা তুমি হাল ছেড়ে দিলে তিনি কি আর বাঁচবেন? ভগবান্ কখন আমাদের এমন দিন রাখবেন না। তোমারই মুখে শুনেছি, ঈশ্বর আমাদের বিপদে পরীক্ষা করেন, তবে তোমার উপদেশ তুমিই বিস্মৃত হচ্চো কেন? দুএকবার চেষ্টা করে চাকরি হলো না বলে তুমি নিরাশ হচ্চো, কিন্তু নিরুৎসাহ হয়ো না। পাঁচবারে না হয়, ছবারে হবে, ছবারে না হয়, দশবারে হবে। চেষ্টার ফল আছেই আছে, আমি বলছি, তোমার চেষ্টা সফল হবে।

প্রিয়। তাত হবে, এখন অনাহারের হাত থেকে অব্যাহতি পেলে তবেত চেষ্টা করবো।

নীরদা। যিনি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার বহুপূর্ব্বে তার আহার সঞ্চয় করে রাখেন, যিনি অনাথের আশ্রয়, সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনই আমাদের জীবন রক্ষা করবেন। যা বৌ! কি দাঁড়িয়ে আছিস? তেল নিয়ে আয়।

প্রিয়। থাক, এত তাড়াতাড়ি কেন? যখন হোক নাইবো এখন।

নীরদা। যখন হোক নাইবো কি? বেলা তিন পো'র হয়ে গেল, ভাতকটা জুড়িয়ে যাবে যে।

প্রিয়। ভাত! ভাত কোথা থেকে এলো? ঘরেত এক মুটো চালও ছিল না।

নীরদা। আমি কদিন ধরে পৈতে কেটে আজ রামরতনকে বেচতে দিছলুম, তাইতে আট আনা পয়সা পাওয়া গেছে।

প্রিয়। নীরদা! নীরদা!! তুমি স্ত্রীলোক, বিধবা। তোমার পরিশ্রমলব্ধ অর্থে আমি সবল পুরুষ মানুষ আহার করবো! হা ভগবান্!

নীরদা। তবুও আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকতে লাগলে?

প্রিয়। চল—যাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৈঠকখানা।

রমেন্দ্র বিনোদ, গগন, ও হারাধন।

রমেন্দ্র। অনেককাল বাঁচবে, নাম করতে না করতেই একেবারে সশরীরে উদয়। তোমার Telegram পেয়ে অবধি every moment expect কর্‌চি। তোমার সঙ্গে যে কতদিন দেখা হয়নি, তা আর বলতে পারি না। তুমি যে সহরের ফূর্ত্তি ছেড়ে আমার এখানে পায়ের ধূলো দেবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

বিনোদ। রোজ রোজ বাগবাজারের রসগোল্লা খেয়ে অরুচি হয়ে যায়, তাই মাঝে মাঝে পয়ড়া গুড় খেতে সাধ হয় বই কি। ভাবলুম, তোমার সঙ্গে বহুকাল দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, তা একবার পাড়াগাঁ থেকে মুখটা বদলে আসা যাক।

গগন। আজ্ঞে বেশ করেছেন, আপনাদের মত লোকের পায়ের ধুলো পড়লে আমাদের গ্রাম পবিত্র হয়।

রমেন্দ্র। তোমার Practice কেমন চলচে ?

বিনোদ। আরে রেখে দাও তোমার Practice। বাবা নেহাত ছাড়েনা কাজেই রোজ একবার যেতে হয়। আরে ভাই, আমাদের কি Client ধরা পোষায়, না পরের কথা নিয়ে অত মাথা ঘামাবার সময় পাই ? Bar Library তে ঘণ্টা দুইতিন দাবা খেলে চলে আসি।

রমেন্দ্র। যা হোক ভাই, যখন তোমায় পেয়েছি, আমি শীগ্‌গির ছাড়চি না ; কি মাষ্টার অমন পেঁচা মেরে রয়েছ যে ?

হারু। ওর নাম কি, এই ভাবছি।

রমেন্দ্র। কি ভাবছো ?

হারু। বাবুটী—ওর নাম কি—উকিল না ?

রমেন্দ্র। কে বিনোদ ? হাঁ ওকে তোমার দরকার কি ?

হারু। যদি উনি—ওর নাম কি—দয়া করে, আমার একটা—ওর নাম কি—মকদ্দমা করে দেন।

বিনোদ। বাবা, আমার সাত পুরুষে কখন মকদ্দমা করেনি, কেবল দায়ে পড়ে সামলা মাথায় দিয়েছি মাত্র। আমি মকদ্দমা করবো কি ?

হারু। মশাই এ গরীবের উপর—ওর নাম কি—একটু নেক-নজর করতেই হবে।

গগন। মাষ্টার, কেন তুমি বাবুকে জ্বালাতন করতে সুরু করলে বল দেখি?

হারু। দেখ্ গগনা, আমার—ওর নাম কি—কথার উপর কথা কসনি বলছি। এখনি আমার—ওর নাম কি—রাগ হবে।

গগন। আহা বাবু এই এলেন, আমোদ আহ্লাদ করুন, তার পর তোমার মকদ্দমা হবে এখন। উনিত আর আজই চলে যাচ্চেন না।

হারু। বাবু আপনি—ওর নাম কি—কোথাকার উকিল? হাইকোর্টের না—ওর নাম কি—ছোট আদালতের?

বিনোদ। আমি High Court bar join করেছি।

হারু। বেশ করেছেন—ওর নাম কি—বেশ করেছেন। হাই-কোর্ট না হলে—ওর নাম কি—পালাবা জব্দ হবে না।

গগন। আঃ—থামনা মাষ্টার।

হারু। খবরদার গগনা, আমার ভারি—ওর নাম কি—রাগ হচ্চে। খুব খেয়েছি তা—ওর নাম কি—বলে দিচ্চি কিন্তু।

রমেন্দ্র। হা হা, অমন কাজও করে?

হারু। না আমি—ওর নাম কি—ভারি খেয়েছি। আমি কি ও বেটার—ওর নাম কি—সমঝুগো লোক?

বিনোদ। থাক, এবার ওকে মাপ করুন।

হারু। থাক, আপনি যখন—ওর নাম কি—বলছেন তখন আর—ওর নাম কি—না বলতে পারিনে।

বিনোদ। দেখ রমেন কাল মনে করচি, একবার মামার বাড়ী বেড়িয়ে আসবো, তোমাদেরই গ্রামের কাছে।

হারু। চল্লুম রমেন বাবু, আপনার—ওর নাম কি—যত সব এইরকম লোক বন্ধু! আর এ স্থানে—ওর নাম কি—তিলমাত্র ও থাকবো না।

বিনোদ। একি বাবা—এ কি রকম জানোয়ার!

হারু। আমি—ওর নাম কি—জানোয়ার! আমায়—ওর নাম কি—এত অপমান! আচ্ছা, আমি—ওর নাম কি—দেখে নেবো।

গগন। আচ্ছা, উনি মামার বাড়ী যাবেন বল্লেন, তা তুমি রাগচো কেন?

হারু। তোর—ওর নাম কি—বাবার বাড়ীরে শালা।

গগন। মামী কেমন আছে মামা?

হারু। তোর পিসতুতো ভাইয়ের—ওর নাম কি—তাইরে শালা।

গগন। বলি চট কেন মামা?

হারু। আজ শালাকে—ওর নাম কি—মেরে ফেলবো। আজ জুতিয়ে—ওর নাম কি—লবেজান করবো।

রমেন্দ্র। মাষ্টার, থাম থাম; তোমার বয়েস হয়েছে, ও রকম রাগ করতে আছে কি? ও একটা চেংড়া বইতো নয়।

হারু। ওর যত বড় মুখ—ওর নাম কি—তত বড় কথা?

রমেন্দ্র। ওর কথা কি ধরতে আছে? আর তুমিই বা মামা বললে চট কেন?

হারু। তুমিও—ওর নাম কি—সুরু কল্লে? আমি আর—ওর নাম কি—থাকবো না। চল্লুম তবে।

বিনোদ। আহাহা, অমন কাজও করে; তুমি গেলে, মাইরি বলচি, এক তিলও আমোদ হবে না।

রমেন্দ্র। মাষ্টার ভুলে হয়ে গেছে, কিছু মনে করো না।

(নব খুড়োর প্রবেশ।)

নব। একি বাবা! ভর সন্ধ্যে বেলা, মানভঞ্জনের পালা হচ্চে কেন?

রমেন্দ্র। মাষ্টার চটে গেছলো, তাই ঠাণ্ডা করচি।

গগন। এই যত রাগ আমার উপর বুঝি, খুড়ো কি বললে, তা বুঝতে পাল্লে?

হারু। খুড়ো তোর মত—ওর নাম কি—ছোট লোক নয়।

গগন। বলি শ্রীকৃষ্ণ, রাধার কে ছিল জান?

নব। তা আর জানেনা, ভাদ্র বৌ, কি বল মাষ্টার?

হারু। ও শালা আমাকে—ওর নাম কি—মুখ্যু পেলে কি না।

গগন। আচ্ছা বাবা, আমারই হার।

নব। একি বাবা. এতক্ষণ নজর পড়েনি, কালাচাঁদের পিরীতে কিঞ্চিৎ বিভোর ছিলুম, এ গোরাচাঁদ কোথা থেকে উদয় হলো?

রমেন্দ্র। উনি আমার Bosom friend, ওঁর বাড়ী কলকেতায়।

নব। বাঃ বাঃ তা হলে, ত উনি My dear লোক। ম'শয়ের বিষয় কর্ম্ম কি?

বিনোদ। আমি High Court bar join করেছি।

নব। বেশ বেশ, ঘটকালিতে পসার কেমন?

বিনোদ। একি লোকটা কালা নাকি?

নব। না বাবা, কালা হব কেন? ঘটকেরা যেমন কত কষ্ট

করে একটী বের যোগাড় করে দেন, আপনারাও ত তেমনি কত মাথা ঘামিয়ে একটা মকদ্দমা বাঁধিয়ে দেন। আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষেরা না থাকলে, দুনিয়ার অমঙ্গল হত ; মকদ্দমা ত বড় একটা দেখতেই পাওয়া যেতনা। তবে তফাৎ এইটুকু, যে কোন পক্ষেরই কিছু পাওনা নেই, ঘটকালিতেই প্রায় সব খেয়ে যায়।

বিনোদ। রমেন ! সে বারে তুমি কি এর কথাই বলেছিলে ? লোকটী though a fool, তবু বেড়ে রসিক তো !

রমেন। খুড়োর মত লোক কি আর আছে ?

নব। থাম বাপ ধন, তোমার সুপারিশ রাখ। আচ্ছা মশাই-দের ইংরেজি পড়ে এ কি রকম ভাব দাঁড়িয়েছে ? যদি বাবার ভাষা নাই কইতে পারেন, তা হলে নিভাঁজ ইংরেজি বলুন না কেন, শুনে শ্রবণবিবর শীতল করি।

বিনোদ। ইংরাজিতে এমন অনেক কথা আছে, যার বাঙ্গলায় translation হয় না।

নব। ও বাবা, মাতৃভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে হলে, যে ইংরাজি থেকে অনুবাদ করে বলতে হয়, তা এই প্রথম শুনলুম। যাই হোক, আমার মত আহাম্মককে, খুড়ি fool কে, মাপ করতে আজ্ঞা হয়।

রমেন্দ্র। নাহে খুড়ো, আজ কাল ইংরাজি আমাদের রাজভাষা, যত চর্চ্চা রাখা যায়, ততই loyalty দেখান হয়।

নব। তাতে আর সন্দেহ আছে, কথা কইতে মাঝে মাঝে ইংরেজি না বল্লে, ইংরেজদের একেবারে দেশ ছেড়ে পালাতে হতো। loyaltyর চর্চ্চাও চূড়ান্ত হবে

এসেছে। বাবুদের একখানা বাঙ্গলায় চিঠি লিখতে হ'লে, একেবারে শিবনেত্র হয়ে পড়েন। সহুরে বাবুদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ।

বিনোদ। তুমি যে সহুরে বাবু সহুরে বাবু বলচো, কেন তোমাদের পাড়া গেঁয়ে কি বাবু নেই?

নব। থাকবে না কেন, তবে সংখ্যায় অল্প। পাড়াগাঁয়ে একটু সাঁসালো না হলে 'বাবু' আখ্যা পান না। কিন্তু সহুরের কথা স্বতন্ত্র। যার আনার ধোপদাস্ত সাড়ি, বুকে বাঁধা চাদর, হাতে ছড়ি, পকেটে পাঁচ সিকের ঘড়ি, গাড়োয়ানি ফ্যাসানের আড়ংছাঁটা চুলের ওপর বাঁকা টেরি, আর মুখে সিকি পয়সা দামের Cigarette, এই গুলি থাকলেই তো বাবু উপাধির উপর আঠারো আনা দাবি হলো। তার উপর যদি Royal reader অবধি বিদ্যে, নগদ পনের টাকা বেতন, সন্ধ্যের সময় মুখে একটু সুবাস, আর মধ্যে মধ্যে কোন বিশেষ স্থলে যাতায়াত থাকে, তা হলে ত, তিনি মহা বাবু।

হারু। মশাই তা হলে—ওর নাম কি—আমার কি করলেন? পাঁচ শালাতে, আমার—ওর নাম কি—বাড়ী থেকে বেরোনা দায় করেছে। আমাকে দেখলেই—সব শালাই—ওর নাম কি—তাই বলতে থাকে।

বিনোদ। ইস্ তবে তো তোমার বেজায় কষ্ট!

হারু। আজ্ঞে দেখুন দেখি—ওর নাম কি—কষ্ট নয়? শুন'চ এখন চার দিকে—ওর নাম কি—মানের না [illegible]

কি সব মকদ্দমা হয়। আমাকে—ওর নাম কি—ঐ রকম যাহোক একটা করে দিন না।

বিনোদ। তাই দেব, তোমাকে একটা defamation suit করে দেব।

নব। কি বাবা রমেন, তোমাদের কি আজ রাত্তির এই ভাবেই যাবে? তা হলে কাল যে সূয্যিমামা পশ্চিমে উদয় হবেন!

হারু। না—ওর নাম কি—আমাকে আর থাকতে দিলে না। খুড়ো শুদ্ধ—ওর নাম কি—এই রকম আরম্ভ করলে?

নব। না বাপধন, আমার কথা ধর্ত্তব্য করোনা, বুড়ো মানুষ কি বলতে কি বলে ফেলেচি।

রমেন্দ্র। সত্যি হে গগন, বিনোদ আমার এখানে এলো, আজ একটা কিছু যোগাড় করো না। রামরতনের মেয়ে-টার কি হলো?

গগন। বামাকে তো বলেচি।

রমেন্দ্র। শুধু বল্লে আর কি হবে? আজ একটা কিছু ভাল রকম যোগাড় তোমাকে করতেই হবে। যা হোক এই চাবি নাও, আলমারি থেকে বার কর। সে দিন কলকেতা থেকে যে জিনিস এনেছি, সেইটে নিয়ে এস।

নব। বাবা এতক্ষণে শরীর ধাতে এলো, আমি বলি আজ হলো কি?

রমেন্দ্র। নাও বিনোদ, জিনিসটে কি রকম? নেহাত পান্সা গোছ কি? এস মাষ্টার!

হারু। সেকি কথা—ওর নাম কি—আপনারা পেসাদ করে না দিলে—ওর নাম কি—আগায় কি ভাল দেখায়।

নব। তা বটে ত, বাবুরা আগে পানিয়ে দিন।

বিনোদ। ওহে জিনিসটে মন্দ নয়, তলপ আছে। ম'শাই আপনি চুপ করে বসে রইলেন যে? আজ্ঞে হোক।

নব। আমি ঐ বস্তেজ্ঞাই থাকবো; অধীন ও রসে বঞ্চিত।

বিনোদ। এও কি একটা কথা হলো? আপনি রমেনের ইয়ার।

নব। আমার কোন পুরুষে ইয়ার নয় বাবা, তবে কি জানেন, চাটের যোগাড়টা বড় মন্দ হয় না, তাই এখানে শুভাগমন করা হয়।

বিনোদ। ও কথা আমি শুনছি না; এক peg খেতেই হবে, আমার request রাখতেই হবে।

নব। কেন বাবা, তুমিত আমার বড়কুটুম্ব নও, যে তোমার অনুরোধ আদালতের সমনের কাজ করবে।

বিনোদ। ওহে রমেন, তোমার খুড়ো ত বড় বদরসিক হে।

নব। কি করি বাবা, অসতী হব কেমন করে বল? কালাচাঁদের পীরিতে মন প্রাণ জীবন যৌবন সব মজে আছে, এখন অন্যকে কিরূপে ভজি?

বিনোদ। এঁ্যা! আপনি আফিম খান? সারা জীবনটা আলস্যে কাটাবেন? opium এর মত vital energy নষ্ট করে আর দুটী জিনিস নেই।

নব। কি করি বল বাবা, তোমাদের মত আমি "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহং" নই। আর আমার তত রাজভক্তি, এই— যাকে তোমরা loyalty বল—তাও নেই। মদের মাশুলে আর মাতালের জরিমানায়, তোমরা কি কোম্পানিকে কম টাকাটা দাও? কোম্পানি যে কেন

তোমাদের এখনও রায় বাহাদুর করে দিলেন না, আমি তাই ভাবি।

রমেন্দ্র। ওহে বিনোদ! খুড়োকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। just help yourself to another glass.

বিনোদ। All right, thank you for your apt suggestion. (পানান্তে) রমেন! তুমি তোমার wifeএর সঙ্গে আমায় introduceকরে দেবে বলে ছিলে মনে আছে?

রমেন্দ্র। Certainly. No nay in it.

নব। বাবা রমেন, কখন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা কইনি, কিন্তু খুড়োর একটা কথা রাখ বাবা; ওটাতে আর কাজ নেই।

বিনোদ। কেন তাতে দোষ কি? সাহেবদের ভিতর ত এটা quite natural.

নব। বাবা, তোমরা বস্ত্রহরণের সময় এগিয়ে যাও আর গোবর্দ্ধন ধারণের সময় হলেই অমনি পেছিয়ে পড়! ইংরাজদের একটী সামান্য গুণও অনুকরণ করবার ক্ষমতা তোমাদের নাই, কিন্তু দোষের বেলায় অমনি ইংরাজের দোহাই দাও! তোফা বাবা, তোফা!

বিনোদ। এটা যে দোষ, তা তোমাকে আগে প্রমাণ করতে হবে, তবে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করবো।

নব। বাপজীবন! ক্ষমা দাও, আমার ঘাট হয়েছে।

(প্রিয়নাথের প্রবেশ।)

বিনোদ। Hallo, by jove! good evening প্রিয় বাবু।

প্রিয়। বিনোদ বাবু যে! কলকেতা থেকে কবে এলে? সব ভাল ত?

রমেন্দ্র। প্রিয় যে, কি মনে করে হে?

প্রিয়। দেখছি, আমি বড় অসময়ে এসে পড়েছি, তোমাদের আমোদের ব্যাঘাত হবে। তবে আমি—

বিনোদ। Oh not a bit. Take your seat and make yourself merry. তোমার সঙ্গে কত কাল বাদে দেখা হলো! Really after an age. কলেজে কত আমোদে থাকা গিছলো। আমি কাল সকালে একবার তোমাদের বাড়ী যাব মনে করছিলুম। এখন কি করচো?

রমেন্দ্র। প্রিয় কি Ordinary লোকের মত চাকরি করে হে? কলেজ থেকেই জান ত, আমাদের মত সামান্য লোকের সঙ্গে মিশতো না। তা হলে প্রিয়নাথ বাবু, কি মনে করে সন্ধ্যে বেলা অধীনের এখানে পদার্পণ হলো?

প্রিয়। ভাই! বড় বিপদে পড়েছি, তোমাকে রক্ষা করতেই হবে।

রমেন্দ্র। আমি রক্ষা করবো কি রকম? আমার মত বয়াটে লোক তোমার মত সুচরিত্র ব্যক্তিকে আবার রক্ষা করবে কি?

প্রিয়। ভাই মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিওনা। আমাকে আর পঞ্চাশটী টাকা ধার দিতে হবে।

রমেন্দ্র। খালি টাকা ধারের সময় হলেই আমার এখানে তোমার পায়ের ধুলো পড়ে কেমন কিনা?

প্রিয়। না ভাই! নানান জ্বালায় ব্যস্ত থাকি।

রমেন্দ্র। তা নয়, তুমি আমাদের ঘৃণা কর তা জানি, কেবল নেহাত দায়ে পড়ে এস বইত নয়। তবুও একসঙ্গে পড়েছি বলে, দুটাকা পাঁচটাকা করে পাঁচশো টাকা দিয়ে রেখেছি; তা প্রায়, সুদে আসলে বারশো টাকায় দাঁড়িয়েছে। যদি বল তার দরুণ বাড়ী বাঁধা রেখেছ, তোমার বাড়ীতে আর আছে কি? ওরকম পুরোণ বাড়ী লোকে বাঁধা রাখে? ও বাড়ীর উপর আর টাকা দেওয়া যায় না।

প্রিয়। ভাই! পঞ্চাশ টাকা না দাও, পঁচিশ টাকা দাও।

রমেন্দ্র। কেন তোমার জোর নাকি? আমার টাকা নেই।

প্রিয়। ভাই! আমাদের প্রাণরক্ষা কর. নিদেন দশটা টাকা দাও, নইলে সপরিবারে অনাহারে মারা যাব। যদি আমাকে ধার না দাও, অন্ততঃ ভিক্ষা দাও।

রমেন্দ্র। তুমি যদি এক কাজ করতে পার, আমি তোমাকে পঞ্চাশ কেন, একশো টাকা অমনি দিই।

প্রিয়। বল, যা বলবে আমি করবো। আমার পরিবারবর্গের এক মুষ্টি অন্নের জন্ত, আমি তোমার খানসামাগিরি করতেও প্রস্তুত।

রমেন্দ্র। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি তোমায় তা বলি না; একটা অতি সামান্য কাজ, তুমি মনে করলেই করতে পার।

প্রিয়। জগতে বোধ হয় এমন নীচ কাজ কিছু নেই, যা অর্থ পেলে আমি না করতে পারি। উদরের দায় মনুষ্যকে উন্মত্ত করে। বল, কি করতে হবে বল

রমেন্দ্র। দেখ, তোমাদের পুরান প্রজা রামরতন শুনেছি তোমার বিশেষ অনুগত। তার বাড়ীর মেয়েরাও তোমাদের বাটীতে প্রায়ই যায় আসে। আজ বিনোদ এসেছে, ওকে আমাদের দেশের ভাল জিনিষ কিছু দেখাতে হবে। কোন রকমে রামরতনের মেয়েটাকে যদি এখানে নিয়ে আসতে পার, তা হলে তুমি যা চাও, আমি তাই দিই।

প্রিয়। পিশাচ! এ কথা বলবার সময় তোর মাথায় বজ্রাঘাত হলো না! একথা শোনবার আগে আমার স্ত্রীপুত্রের অনাহারে মৃত্যু হলো না! ওহো! ঋণ কি পাপ! আমি যদি তোর কাছে টাকা ধার না করতুম, যদি আমি উদরান্নের জন্য তোর কাছে না হাত পাততুম, তাহলে, তোর সাধ্য কি, যে একথা আমার সমক্ষে উচ্চারণ করিস্!

রমেন্দ্র। Stupid beggar! জানিস, তুই কার সঙ্গে কথা কইছিস?

প্রিয়। জানি, লম্পট পিশাচের সঙ্গে! যদি ধর্ম্ম থাকেন, যদি ভগবান্ থাকেন, যদি ব্রাহ্মণসন্তান হই, এ অপমানের ফল পাবে।

প্রস্থান।

রমেন্দ্র। দেখলে, বেটার অহঙ্কার দেখলে!

গগন। আজ্ঞে, ও তেজ আর কতদিন? দিন না বেটার নামে নালিশ ঠুকে, বাড়ীখানা বেচে নিন।

রমেন্দ্র। একেবারে বাড়ী খানা নিলে আর হলো কি? দেখ

ও প্রথমে hand note দিয়ে আমার কাছে থেকে খুচরো ধার নিছলো। বাড়ী বাঁধা দেবার সময় আর সে গুলো ফিরিয়ে নেয়নি। তার একখানার এখনও time over হয়নি। সেই কখানা hand note আমি তোমার নামে endorse করে দিই। গগন! তুমি নালিশ করে ওর ঘটী, বাটী, যা কিছু moveables আছে, সব বিক্রি করে নাও। তা হলে, বেটার খুব অপমান হবে; তারপর বাড়ী বেচা যাবে।

গগন। আমি আর একটা কথা বলছিলুম, এক ঢিলে দুই পাখী মারলে হয় না? ও বেটার অপমানকে অপমান, আর আপনারও মহালাভ।

রমেন্দ্র। কি বলনা? তা হলে ত ভাল হয়।

গগন। ওর একটা কড়ে রাঁড়া বোন আছে, শুনেছি তার চমৎকার দেখতে।

রমেন্দ্র। বটে বটে, এখনি তুমি বামাকে বলে দাও, আমি পাঁচশো টাকা দেব।

নব। বাপধন অতটা ভাল নয়, ধর্ম্মে সইবে না।

রমেন্দ্র। কি বাবা তুমি যে আজ ধর্ম্মপুত্র হলে দেখছি!

নব। দেখ, কতকগুলো খানকি নিয়ে ফুত্তের নেশা কর, তাতে কারুরই ক্ষতি নয়, নিজেরই উৎসন্ন যাবার পথ পরিসর কর। কিন্তু সতীর সতীত্ব নষ্ট করবার চেষ্টা করো না, সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

রমেন্দ্র। কি বাবা পাদ্রি সাহেব, একেবারে যে বক্তিমে জুড়ে দিলে।

নব। দেখ, এখনও বলছি সাবধান, এমন মতি করো না। ওর পিতামহের অন্নে তোমার বাপ মানুষ হয়েছেন, ওদের সর্ব্বনাশ করা ধর্ম্মে সইবে না।

রমেন্দ্র। তুমি অমন করত, আমার এখানে আর এস না।

নব। সে কথা তোমায় বলে কষ্ট পেতে হবে না। যে নরাধম ভদ্রলোকের কুল মজাতে চায়, যে পাপিষ্ঠ সতীর সর্ব্বনাশ করতে চায়, তার বাটীতে আসাত দূরের কথা, তার মুখ দেখলেও মহাপাতক হয়।

[প্রস্থান।

রমেন্দ্র। যাও তুমি, তোমাকেও দেখে নেব।

বিনোদ। যাক, ও সব কথা ছেড়ে দাও, রাত অনেক হয়ে গেল। তোমার wife ঘুমিয়ে পড়বে না ত? Seriously বলছো, তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে? ভয় নেই হে, ভয় নেই। আমরা friend এর wife কে কি রকম regard করতে হয়, তা জানি।

রমেন্দ্র। তুমি ত জান, যে আমি স্ত্রীস্বাধীনতার একজন পাণ্ডা। চল, খাওয়া দাওয়া কর, তারপর introduce করে দেব।

গগন। আমরা তবে একটু আধটু চালাই।

রমেন্দ্র। Oh yes, Oh yes, তার আর কথা আছে?

হারু। বটেইত—ওর নাম কি—তার আর কথা আছে?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শয়ন কক্ষ।

প্রতিভা।

প্রতিভা। লোকে বলে আমি বড় ভাগ্যবতী ...ার অতুল ঐশ্বর্য্য, গায়ে গহনা ধরে না, শত শত দাস দাসী আমার কথায় উঠে বসে। আমি বড় মানুষের মেয়ে, ধনীর স্ত্রী, তবে আমার আবার দুঃখ কি? দুঃখ কি! আমার দুঃখ ত ফুটে বলবার নয়, আমার জ্বালা ত জানাবার নয়। আমি আপনি জ্বলছি, আপনি পুড়ছি। কে বুঝবে, কে শুনবে? আমার ব্যথার ব্যথী নেই। বড় মানুষের ঘরে আমার বে দিয়ে বাবা নিশ্চিন্ত হলেন, আমার গহনার বোঝা দেখে মা আমোদে আটখানা হলেন, আত্মীয় স্বজন আমার সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষ্যায় জ্বলে মলেন। কিন্তু আমার কি হলো? আমি চির-জীবনের মত বুকের আগুণ সম্বল করে, জ্বালার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলুম। স্ত্রীলোকের গর্ব্বের, অভিমানের, সোহা-গের একমাত্র জিনিস, সকল পার্থিব সুখের একমাত্র আধার, স্বামী। সে স্বামী আমার কি? স্বামীত আমা... দিকে ফিরেও চান না। এক বাড়ীতে থেকেও বৎসরে একবারমাত্র দর্শন আমার পক্ষে দুর্লভ! তিনি দিবা-নিশি মদে ও বেশ্যায় উন্মত্ত; কতকগুলো তোসামুদে জুটে তাঁকে চোক চাইতে দেয় না। আমি বেশভূষা

করি না বলে, গহনার বোঝা সর্ব্বদা বই না বলে, কত লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করে। তাদের আমি কি বলবো? স্ত্রীলোকের বেশভূষা ত অপরকে দেখাবার জন্য নয়, স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য। যে স্বামীকে চোখেই দেখতে পায় না, তার আবার বেশভূষা কি? ভগবান্! কি পাপে আমার এ দণ্ড হলো? এর চেয়ে যদি শাক ভাত খেয়ে, পাতার কুটীর বেঁধে, স্বামী নিয়ে থাকতে পেতুম, এমন কি, যদি স্বামীর কোলে আমার অনাহারে মৃত্যু হতো, তবু আমার প্রাণে শান্তি থাকতো, আমি হাসতে হাসতে মরতেম। যে স্ত্রীলোক স্বামীসোহাগে বঞ্চিত, তার মত হতভাগিনী আর জগতে নেই। আমরা বাঙ্গালীর মেয়ে, গহনা চাইনা, পোষাক চাই না, আমরা দাসীর মত খাটতে পারি, এক বেলা শাকান্ন খেয়ে দিন কাটাতে পারি, পতিপুত্রের সুখের জন্য প্রাণ দিতে পারি; চাই শুধু পতির একটু ভালবাসা, তাঁর দুটো মিষ্ট কথা, আর তাঁর একটুখানি সোহাগ; আর কিছু চাইনা, আর কিছু চাইনা। নিদ্দয় পুরুষ! সে টুকু ও আমাদের দিতে তোমাদের এত কষ্ট বোধ হয়!

(বামার প্রবেশ।)

বামা। কিগো বৌ দিদি! একলাটী কি হচ্চে গো? দাদা বাবু কোথায়?

প্রতিভা। দাদা বাবুর কাছে দরকার থাকে ত, আমার কাছে কেন?

বামা। না বৌ দিদি! তা নয়; সন্ধ্যে বেলা থেকে একলা বসে রয়েছ, তাই বলছি।

প্রতিভা। ইস্, তুই যে ভারী দরদি দেখতে পাই। একলা থাকবো কেন? এই এতক্ষণ ঠান্‌দিদি আমার কাছে ছিলেন।

বামা। ঠান্‌দিদি থাকলে কি হবে বল? প্রাণ যাকে চায়, সে ছাড়া দেশশুদ্ধ লোক থাকলেও একলা বোধ হয়। হেঁ বৌ দিদি! তুমি তোমার ভাল কাপড় চোপড়, ভাল গহনা টহনা পরনা কেন? তোমার এই রূপ, এই বয়েস, সেজে গুজে না থাকলে কি ভাল দেখায়?

প্রতিভা। আমিত আর বাজারে বেশ্যা নই, যে আমাকে সেজে গুজে মুখে রঙ মেখে বারান্দায় গিয়ে বসতে হবে?

বামা। আচ্ছা বৌ দিদি! দাদাবাবু যে এই রকম বারমুখো হয়েছেন, তোমার কষ্ট হয় না?

প্রতিভা। কিসের কষ্ট? ওরা বেটা ছেলে যা ইচ্ছে করতে পারে।

বামা। বেটা ছেলে বলে কি পীর নাকি? মেয়ে মানুষের কি আর রক্ত মাংসের শরীর নয়? তাদের প্রাণে কি কোন সাধ যায় না? যে সব বেটা ছেলে আমাদের মুখ চায় না, আমরাই বা তাদের মুখ চাইবো কেন? আমরাই বা বুকের আগুণ বুকে চেপে রাখবো কেন?

প্রতিভা। বামা! চুপ কর, অন্য কথা ক।

বামা। তোমার এই রূপ; এই যৌবন. বেটা ছেলের কথা দূরে থাক, আমাদেরই তোমাকে বুকে করে রাখতে ইচ্ছে যায়; দাদা বাবুর কি রকম মন তাত বুঝতে পারি না।

প্রতিভা। তোর দাদা বাবু আমাকে খুব ভালবাসে, রোজই প্রায় আমার কাছে আসে। তবে বেটা ছেলে. বাইরে যদিই কিছু করে, তা আমার দেখবার দরকার কি?

বামা। বৌ দিদি! আমাকে লুকিওনা, আমি সব জানি। রোজ আসাত দূরের কথা, তুমি ছ মাসে একবার তাঁকে দেখতেও পাও না। সত্যি বৌ দিদি! তোমারি খুব সহ্য। আমার অমন সোয়ামী হলে, এতদিন দোসরা চেষ্টা করতুম।

প্রতিভা। বামা!

বামা। এর আর বামা কি? সত্যি কথা বলবো, তার আর হয়েছে কি?

প্রতিভা। বামা সাবধান! তুই আমার কাছে ফের ও রকম কথা বললে, আমি তোকে ঝাঁটা মেরে তাড়াবো। এখন তুই যা, রাত হয়েছে আমি শুইগে।

বামা। এত তেজ। এত অহঙ্কার! তোর এ দর্প আমি চূর্ণ করবো, তোর সর্ব্বনাশ করবো, তোর সতীত্বের তেজ ঘোচাব, তবে আমার নাম বামা।

[প্রস্থান।

প্রতিভা। বামা সর্ব্বনাশী কি মন্ত্র জানে? ওর সঙ্গে দোটো কথা কইলেই, আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আর ও মাগীও খালি ঐ সকল কথাই কয়। কি জানি ওর মনে কি আছে? মাগীকে আর বাড়ী ঢুকতে দেব না।

(রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

একি তুমি! তুমি এখানে?

রমেন্দ্র। আসতে কি নেই my dear? তুমি কি মনে কর, আমি তোমাকে ভাল বাসি না? আমি তোমাকে বুঝতে পাচ্ছ, my dear—প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।

প্রতিভা। তাত দেখতেই পাচ্চি। এখন কি মনে করে এদিকে আগমন হলো?

রমেন্দ্র। তোমায় একবার দেখতে; অনেক দিন না দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গিছলো তাই একবার এলুম। তোমায় আমি কত ভালবাসি, তা তুমি জান না?

প্রতিভা। খুব জানি; আমাকে সদাই চোখে চোখে রেখেছ, ক্ষণেক না দেখলে পলকে প্রলয় জ্ঞান কর—

রমেন্দ্র। তুমি খালি ঐ ঠাট্টাই কর; প্রেয়সি! আমি তোমা বই আর জানি না।

প্রতিভা। তা আমাকে আর বলতে হবে না। এখন কাজের কথা কও দেখি? আমার কাছে এমন অসময়ে, রাতের বেলা, তোমার কি দরকার?

রমেন্দ্র। দেখ, বিনোদ বাবু বলে, কলকেতা থেকে আমার একটী খুব intimate friend অর্থাৎ bosom friend, অর্থাৎ—অর্থাৎ—

প্রতিভা। অর্থাৎ তোমার মত একজন সাধু মহাশয় এসেছেন। তা আমাকে করতে হবে কি?

রমেন্দ্র। ওহোঃ প্রিয়তমে! এই জন্যে তোমাকে এত ভালবাসি। Thou art a jewel my love. কি obedience! কি—কি—কি filial piety!

প্রতিভা। তার পর হুকুমটা কি শুনি।

রমেন্দ্র। তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আমিও ভাবলুম যে, আজ আর যখন মেয়ে মানুষ পাওয়া গেল না—না না না, তা নয়—আমি ভাবলুম যে, আবার

friend এর কাছে তুমি কিছু আর বেরুতে আপত্তি করবে না, তাহলে কজনে মিলে আজ রাত্রে বেশ আমোদ করা যাবে এখন।

প্রতিভা। (স্বগত) ভগবান্! এও অদৃষ্টে ছিল! হতভাগিনি! এত তোর সন্ধ্যা, ঘোর অন্ধকার সামনে আছে, আরও কি হয় দেখ।

রমেন্দ্র। তবে আমি বিনোদকে ডেকে আনিগে।

প্রতিভা। ছি ছি, তুমি হলে কি?

রমেন্দ্র। কি হলুম?

প্রতিভা। তুমি এতদূর উন্মত্ত হয়েছ, তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে, তা আমি জানতুম না। আমার মান সম্ভ্রম, লজ্জা সরম কোথায় তুমি রক্ষা করবে, তা না হয়ে, সেই সমস্ত বিষয়ে জলাঞ্জলি দিতে তুমি আমায় উপদেশ দিচ্চো! তোমার লজ্জা করে না? আমি ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের বৌ। তুমি স্বামী হয়ে, কুলের কুল বধূকে, আপন অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী সহধর্ম্মিণীকে, সামান্য বেশ্যার মত অপর পুরুষের সামনে বার করতে চাচ্চো! তার সঙ্গে আমোদ করতে বলচো! তোমার প্রাণে একটু সঙ্কোচও হয় না! তুমি কোন্ বংশে জন্মেছ, তা জান? তোমার পিতৃপুরুষদের নাম করলে দিন ভাল যায়। খুব বংশের নাম রাখছো! ছি ছি ছি! মদ খেলে লোকে মাতাল হয় জানতুম, এখন দেখছি, মদে মানুষকে পশুরও অধম করে।

রমেন্দ্র। ওগো বক্তৃতাবাগীশ! বক্তৃতার বেগ একটু থামাও;

এটা টাউনহল নয়। বিনোদ আমার ভাইয়ের মতন, তার সঙ্গে আলাপ করতে দোষ কি?

প্রতিভা। কিসের আলাপ? পর পুরুষের সঙ্গে আলাপ কিসের?

রমেন্দ্র। আহা! সে পর পুরুষ নয় গো, সে বিনোদ।

প্রতিভা। মরি, মরি, কি বুদ্ধি! বলি, মাগকে পরের কাছে ডালি না দিলে কি বন্ধুত্ব দেখান হয় না?

রমেন্দ্র। কেন, তাতে দোষ কি? সাহেবেরা কি করে?

প্রতিভা। তুমিও সাহেব নও, আমিও মেম নই। আর সাহেবেরা কি করে না করে, তা জানবারও আমার দরকার নেই। আমি বাঙ্গালী গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের মতই থাকবো।

(বিনোদের প্রবেশ।)

বিনোদ। কিহে,আমাকে একা বসিয়ে রেখে, তুমি যে বৌএর সঙ্গে রসালাপে মত্ত হয়ে আমাকে ভুলে গেলে দেখছি?

রমেন্দ্র। এস ভাই, এস। ওকি! তুমি যে সেকেন্দরি গজের আড়াই গজ ঘোমটা দিয়ে সরে দাঁড়ালে? এই আমার friend বিনোদ, ওর কাছে লজ্জা করতে নেই।

বিনোদ। অমন প্রথম প্রথম হয়।

রমেন্দ্র। এস, সরে এস, কথাবার্ত্তা কও! তবু কথা শোনে না!

বিনোদ। আপনি রমেনের স্ত্রী, আমাকে লজ্জা করেন কি?

রমেন্দ্র। শুনচো না, ঘোমটা খুলবে না? বুঝচো না,আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। দেখবে তবে? ভাল কথার কেউ নয়।

বিনোদ। থাক, আজ থাক। আজ প্রথম দিন, তাই অমন

করচেন। আমি বৈঠকখানায় চল্লুম, তুমি দেরি করো না। (স্বগত) আহা কি রূপ! Perfect ! Divine !

[প্রস্থান।

রমেন্দ্র। তুই আমাকে এই অপমানটা করলি? আমি বিনোদের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে?

প্রতিভা। মান অপমানের জ্ঞান কি চমৎকার! ছি ছি! একেবারে অধঃপাতে গেছ! একটা পর পুরুষ— মাতাল, আমার ঘরে ঢুকলো!

রমেন্দ্র। আলবৎ ঢুকবে। তোর যে ভারি লম্বা লম্বা কথা শুনচি! তোকে জোর করে বৈঠকখানায় নিয়ে যাব, দশ লোকের সামনে তোর মুখে মদ ঢেলে দেব।

প্রতিভা। আহা! কি বীরপুরুষ স্বামী গো! দেখ, কেলেঙ্কারী বাড়িয়ো না, আমার ঘর থেকে চলে যাও, বাহিরে গিয়ে মাতলামি করগে।

রমেন্দ্র। কি! আমি বেরিয়ে যাব! তোর বাবার ঘরে হারামজাদি?

প্রতিভা। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

রমেন্দ্র। তোমায় যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

প্রতিভা। তাই দাও, তোমার পায়ে পড়ি, তাই দাও। তুমিও জুড়োও, আমিও জুড়ুই।

রমেন্দ্র। বটে, যমের বাড়ী যাবার এত সখ? তবে যাও। (প্রহার ও পদাঘাত।)

[প্রস্থান।

প্রতিভা। মা জগজ্জননি! শিবসীমন্তিনি! সতীকুলরাণি! তুমি সতীর আদর্শ। পৃথিবীর নরনারীকে সতীত্বের মর্ম্ম, পতিসেবার ধর্ম্ম, তুমিই বুঝিয়ে দিয়েছ। মা! আমায় বলে দাও, আমি কি করে মন বাঁধবো? আমার এক একবার মনে হয়, আত্মঘাতিনী হই। কিন্তু তখনই প্রাণ কেঁদে উঠে; সোণার স্বামীকে পাপের পাঁকে ডুবিয়ে রেখে, আমি কোথায় যাব? মা! আমি বড় দুঃখিনী, আমার মনে বল দাও, আমার পতির মন ফিরিয়ে দাও। আমাকে রক্ষা কর, আমার স্বামীকে রক্ষা কর, আমার শশুর কুল রক্ষা কর।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাঙ্গন।

নীরদা।

নীরদা। আমার মত পোড়া অদৃষ্ট জগতে আর কার আছে? আমি যার সংস্পর্শে যাই, তারই সর্ব্বনাশ হয়। এ সর্ব্বনাশীকে কেন বিধাতা সংসারে পাঠিয়েছিলে? বিবাহের কথা একটু একটু মনে পড়ে। স্বপনের মত মনে হয়, যেন তিনি আমাকে কত ভালবাসতেন, কত সোহাগ করতেন! তখন কিছু বুঝতে পারতুম না;

তবুও যেন মনে আমোদ হতো। তাঁর মুখের দিকে ভাল করে চাইতে পারতুম না, লজ্জা হতো, একটু ভয়ও হতো। তখন কি জানতুম, যে, আর দেখতে পাব না? তখন কি জানতুম যে, সেই দেখাই শেষ দেখা হবে? বের পর মাস ছয়েক বাদে, হঠাৎ বাড়ীতে একদিন কান্নার রোল উঠলো! বাবা, মা, সকলে আমাকে দেখে আরও বেশী কাঁদতে লাগলেন। কিছু না বুঝতে পেরেও, তাঁদের কান্না দেখে আমিও কেঁদে ফেল্লুম। তখন ত বুঝতে পারিনি যে, আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! তারপর আমাকে রাক্ষসী আখ্যা দিয়ে, শ্বশুর শাশুড়ী আর সে বাড়ী মুখো হতে দিলেন না। তাঁদের বড় সাধের, বড় আদরের একমাত্র বৌ হয়েও একেবারে বিষনয়নে পড়লুম। তাঁদের সেবা করে যে পরকালের উপায় করবো, তারও পথ রইলো না। সেই দিন থেকে আমি বাপের বাড়ী রইলুম। বাবা কত ভাল বাসতেন, কত লেখা পড়া শেখাতেন, তাও সইলো না; কিছু দিনের মধ্যে তিনিও মারা গেলেন, মা ভীমরতি হলেন; দাদার এই দুঃখের দশার উপর, আমি বোঝা হয়ে রইলুম! কি হবে? কি করে দাদার উন্নতি হবে? আমার মনে হয়, বুঝি বা আমার মত রাক্ষসীর সংস্রবেই, বাপের বাড়ীর আমারি এই দশা হলো! পোড়াকপালীর কি মরণ নেই?

(জীবনের প্রবেশ।)

জীবন। পিসিমা! খোকা পুতুল বেচতে এসেছে, আমাকে

একটা কিনে দাও না? বাবা বাড়ী নেই, মাকে বল্লুম, মা কাদতে লাগলো। তুমি একটা কিনে দাও না?

নীরদা। হা অদৃষ্ট! ছেলেকে একটা পুতুল কিনে দেব, এমন একটা পয়সা নেই! দীননাথ! আমাদের দিন কি এমনিই যাবে?

জীবন। তুমিও কাঁদতে লাগলে! আমার পুতুল কাজ নেই। আমি যখন বড় হয়ে টাকা আনবো, তখন কিনবো। কেমন পিসিমা! তাহলে তুমি কাঁদবে না, মা কাঁদবে না? আমি বড় হয়ে অনেক টাকা আনবো।

নীরদা। চাঁদ আমার, সোণা আমার, তুমিই আমাদের দুঃখ ঘুচিও।

জীবন। পিসিমা! তুমি চুল বাঁধ না কেন? তুমি মার চুল বেঁধে দাও, নিজে চুল বাঁধ না কেন?

নীরদা। আমার চুল কে বেঁধে দেবে?

জীবন। কেন, আমি দেব, এস তোমার চুল বেঁধে দিই।

নীরদা। না, তুমি পারবে না।

জীবন। হুঁ আমি পারবো; না হয়, মাকে ডেকে আনি।

নীরদা। নারে ক্ষ্যাপা ছেলে, আমার চুল বাধতে নেই।

জীবন। কেন বাঁধতে নেই বলনা? না পিসিমা, তুমি কেঁদনা, আমি আর তোমায় জিজ্ঞাসা করবো না।

নীরদা। বাবা আমার, গোপাল আমার, রতন আমার!

জীবন। ওগো, ঠাকুর মা আসচেন।

(করুণাময়ীর প্রবেশ)

করুণা। হৈমা নীরদা! প্রিয়র নাকি পাঁচশো টাকা মাইনের

চাকরি হয়েছে? তা আমার একবার বলতে নেই! না হয় বুড়োই হয়েছি, তবু মা ত বটে। তা নেই বলুক, বাছা আমার অক্ষয় অমর হোক; আমার মাথার যত চুল, বাছার আমার তত বৎসর পেরমাই হোক। প্রিয় যে আমাকে বলেনি, তা সব ঐ বউ ছুঁড়ীর কারসাজি।

নীরদা। না মা! কোথায় চাকরি? তেমন দিন কি হবে? সামান্য চাকরিই হয় না, তা আবার পাঁচশো টাকা মাইনে!

করুণা। ওমা! তুই শুদ্ধ আমাকে লুকুতে লাগলি? আমি কি কেড়ে নেব? এই খানিক আগে আমি শুনলুম যে প্রিয়তে বৌমাতে বলাবলি কচ্চে, তবুও বলবি যে না আমি মা, আমাকে লুকান!

নীরদা। মা! তুমি ভুল শুনেছ।

করুণা। ভুল শুনেছি বইকি, তবে তাই। আচ্ছা, প্রিয় একবার বল্লেও না!

জীবন। ঠাকুর মা! আমি চাকরি করে তোমায় টাকা এনে দেব।

করুণা। কে দাদা! এস দাদা এস! আমি তোমার জন্যে একটী পেয়ারা রেখে দিয়েছি, নেবে এস।

[করুণাময়ী ও জীবনের প্রস্থান।

নীরদা। মনুষ্যজীবনে যদি সুখের সময় কিছু থাকে, নিশ্চিন্ত অবস্থা কখন আসে, তবে সে বাল্যকাল! সংসারের কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকেনা, কোন উচ্চ আশা থাকেনা, প্রাণে কোন দুঃখ কষ্ট হয় না! কেবল ভরা পেট, বাপের আদর, আর মায় কোল, এই হলেই কচি ঠোঁটের মধুর হাসি সদাই অমৃত ছড়ায়। বালক বালিকাদের

শরীরে কি এক দেবভাব মিশান আছে, যে সকলেরই প্রাণ আকর্ষণ করে, তাদের দেখলেই বুকে করতে ইচ্ছে হয়! বাবা বলতেন, "যার প্রাণে যে পরিমাণে বালকত্ব আছে, সে সেই পরিমাণে দেবতা।" মা সব সময়েই ভীমরতি হয়ে থাকেন, শুধু জীবনকে দেখলেই সহজ মানুষ হন।

(বামা'র প্রবেশ)

বামা। একলাটী কি কচ্চো মা? বৌমা কোথা, গিন্নি কোথায়?

নীরদা। এস মা এস। মা জীবনকে নিয়ে ও ঘরে গেলেন, বৌ কাপড় কাচতে গেছে।

বামা। আহা মা! তোমাদের কি অবস্থা ছিল, আর কি হয়েছে! তোমাদের এই বাড়ীতে কত দোল দুর্গোৎসব হয়ে গেছে।

নীরদা। আর মা! অদৃষ্টে সবই হয়, ভগবান্ আবার যদি দিন দেন, সকলই বজায় হবে।

বামা। তা হবে বৈ কি মা! সবই হবে। আহা বাছা! তোমার কি কপাল, এই বয়সে এই হলো!

নীরদা। কি করবো বল? মানুষেরত হাত নয়, সকলই তাঁর ইচ্ছে।

বামা। মরণ বাঁচন যেন মানুষের হাত নয়, কিন্তু আর সমস্তইত মানুষে করেছে। এই যে পুরুষগুলো দশটা বে করলেও দোষ হয় না, আর আমাদের বেলাই যত দোষ!

নীরদা। তুমি বাছা ভুল বুঝচো। যাঁরা নিয়ম করেছেন, যাঁদের মতে আমরা চলছি, তাঁরা তোমার আমার মত স্বার্থপর

ছিলেন না। যে সকল মুনি ঋষিরা জগতের মঙ্গলের জন্য অনেক ভেবে চিন্তে শাস্ত্র করেছেন, যাঁদের উপদেশ হাজার হাজার বৎসর ধরে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মাথা হেঁট করে পালন করে আসছেন, সে গুলি যে আমাদের জাতের পক্ষে, আমাদের দেশের পক্ষে খুব ভাল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সে সব নিয়মে দোষ দিতে গেলে, আমাদের মহাপাতক হয়।

বামা। কি বল মা, চোখের উপর দেখছি এক, তুমি বলবে যে তা নয়।

নীরদা। হঠাৎ যেটা চোখে দেখা যায়, তাই কি ঠিক? জলের ভেতর যখন মাছ দেখা যায়, মনে হয় যে কত কাছে, কিন্তু ধরতে গেলেই ঠাওর পাওয়া যায়, যে এত কাছে বোধ হচ্ছিল, মাছ তার চেয়ে ঢের গভীর জলে আছে। চন্দ্র সূর্য্যকে যে আমরা এতটুকু দেখি, কিন্তু সত্যি সত্যি কি তাই?

বামা। কি বল বাছা, আমি বুঝতে পারিনা।

নীরদা। তোমার কথাত এই যে, মেয়েদের কেন একের বেশী স্বামী হতে নেই? আচ্ছা, দেবতার চরিত্রের আদর্শেই ত মানুষের চরিত্র? আমাদের দেবতার ভেতর অনেকেরই একের বেশী স্ত্রী আছেন, কিন্তু কোন দেবীর কি একের বেশী স্বামী আছেন? আরও দেখ, যুবকের যা সহ্য হয়, বালকের তা হয় না; অথচ বালক সমস্ত বিষয়ে যুবকের অধিকার চায়, না পেলে মনে করে কি অন্যায়! বিবাহ বিষয়ে স্ত্রীলোকেরও বোধ হয় সেই রূপ।

বামা। আচ্ছা, সাহেব আর মোচরমানের বিধবা ত বে করে।

নীরদা। আমাদের মধ্যে হাড়ি মুচিরাও ত করে। সাহেব গোমাংস খায়, তাই কি হিঁদুকে খেতে হবে? তাদের শীতপ্রধান দেশে জন্ম, তাই তাদের ধাতে সহ্য হয়। আমাদের দেশে যত কুটে, অন্ধ, আতুর দেখ, তাদের অধিকাংশই গোখাদক মুসলমান। দাদার মুখে শুনেছি, আমাদের দেশে কতকগুলো বুনো জাত আছে, যাদের মেয়েরা অনেকগুলো বে করে, সেই জন্যে তাদের ভাগনে বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়, কারণ ছেলের পিতা ঠিক করা বড় শক্ত। কোন কোন জাতের বিধবারা বে করে বলে, আমাদেরও যে করতে হবে, তার মানে নেই।

বামা। মানেত নেই, কিন্তু করলে দোষ কি?

নীরদা। তুমি কি বলছো? আমরা হিঁদুর মেয়ে, পতিই আমাদের দেবতা। আমাদের ধর্ম্ম নেই, কর্ম্ম নেই, তীর্থ নেই, পুণ্য নেই, পতিই সর্ব্বস্ব, পতিই ইষ্টদেব। একবার সেই পতির পায়ে প্রাণ সমর্পণ করে, আবার কি ফিরিয়ে নিয়ে অন্যকে দেওয়া যায়? যদি তা হতো তা হলে সৃষ্টি থাকতো না। হিন্দুবিধবা আছে, তাই এতদিন হিন্দুধর্ম্ম আছে তা জান? দাদার মুখে শুনেছি, লোকসংখ্যায় স্থির হয়েছে, যে হিঁদুর ভেতর পুরুষের চেয়ে মেয়ে অনেক বেশী। তাই পুরুষে একের অধিক বে করলে সমাজের ক্ষতি হয় না।

বামা। তাই যেন হলো, কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন?

নীরদা। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কি ?

বামা। খাঁড়ার ঘা কি ! তুমি নিজে কিছু বুঝতে পারনা ? বিধবা কি মানুষ নয় ? বিধবা হলেই কি তার চির-জীবনের সকল সাধ ঘুচে যাবে ? বিধবার চুল বাঁধতে নেই, গহনা পরতে নেই, বেশভূষা করতে নেই, ভাল খেতে নেই। বশেখ জষ্টি মাসের দারুণ গরমে বাবুরা বরফ জল খেয়েও মারা যেতে বসেন, আর একাদশীর দিন বিধবারা এক ফোঁটা জল অবধি খেতে পাবে না ! একি কম অবিচার ! একি সহ্য হয় ?

নীরদা। তোমার কথা শুনে হাসিও পায়, রাগও হয়। স্ত্রীলোকের বেশভূষা, সাজসজ্জা সমস্তই স্বামীর জন্য ; যে পোড়াকপালী সে ধনে বঞ্চিত, তার কিছুরই দরকার নেই। আরও, ভাল খাওয়া, বেশভূষা করা কিম্বা আমোদ আহ্লাদ করা, এ সমস্ততে মন চঞ্চল হয়। নানা রকমে আমাদের শরীরকে কষ্ট দিয়ে, শরীরের রস শুকিয়ে ফেলে, মনের উন্নতি করাই উচিত। ইহকালে এই হলো, পরকালে যাতে ভাল হয়, তা করতে কোন্ বিধবার না ইচ্ছে হয় ? যাতে কোনরূপ মনের চাঞ্চল্য হতে পারে, এমন কোন বই পড়া, এমন কি এরূপ কথার আলোচনা করাও অনুচিত। সর্ব্বদাই কাজকর্ম্মে আর পুজো আচ্চায় নিযুক্ত থাকাই বিধবার উচিত।

বামা। সব ত বুঝলুম, কিন্তু রক্ত মাংসের শরীরত বটে, সব সময় কি মন ঠিক রাখা যায় ? তুমিই বল দেখি, যদি কেউ তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, যদি কেউ

তোমার জন্যে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়, যদি কেউ তোমার পায়ে পড়ে বিষ খেয়ে মরতে চায়, বল দেখি নীরদা! তুমি কি কর?

নীরদা। কি করি? হাসতে হাসতে সে পাপিষ্ঠের মুখে বাঁ পায়ের লাথি মারি।

বামা। না, তা তুমি পারনা, তুমি মানুষ, তোমার দয়া আছে; তোমার প্রাণ ত পাষাণে গড়া নয়, তা তুমি কখনই পার না। শোন বলি, একজন তোমার জন্যে মরে, তোমার না পেলে গলায় ছুরি দেবে, তাকে রক্ষা কর, তার প্রাণ দান কর।

নীরদা। তুমি পিশাচী! আর এ বাড়ীতে কখন ঢুকোনা, অপমান হবে।

বামা। আচ্ছা থাক, একদিন না একদিন এর শোধ দেব।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

প্রিয়নাথ ও সরযূ।

সরযূ। এত বেলা করে এলে? আমি ভেবে সারা হচ্ছিলুম। আজ কিছু সুফল হয়েছে কি?

প্রিয়। রোজ যা হয়, আজও তাই। ভিখিরীর মত গেলুম, ভিখিরীর মত নিরাশ হয়ে ফিরে এলুম সরযূ! কি

হবে? কেমন করে ছেলেটার প্রাণ বাঁচাব? নীরদা এতদিন আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, পৈতে কেটে আমাদের অন্ন দিয়েছে। কিন্ত আরত চলে না, তুলো কেনবার পয়সাও আর নেই। কি হবে, কি হবে?

সরযূ। দেখ এক উপায় আছে, আমাদের গ্রামে কারুর রাঁধুনী দরকার হয় না? তাহলে, আমি সকাল বিকেল রেঁধে দিয়ে আসি। তাতে কি কিছু পাওয়া যায় না?

প্রিয়। হা ভগবান্! এ কথাও আমাকে শুনতে হলো! রমানাথ বাঁড়ুয্যের পুত্রবধূ, সুরেন মুকুয্যের কন্তা, পতিপুত্রের অন্নের জন্ত রাঁধুনিবৃত্তি করবে! জগদীশ্বর! যার প্রতি নিদয় হও, এমনি করেই কি হও?

সরযূ। তুমি সব কথাতেই অমন কর কেন? কত ভদ্রলোকের মেয়ে যে লোকের বাড়ী রাঁধে।

প্রিয়। তুমি বড় মানুষের মেয়ে, তোমার পিতার অন্নে কত শত লোক প্রতিপালিত, তোমার ভাই জুড়ি চড়চেন, আর তুমি পতিপুত্রের একমুটি অন্নের জন্ত রাঁধুনিবৃত্তি করতে প্রবৃত্ত! নারায়ণ! এর বেশী যদি কিছু মনে থাকে, তার আগে যেন আমার শেষ হয়।

সরযূ। ছি! ও কথা বলতে নেই।

প্রিয়। বলতে নেই কি? তুমি কার জন্ত পিত্রালয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেছ? কার জন্ত সহোদর ভ্রাতার চক্ষের বালি হয়েছ? সব আমার জন্ত, সব এই অকর্ম্মণ্য হতভাগার জন্ত!

সরযূ। তোমার পায়ে পড়ি, ও কথা ছেড়ে দাও।

প্রিয়। ছেড়ে দেব কি? তুমি আমার জন্য যে কষ্ট সহ্য কচ্চো, কোন স্ত্রী স্বামীর জন্য এত করে? সব কথা আমার মনে আগুনের মত জ্বলছে। আমরা দুঃখী বলে, এখানে এলে তোমার কষ্ট হবে মনে করে, তোমার বাপ মা তোমাকে আমাদের বাড়ী পাঠাতেন না। আমি কালে ভদ্রে তোমাদের বাড়ী গেলে সকলেই হেনস্থা করতেন, সকলেই আমাকে আপোদ বালাই বোধ করতেন। আমি মনে মনে সব বুঝতুম, কতবার প্রতিজ্ঞা করতুম আর যাবনা, কিন্তু তোমার মুখখানি মনে পড়ে, আমার সব প্রতিজ্ঞা ভেসে যেত। একবার অনেক দিনের পর তোমাদের বাড়ীতে গেলুম, জামাই আদরের পরিবর্ত্তে তোমার দাদার কাছে বিশেষ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হলুম। সে বারে আমার প্রাণে বড় লেগেছিল, আমার চোখে জল পড়েছিল।

সরযূ। সে কথা আর তুলোনা, মনে হলে আমার প্রাণ ফেটে যায়।

প্রিয়। জানি, আমার দুঃখ তোমার প্রাণে যে বড় লাগে, তা আমি খুব জানি। কিন্তু তখন বুঝিনি যে, তুমি আমায় এত ভালবাস, তখন জানতুম না যে, তুমি আমার জন্য পিতা মাতা, সুখ সচ্ছন্দ, এরূপ অবহেলে ত্যাগ করতে পার! তুমি আড়াল থেকে আমার চোখে জল দেখেছিলে, সেই এক ফোঁটা জল, তোমার বুকে সমুদ্র সৃষ্টি করেছিল। তুমি পিতা মাতার শত নিষেধ উপেক্ষা করে সেই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে চলে এলে! রাজভোগ পরিত্যাগ করে আমার সহিত উপবাস করতে এলে!

সরযূ—সরযূ! তুমি কি দেবী?

সরযূ। আমি দেবী নই, তোমার দাসী। তুমি রাজা হলে আমি রাজরাণী হব, তুমি গাছতলায় শুলে আমিও গাছতলায় শোব। তোমার সঙ্গে আমার চিরজীবনের এই সম্বন্ধ।

প্রিয়। সরযূ! আজকাল কজন স্ত্রীলোক উপার্জ্জনাক্ষম দুঃখী স্বামীকে যত্ন করে? বিশেষতঃ, ধনীর কন্যা হাসতে হাসতে নিঃস্ব পতির দুঃখের অংশ গ্রহণ করে, এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা আমি জানিনা বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

সরযূ। যে রমণী পতির দুঃখের অংশ গ্রহণ না করে কেবল তাঁর সুখের ভাগী হতে চায়, তাতে আর বেশ্যাতে আমি কোন প্রভেদ দেখিনা।

(নীরদার প্রবেশ।)

নীরদা। হাঁ দাদা! কোথাও কি কিছু হলো না?

প্রিয়। কোথাও না। সে দিন ত জান, বোসেদের বাড়ীতে অপমানিত হয়েছিলুম, তোমাদের মুখ চেয়ে আমি সে অপমান ঝেড়ে ফেল্লুম, ভিখিরীর মত দোরে দোরে ভিক্ষা পর্য্যন্ত করলুম, কৈ তবুত কিছু হলো না!

নীরদা। বলতে লজ্জা করে, কোন বড় লোককে—

প্রিয়। বড়লোকের নাম করো না। তুমি পাগল, বড়লোকে ভিক্ষা দেবে? আমার মত গরীবকে সাহায্য করবে? তাহলে, যে তাঁদের বড়লোক নামে কলঙ্ক হবে! দুঃখীকে সাহায্য করলে ত খপরের কাগজে লিখবে না, আমাকে সাহায্য করলে ত তাঁরা দেশবিদেশে দাতাকর্ণ বলে অভিহিত হবেন না, নিঃস্বকে দান করলে ত,

তাঁদের উপাধি লাভের আশা থাকবে না, তবে তাঁরা ক্ষুধার্ত্তকে কেমন করে একমুষ্টি অন্ন দেন? অমন কথা মুখে এনো না; তোমার মহাপাতক হবে।

সরযূ। ঠাকুরঝি! জীবন কোথা?

নীরদা। জীবন ভাত খেয়ে ঘুমুচ্ছে।

প্রিয়। আজত হাঁড়ী চড়েনি, ভাত কোথায় পেলে?

নীরদা। হাঁড়ীতে দুটী পান্তা ভাত ছিল।

সরযূ। পান্তা থাকবে, এমন ভাত ত কাল হয়নি।

নীরদা। কাল আমার শরীরটে ভাল ছিল না, তাই খাইনি।

সরযূ। ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! জীবন আমার নয়, তোমার। তুমি নিজে উপোস করে জীবনের প্রাণ বাঁচাচ্চো! এই জন্যে কাল তুমি আমাকে রান্নাঘর থেকে সরিয়ে দিলে?

প্রিয়। নীরদা! তুমি সাক্ষাৎ দেবী। তুমি না থাকলে, বহুদিন পূর্ব্বে আমরা অনাহারে মরতুম।

নীরদা। ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও, এখন হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাও।

প্রিয়। কি বলছো? ঘরে একটা ছোলা নেই যে দাঁতে কাটি।

নীরদা। আমি রামরতনের বাড়ী থেকে চারটী মুড়ি চেয়ে এনেছি, তাই দুটী খাও।

প্রিয়। মুড়ি তুমি রেখে দাও, জীবনকে দিও।

নীরদা। জীবনের জন্যে আমি দুটী রেখে দিয়েছি।

প্রিয়। তা হোক, এও থাক। সে বালক, তার কতটুকু প্রাণ? আমাদের প্রাণ বেরোবার আগে সে সর্ব্বনাশ দেখতে পারবে না।

নীরদা। বালাই, বালাই !

প্রিয়। নীরদা ! আর দেখচো কি ? এই বার গেলুম !

নীরদা। আর কি কোন উপায় নেই ?

প্রিয়। আছে, এক উপায় আছে। এস সকলে মিলে বিষ খাই ! আমি এক এক করে সকলের হাতে বিষের বাটী দিই ; এক সময়ে, এক মুহূর্ত্তে, এক লহমায়, সেই বিষ সকলের গলায় ঢেলে দিই। তারপর ? তার-পর আর কি ? সব নিশ্চিন্ত ! আর চাকরীর জন্ত কারুর তোষামোদ করতে হবে না ! আর অন্নক্লিষ্ট স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজনের হাহাকার ধ্বনি কানে শুনতে হবে না ! আর ভিখিরীর মত ভিক্ষে চাইতে গিয়ে, গলাধাক্কা খেয়ে ফিরতে হবে না ! আর শত্রুর বিদ্রূপ উক্তি বুকে শেল বিধবে না ! সব জ্বালা চিরদিনের মত জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু আমার জীবনকে কে দেখবে ? জীবনকে কার কাছে রেখে যাব ? না না ! মরা হবে না, যেমন করে হোক জীবন রাখতে হবে, নইলে জীবনকে হারাব ! কিন্তু অন্নকষ্ট, এ দারুণ অন্নকষ্ট, এ প্রাণঘাতী অন্নকষ্ট আর সহ্য হয় না ! আমি চুরি করবো, ডাকাতি করবো, খুন করবো, যেমন করে হোক স্ত্রীপুত্রের অন্নাভাব মোচন করবো। আর এ কষ্ট সহ্য করতে পারি না, আর সহ্য হয় না !

নীরদা। ছি ছি ! কি বলচো ? তুমি সত্যি সত্যি পাগল হলে নাকি ? তোমার মুখ থেকে যে এসব কথা শুনবো, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি !

সরযূ । ঠাকুরঝি! আগে বুঝিনি, এখন দেখছি, অভাব বড় ভয়ানক জিনিষ। অভাবে পড়লে দেবতাও আপনার পথ ভুলে যায়, হিতাহিতজ্ঞানশূণ্য হয়, মানুষ ত কোন ছার!

(নেপথ্যে) বাবু বাড়ী আছেন ?

প্রিয় । কে ডাকে ? কোন পাওনাদার বুঝি ? নীরদা! আমি আর ওর সঙ্গে দেখা করবো না. তুমি আড়াল থেকে ওকে দু তিনদিন বাদে আসতে বলে দাও। হারে অদৃষ্ট! চোরের মত লুকিয়ে থাকতে হলো!

(নেপথ্যে) বাবু বাড়ী আছেন।

নীরদা। এযে রামরতনের গলা শুনছি।

প্রিয় । কে হে, রামরতন ? তুমি বাইরে কেন, ভেতরে এস!

(রামরতনের প্রবেশ।)

এস রামরতন, এস। একি! তোমার মাথায় কি ?

রাম । ক্ষেতের কিছু আনাজ কোনাজ এনেছি, ঠাকুরকে নিবেদন করে দেবেন।

প্রিয় । এত আনাজ কি হবে ?

রাম । এত কোথা বাবু ? দিদি! একজনকে সেই যে ধারে পৈতে বেচেছিলুম, সে আজ দাম দিয়ে গেল, এই নাও টাকাটী নাও।

প্রিয় । কৈ কাকেও ত তুমি ধারে পৈতে বেচনি, বরাবরই ত আমাকে নগদ দাম এনে দিয়েছ।

রাম। না দিদি তোমার মনে নেই। আর বাবু, মাঠাকরুণের কাছ থেকে অনেক দিন হলো চারটী টাকা ধার নিয়েছিলুম, তা এই নিন।

প্রিয়। মা তোমাকে কবে ধার দিয়েছিলেন ?

রাম। সে অনেক দিন।

প্রিয়। নীরদা! মাকে জিজ্ঞাসা করে এস ত।

রাম। মাঠাকরুণের ভীমরতি হয়েছে, তাঁর কি আর মনে আছে ?

প্রিয়। রামরতন! মা এ টাকা কখন ধার দেন নি। তিনি কোথায় টাকা পেলেন যে, তোমাকে ধার দিলেন ?

রাম। আমি কি মিছে কথা বলছি গা বাবু ?

প্রিয়। আমি সব বুঝতে পেরেছি। আজ নীরদা তোমাদের বাড়ী থেকে দুটী মুড়ি চেয়ে এনেছিল, তুমি তাই শুনে আমাদের অবস্থা বুঝে, এই সব দিয়ে যাচ্চো!

রাম। না বাবু, না। কর্ত্তার অন্নে চিরকাল মানুষ হয়েছি, মিথ্যা কথা কেন বলবো ?

প্রিয়। রামরতন! অনাহারে আমাদের প্রাণ যাচ্ছিল, তুমি আমাদের প্রাণরক্ষা করলে। যদি সৎকর্ম্মে পুণ্য হয়, তোমার অক্ষয় স্বর্গ হবে।

নীরদা। জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য! রামরতন! তোমায় বেশী কি বলবো, চিরকাল মনের সুখে থেকো।

সরযূ। রামরতন! তুমি আজ যেমন আমার জীবনের প্রাণ রক্ষা করলে, তোমার ছেলেরা যেন অক্ষয় অমর হয়।

প্রিয়। আজ তুমি আমার যা করলে, আজকালের বাজারে কেউ বুঝি তা' করে না! আমার সহোদর ভাই নেই, তুমিই আমার সহোদর; দাও দাদা, একবারি আমাকে কোল দাও।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বামার বাটীর সম্মুখ।

বামা। আ মরণ, ছাই নামটা মনে থাকে না। কি, প্রমোদ বাবু না কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হয়েছে, বিনোদ বাবু। বড় লোক, অনেক টাকার মালিক; আবার এদিকে বিদ্যে বুদ্ধিও অগাধ; শুনলুম, কলকেতায় একজন মস্ত উকিল। মাথা ঘুরে গেছে। কলকেতা থেকে আমোদ করে পাড়াগাঁ বেড়াতে এলেন, এক গেলাসের ইয়ার রমেন বাবু সোহাগ করে মাগের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে গেলেন। আর কি? বাবু একেবারে বুনোমোষের মত ক্ষেপে উঠলেন! জহুরিই জহর চেনে, আমি যে এ কাজের কাজি, রমেন বাবুর মুখেই তা শুনেছেন। এখন, "যার শিল, তারই নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া;" আমায় কাঁটা করে কাঁটা তুলতে চান। দুশো নয়, পাঁচশো নয়, একেবারে নগদ কর্‌করে হাজারখানি টাকা দেবে বলেছে। মনে করচি, একছড়া চাবুকের মত গোট, আর এক ছড়া চেন হার গড়িয়ে পরবো। তা সে ছুঁড়ী কি রাজী হবে? সে দিন ত তাড়িয়েই দি'ছলো, সে ঘা আমার মলেও যাবে না! এখন অনেক কষ্টে ভোল বদলে, তবে ফের জুটেছি। এখনও

আসছে না কেন? তবে কি রুসকাল? না, যাবে কোথা? একে পুরুষ মানুষ, তায় বড়লোক; মেয়েমানুষের উপর ঝোঁক পড়েছে, তার মাথা না খেয়ে কি ছাড়বে? আচ্ছা, বিনোদ বাবুর ও ছুঁড়ীর উপর এত লালচ কেন? কি এমন দেখতে? আমরাও ভোগে থাকলে ওর চেয়েও সুন্দরী হতুম। কেন, এখনই বা কি মন্দ? পোড়া লোকের ত নজর নেই! মরুকগে, এখন হাজারটে টাকা আমার ঘরে এলেই বাঁচি। যাই, ততক্ষণ বাড়ীর ভেতর যাই, আসে ত ডাকবে এখন।

[প্রস্থান।

(হারাধনের প্রবেশ।)

হারু। কি চেহারাই—ওর নাম কি—করেছ বাবা, যেন গুজরুটী হাতী। চটকেই—ওর নাম কি—মেরে রেখেছে। আহা, কিবা চলন—ওর নাম কি—কিবা ফেরণ! উহুহুহু—ওর নাম কি—মরে যাইরে! বেটী আমায়—ওর নাম কি—পাগল করলে বাবা! যা থাকে কপালে, দুর্গা বলে তেড়েফুঁড়ে—ওর নাম কি—একটু প্রেমালাপ আজ করবোই। বেটীর যে যণ্ডা চেহারা—ওর নাম কি—একটু ভয়ও করে। যা হোক বাবা, আজ আমি—ওর নাম কি—মরিয়া হয়েছি। বামা! ও বামা!

(নেপথ্যে বামা) কে গা তুমি?

হারু। আমি; একবার—ওর নাম কি—বেরিয়েই এস না।

(বামার পুনঃ প্রবেশ।)

বামা। কে গা, তুমি আমার সাত পুরুষের কুটুম ?

হারু। বামা,—ওর নাম কি—আমায় চিনতে পারচো না ?

বামা। চিনিছি বৈ কি ; তুমি এখানে কি করতে এসেছ ?

হারু। আমি—আমি—তুমি জল পড়তে জান ? আমাদের কইলে বাছুরটার—ওর নাম কি—ঘুরনি হয়েছে, তা তুমি যদি—ওর নাম কি—একটু জল পড়ে দাও।

বামা। ওরে আমার রসিকচূড়ামণি ! নেকামো পেয়েছ বটে ? আমি কিছু বুঝতে পারি না ! তবে দেখবে একবার ?

হারু। আহা, তুমি অত—ওর নাম কি—চট কেন ? আমি এই—ওর নাম কি—নগদ পাঁচসিকে ট্যাঁকে করে এনেছিলুম।

বামা। একি পীরের দরগা পেয়েছ, যে পাঁচসিকে নিয়ে সিন্নি দিতে এসেছ ?

হারু। তা এক রকম,—ওর নাম কি—তাই বটে। তবে আমার—ওর নাম কি—বাতাসার সিন্নি বলেই যা বল। হতো যদি কাঁচাগোল্লা, তা হলে—ওর নাম কি—আমিও দেখতুম।

বামা। তাইত হে ইয়ার, বড় কপ্‌চাচ্চো যে ? গগন না তোমার এক গেলাসের ইয়ার, তার সঙ্গে না গলাগলি ভাব ? তারই কপালে তেঁতুল গুলতে এসেছ ! রোস, তোমার চালাকি আমি বার করে দিচ্চি।

হারু। না বাবা—ওর নাম কি—দোহাই তোমার, গগনাকে কিছু বলোনা। বেটা—ওর নাম কি—অন্ধকারে লাঠি

ঝেড়ে দেবে। আমি অমনি অমনি—ওর নাম কি—মিষ্টি মুখেই বিদেয় নিচ্ছি। ওহোঃ বামারে!

[প্রস্থান।

বামা। মিন্‌সে কি বোকা! এই হাটে এসেছে ছুঁচ বেচতে! হ্যাঁ—এধারে তেমন যোত্র থাকতো, দেখা যেত।

(বিনোদের প্রবেশ।)

আসুন, আসুন। আপনার জন্যে আমি এই দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। মনে করলুম, বুঝি আজ আর এলেন না।

বিনোদ। সে কি কথা, আসবো না কি? তোমার কাছে আমার প্রাণ পড়ে রয়েছে। এখন এদিককার কতদূর?

বামা। আপনাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে বামা যাতে হাত দেয়, তাতে বড় একটা বিফলমনোরথ হয় না।

বিনোদ। তবু খপরটা কি বল? রাজী হয়েছে?

বামা। চোদ্দ আনা বটে, বাকি দুআনা কিছুদিনের মধ্যেই সেরে নেব।

বিনোদ। দেখ, আমি আর বেশী দিন এখানে থাকতে পারবো না, রমেন সন্দেহ করলে মাথা বাঁচান ভার হবে।

বামা। এ সব কাজে এত অধীর হলে চলবে কেন? [illegible] জিরিয়ে, সব দিক বজায় করে, তবে ত করতে হবে। একটা কথা আপনাকে বলে রেখে দিই, আমি যে দিন বলবো, সে দিন রমেন বাবুকে একটু বেশী করে মদ খাইয়ে রাখবেন।

বিনোদ। তার জন্যে কোন ভাবনা নেই। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে

পড়লো; মুমেনের কি হলো? প্রিয়য় বোনের জন্তে সে যে মরে।

বাম্ম। সে কাজ আমার দ্বারা হবে না। ছুঁড়ীর কথা কি, যেন টোলের ভটচাষ্যি! সেখানে সোজা পথে হবে না। তা হলে বাবু আমার বক্‌শিশের কথাটা—

বিনোদ। সে জন্ত তোমার ভাবনা নাই। তা হলে আজ আমি চল্লুম। বেশী দেরী করো না, কেমন, ভুলবে না ত?

বামা। আজ্ঞে, সে কি কথা?

[প্রস্থান।

বিনোদ। আহা! এমন ভাগ্য কি হবে? কি রূপ! সেই রাত্রে একটীবার মাত্র দেখেছিলুম, সেই দেখাতেই মরেছি।

(নবখুড়োর প্রবেশ।)

নব। একি বাবা! এ চাঁদ বামার ঘরের কানাচে উদয় কেন? ব্যাপার ত বড় ভাল বোধ হচ্চে না। বলি, ও মশাই! চিনতে পারেন? অমন বেঁকে চুরে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাড়িয়ে রয়েছেন যে? উকিলি ব্যবসাটা কিছু বাঁকা চুরো বটে, তা বলে ঢং ঢাং গুলোও কি তেওড়ান করতে হয়?

বিনোদ। ওহোঃ! তুমি আমাদের নবখুড়ো না? কিছু মনে করো না, দেখতে পাইনি।

নব। তা পাবে কেন বাবা? আমিত আর মেয়েমানুষ নই, যে চসমা ফুঁড়ে ছুরশি তফাতে তোমার নজর যাবে।

বিনোদ। তা নয়, সন্ধ্যার সময় বড় গরম বোধ হলো, তাই বেড়াতে বেড়াতে এধারে এলুম। অন্ধকার হয়ে এসেছে, তোমায় দেখতে পাইনি।

নব। আমি ত বাবা তোমার কৈফিয়ত তলব করিনি তবে অতটা বাগাড়ম্বর হচ্চে কেন? তবে এই আপনা আপনির ভেতর বলেই জিজ্ঞাসা করছি, বামার কাছে দরকারটা কি?

বিনোদ। এঁ্যা, বামা! বামার কাছে আবার দরকার কি?

নব। বাবা, বামা হলো তোমাদের ভবপারের কর্ণধার! তোমরা যে আলাপচারী করছিলে, নজরে তা গেছে। তা বাবা! কিছু যোগাড় টোগাড় আছে না কি?

বিনোদ। আরে ছিছি, তুমি কি আমায় তেমন লোক পেলে?

নব। শিব! শিব! তুমি হলে কলির যুধিষ্ঠির। তবে কি বাবা, বামাকে এতক্ষণ তত্ত্বকথা শোনাচ্ছিলে?

বিনোদ। তা নয়—তা নয়, এবারে এলুম, কাল কলকেতায় যাব কি না, তাই সকাল বেলায় ট্রেন কখন, বামাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম।

নব। বাহবা বাবাজী! বামা কি তবে ষ্টেশনমাষ্টার হয়েছে না কি? আজ কাল কি ট্রেনে চড়ে ভবপারে যেতে হয়?

বিনোদ। তোমার সঙ্গে বাজে বকে সময় নষ্ট করতে চাই না, আমি চল্লুম।

নব। যাবে যাও বাবা, তোমায় তুলো তারিফ দিচ্ছি। আহা, কি জ্ঞান বাবাজী! কোন্ ভাগ্যবতীকে সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়ে তরাবার মৎলব করেছ, বলতে কিছু হানি আছে কি?

বিনোদ। Savage! Brute!

[প্রস্থান।

নব। তোফা চালের উপর ত চলে গেলে বাবা! কিন্তু আমার মনে যে দারুণ খটকা লাগিয়ে দিয়ে গেলে! যাকে ডেকে পাঠালেই হাজির পেতে, তার কাছে তোমার আগমন কেন? এ চক্রব্যূহ যে সে সামান্য লোকের জন্ত নয়। নিশ্চয়ই রমেনকে লুকিয়ে কাজ হচ্ছে। রমেন ত সেদিন এ বেটাকে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার কথা বলেছিল; তার সঙ্গে ত কোন সম্বন্ধ নেই? কি জানি? বেটাত এখানে আড্ডা গেড়েছে, রমেনের বৈঠকখানাই এখন আদালত হয়েছে, আর বাড়ী যাবার নামটীও করে না। আচ্ছা বাবা, আমিও তক্কে তক্কে রইলুম, কত ধানে কত চাল, তা বুঝে নিচ্চি।

(বামার পুনঃ প্রবেশ।)

বামা। তুমি আবার কে গা? সদর দরজায় ঝাঁকি দিচ্চো?

নব। চিনতে পারবে না, "আচাভুয়ো বোম্বাচা"।

বামা। ওখানে দাঁড়িয়ে কি করচো?

নব। আকাশের তারা গুনচি, চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখ্‌চি, ভবসমুদ্রের ঢেউ ওজন করচি। বামা! একখানা চিজ হয়ে জন্মেছিলে বটে! তুমি যদি রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় থাকতে, কালিদাসের পোষ্ট পেতে। হা রে দুনিয়ার মালিক, বড়ের চাল যে কি ভাবে চলচে, কার বাবার সাধ্য তা বোঝে! দেখ বাবা, বুড় বয়সে যেন নাস্তিক করো না। ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয় চিরকালটা হয়ে আসছে, যেন তাই হয়।

গীত।

দুনিয়াটা আজব কারখানা।
কোন প্রাণী কি ভাবে কেবে, যায় না ত জানা॥
কেউ গুমোর করেন বুদ্ধির বড়, কারুর টাকার গরম,
কারুর বড়াই বিদ্যে নিয়ে, কেউ নরম নরম,
কেউ রূপের মোহে মত্ত হয়ে, ধরা দেখেন সরাখ'না।
ভক্তবিটেল সেজে কেউ বা, করেন হরি হ'রি,
কেউ ভারত মাতার জন্যে কেঁদে আমুরি ঝুরি,
ঢেকে ঢুকে পাপ করেন সব, ঠিক শশকের মুখ লুকানা।
আছে এক বেটা দুনিয়ার মালিক, তার নজর বড় সাফ,
ভুল ধরে সে করে বিচার, কিছু থাকে নাক মাপ,
অন্নজলে পুঁটির খেলা, কেউ দেখেও দেখনা,
ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে, জেনেও কেন তাও জান না॥

বামা। ওহোঃ, আপনি নব বাবু! চিনতে পারিনি। আসুন আসুন, ভেতরে এসে বসুন, এক ছিলিম তামাক খান।

নব। বৃথা খাতির করচো চাঁদ! আমার ট্যাঁক খাড়স্ত!

বামা। ট্যাঁকের তোয়াক্কা রাখি না। প্রাণের লোক পেলে তার সঙ্গে না খেয়ে মরতেও রাজী আছি।

নব। কি কপাল জোর আমার! ইন্দ্রের শচী আমায় প্রেম আকিঞ্চন করচেন! কিন্তু গগনের দশা কি হবে?

বামা। সে পোড়ার মুখোর কথা আর তুলো না। রাত তিন-পোরে মদভাঙ খেয়ে এসে পড়ে, আর আমি বেটী যেন গঙ্গাতীরে মড়া আগলে বসে থাকি। তোমায় পেলে, তাকে দূর করে দিই।

নব। তোমার সঙ্গে পীরিত্ করলে, রোজ এক শিশি কডলিবার অয়েল খেতে হবে ত, তাতে আমি রাজী নই। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক্‌ঠাক উত্তর দাও দেখি।

বামা। কি কথা ?

নব। আচ্ছা, বিনোদ বাবুর জন্যে যাকে যোগাড় করচো, তার কতদূর কি হলো ? দোহাই বাবা, দাগাবাজী করো না, স্বরূপ বল ?

বামা। বিনোদ বাবুর জন্যে !

নব। এই রকম ত বোধ হয়।

বামা। তুমি কি বলচো ? আমি কিছুই বুঝতে পারচি না।

নব। আর হেঁয়লা বার কর কেন সোণার চাঁদ ! কোষ্ট সাফ করে বলে ফেল না। মনটাকে এঁবো সিন্ধুক করেছ, দুর্গা বলে খুলে ফেল না।

বামা। এ কোথাকার মানুষ গা ! আমায় কি বলে গা !

নব। তাই ত গা, সেলাম পৌঁছে গা, বিদেয় হই গা, আর কথায় কাজ নেই গা, তোমায় চিনে নিয়েছি গা।

[প্রস্থান।

বামা। মিন্‌সে ভারী ধড়িবাজ ! কিছু টের পেয়েছে নাকি ? তাই বা কি করে পাবে ? যাই হোক, বড় ধোঁকা দিয়ে গেল !

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রিয়নাথের কক্ষ।

প্রিয়নাথ, সরযূ ও নীরদা।

প্রিয়। আজ আমাকে সকাল সকাল দুটী ভাত রেঁধে দাও, মনে করচি, একবার কলকেতায় যাব। একটু আশা পেয়েছি, একটা কর্ম্ম হলেও হতে পারে।

সরযূ। পরশু যে কলকেতায় গেলে, তার কি হলো?

প্রিয়। সে কথা আর কেন বল, ত্রিশ টাকা মাইনে দেবে, পাঁচশো টাকা চায়, কোথা থেকে দেব বল?

সরযূ। পাঁচশো টাকা কি?

প্রিয়। আর কি! আজকাল অনেক আফিসে ঘুস না দিলে চাকরি হবার উপায় নেই।

সরযূ। কি সর্ব্বনাশ!

প্রিয়। যা হোক, রামরতনের কল্যাণে, দিন পনের এক রকমে চলে যাবে, এই বেলা আবার চেষ্টা করে দেখি।

(নেপথ্যে গগন) প্রিয়বাবু বাড়ী আছেন?

প্রিয়। ডাকে কে? সর ত দেখি। সর্ব্বনাশ! এ যে আদালতের পেয়াদা দেখছি! কি হবে?

(নেপথ্যে গগন) মশাই, উত্তর দেন না কেন?

প্রিয়। কে নালিশ করলে? আমি ত কিছু জানি না। সমন ত পাইনি, নিশ্চয়ই সমন চেপে রেখেছিল।

(নেপথ্যে গগন) মশাই, বাইরে আসুন, নইলে আমাদের বাড়ীর ভেতর যেতে হবে।

প্রিয়। নীরদা! এই সুরু! যাও, তোমরা আর দাঁড়িয়ে কি করবে? আমি বাহিরে যাই।

[নীরদা ও সরযুর প্রস্থান।

(গগন, পেয়াদা ও একজন দারোয়ানের প্রবেশ।)

এ কি রকম আচরণ! তোমরা একেবারে ভদ্রলোকের বাড়ীর ভেতর ঢুকলে যে?

গগন। কি করবো বলুন? আমরা ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গিয়ে ফেল্লুম, আপনি ত আর সাড়াশব্দ করলেন না, কাজেই আমরা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো?

প্রিয়। ভদ্রলোকের অন্দরমহলে ঢোকা বেআইনি তা জান? ভাল চাও ত, এখনি বেরিয়ে যাও।

গগন। যে আজ্ঞে, তাই হবে। কাজ সারা হলেই, আমরা সুড় সুড় করে চলে যাব।

প্রিয়। তোমাদের কাজটা কি?

গগন। বিশেষ কিছুই নয়, শুধু আপনার অস্থাবর সম্পত্তিতে ক্রোক দেওয়া মাত্র। এই কাগজখানা দেখলেই বুঝতে পারবেন।

প্রিয়। কে নালিশ করলে?

গগন। আমি।

প্রিয়। তুমি! তোমার কাছ থেকে ত আমি কখনও এক পয়সা ধার করিনি!

গগন। আমার কাছ থেকে ধার করুন আর না করুন, রমেন বাবুর কাছে আপনার যে hand note ছিল, তা আমি কিনেছি।

প্রিয়। রমেন বাবুর কাছে ত আমার কোন hand note নেই। সমস্ত টাকায় আমি যে বাড়ী Mortgage দিয়ে এসেছি।

গগন। সে সব কথা আপনি রমেন বাবুর সঙ্গে বুঝবেন। (পেয়াদার প্রতি) তোমরা আর দাঁড়িয়ে কেন? যা করতে এসেছ কর।

পেয়াদা। মশাই! এঁর নেবেন কি?

গগন। যা পাব। থালা, ঘটী, বাটী, কাপড়চোপড়, এমন কি, চালডাল যদি থাকে, তাও নাও। আমার যে ক'টা টাকা উঠে।

প্রিয়। হা অদৃষ্ট! শেষে এই হ'ল!

(রামরতনের প্রবেশ।)

রাম। বাবু! এ সব কি? কে হে তোমরা বাড়ীর ভেতর?

গগন। যদি ভিক্ষে করতে আসতুম, তা হলে পরিচয় দিতুম। নাও তোমরা, তোমাদের কাজ কর।

রাম। কি কাজটা শুনতে পাই না?

পেয়াদা। ওরে ভাই! আদালতের ডিক্রি হয়েছে, অস্থাবর সম্পত্তিতে ক্রোক দিতে হবে।

রাম। বাবু! কার দেনা? কত টাকা দেনা?

প্রিয়। তা জানি না। গগন বলছে যে, সে রমেনের কাছ থেকে আমার hand note কিনেছে। অথচ আমার কাছে hand noteএর দরুণ, আর তার কিছু পাওনা নেই।

রাম। তবে সব জুয়াচুরি!

গগন। কে হে তুমি? বড় লম্বা লম্বা কথা ঝাড়ছো যে? জান, তোমার নামে আমি মানহানির নালিশ করবো?

রাম। তা তখন করো; এখন কত টাকায় ডিক্রি পেয়েছ শুনতে পাই কি?

গগন। তোমার শুনে হবে কি? সে প্রায় ষাট টাকা হবে।

রাম। একটা কথা বলি শোন। ভদ্রলোকের অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এস। আমার হাল গরু তোমাকে দিচ্ছি, বেচে টাকা নাওগে।

প্রিয়। রামরতন! কি বলছো?

রাম। আপনি এখন চুপ করে থাকুন। এস, বেরিয়ে এস।

গগন। কোথাকার লোক হে তুমি! পরের জন্যে খামকা তুমি সব খোয়াবে কেন?

রাম। সে মধ্যস্থতা করতে তোমাকে ডাকিনি। কেন খোয়াব, তা বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই। যাঁর বাপের অন্নে আমি এত বড় হয়েছি, তাঁর অপমান আমি প্রাণ থাকতে দেখতে পারবো না।

গগন। বটে, তা বেশ, আমাকে নগদ টাকা এনে দাও। তোমার হাল গরু বেচবার গরজ আমার পড়েনি।

পেয়াদা। এ লোক ত ভাল কথা বলেছে। এঁর ঘটী বাটী বেচে আপনার ক'টাকা উঠবে?

গগন। যে ক'টাকা উঠে। একজনের কাছে পাওনা, পরের হাল গরু বেচতে গেলুম কেন? ও ঝঞ্ঝাট কেন পোয়াব?

[illegible] ধর্ম্মাবতার! বাইরে এসে ঘণ্টা দুই দাঁড়াও, আমি বেচে টাকা এনে দিচ্ছি।

গগন। আমার এত দেরী সইবে না।

পেয়াদা। এতদিন আদালতে কাজ করছি, এমন ত কখন দেখিনি! এ ত আপনার মানুষকে জব করা।

গগন। তোমার অত কথা আমি শুনতে চাই না, যা বলছি কর। ওর থালা, বাটী, কাপড়, যা কিছু আছে, তোমাতে আর রামসিংএতে টেনে বার কর।

রাম। খপরদার! আমি দাঁড়িয়ে থাকতে কার—সাধ্য যে একটী কুটোতে হাত দেয়?

পেয়াদা। না বাবু, এ কাজ আমা হতে হবে না।

গগন। হবে না কি? রামসিং! এগোও ত।

রাম। হুঁসিয়ার ছাতুখোর! এক চড়ে ঘুরিয়ে ফেলবো।

দার। গগন বাবু! হাম যাকে বাবুসে আউর দোঠো দরওয়ান মাঙ্গায় লেই। হাম তিন আদমি হাত্তিয়ার বাঁধকে আতা হায়।

প্রিয়। রামরতন! অমন কাজ করোনা, আদালতের হুকুমে বাধা দিও না।

গগন। বেটা! এখনও সাবধান, নইলে টের পাবি।

রাম। কিসের টের পাব? না হয় জেল হবে, আ'র ত কিছু নয়? তোর মত খোসামুদেকে—তোর মত চণ্ডালকে মেরে ফেলে ফাঁসী যাব তাও স্বীকার, তবু প্রাণ থাকতে বাবুর অপমান দেখতে পারবো না।

গগন। রামসিং! কেয়া দেখতা হায়? বেটাকে বাঁধ না।

দার। নেহি বাবু! হামসে হোয়েগা নেহি।

রাম। এখন যাবে—না গলা টিপে বার করবো?

(নবখুড়োর প্রবেশ।)

নব। সন্ধ্যাবেলা রামরাবণের যুদ্ধ কেন বাপ ?

গগন। দেখ দেখি খুড়ো! কি অন্যায়! আমি আদালত থেকে ডিক্রি নিয়ে এলুম, আর ঐ ষণ্ডা বেটা কিনা আমাকে মারবার উদ্যোগ করচে।

নব। তাইত হে প্রিয়নাথ! ব্যাপারখানা কি ?

রাম। ব্যাপার যাই হোক, আমি বেঁচে থাকতে বাবুর একটা কুটোও কেউ নে যেতে পারবে না।

গোয়ালা। না বাবু! ওনার দোষ নেই। উনি হাল গরু বেচে টাকা দিতে চাইলেন, গগনবাবু নিলেন না। বলেন, এক-জনের কাছে পাওনা, অপরের টাকা নেব কেন ?

নব। সত্যি ত, ঠিক কথা বলেছে। ও কোন্ হিসাবে আর একজনের টাকা নেবে? ওর কি ধর্ম্মভয় নেই ?

গগন। বলত খুড়ো! কি অবিচার দেখ দেখি।

নব। সে কথা আর বলোনা বাবা!

গগন। খুড়ো! এখনও তুমি ও বেটাকে সরে যেতে বল, নইলে ভাল হবে না।

রাম। কার ভাল হয়, তা দেখাচ্ছি! বেরিয়ে যাবি ত যা, নইলে আজ তো শালাকে কীচক বধ করবো।

নব। বাবাজী! গতিক বড় সুবিধে নয়, এইবেলা পাতলা হও।

গগন। পাতলা হব কি! আজ খুন হ'ব সেও স্বীকার, তবু ওর ঘটী বাটী নিয়ে তবে বেরুবো।

নব। হাঁ। হে প্রিয়নাথ! তুমি কি আর ধার করবার লোক পেলে না? বড় লোকের কাছেও কখন ধার করে ?

না হয় অনাহারে মরতে, সেও যে ছিল ভাল।

প্রিয়। আর আপনি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেবেন না।

নব। কি বাবা গগনচাঁদ! তোমার কত টাকার ডিক্রি?

গগন। সাতাশ টাকা তের আনা।

নব। আচ্ছা বাবা! তোমার ডিক্রিটা আমি কিনে নিলুম। এই নাও টাকা নাও, ভাল করে গুনে নাও, এইবার বাপের সুপুত্তুর হয়ে বিদেয় হও।

গগন। আমি তোমার টাকা কেন নেব?

নব। ও সব চালাকি রাখ। না নাও, প্রিয়বাবু এই টাকা আদালতে জমা দেবে, আর রামরতন তোমাকে গলা টিপে বার করবে।

গগন। আচ্ছা নিলুম, কিন্তু তোমাকে দেখে নেব।

নব। এই ত দাঁড়িয়ে আছি বাপধন! তোমার কুচ চক্ষু মেলে ভাল করে দেখতে দেখতে বিদেয় হও। (সুর করিয়া)

মিষ্টি মুখে বিষের নিয়ে প্রাণপ্রেয়সি লখা হও,
খাঁখা বাজা খুলে দেব আবার যদি কথা কও।

(গগন, দারবান ও পেয়াদার প্রস্থান।)

প্রিয়। আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

নব। জলজ্যান্ত জেগে রয়েছ, স্বপ্ন দেখবে কেন?

প্রিয়। আমি আপনাকে কি বলবো?

নব। বলবি আবার কি? তোর বাবার কাছ থেকে কত উপকার পেয়েছি, তা তুই জানিস কি?

রাম। ঠাকুর! ঠাকুর! আপনি দেবতা, আমাকে একটু পায়ের ধুলো দিন।

নব। ওঠ বেটা ওঠ, পাটা থাবলে একপুরু ছাল তুলে নিলি যে।

রাম। ঠাকুর! রামরতন আজ থেকে আপনার গোলাম।

নব। থাম্ বেটা থাম্। প্রিয়নাথ! একটা চাকরি করবে? সে দিন রমেন বোসের কাছে তোমার অপমান দেখে অবধি, মনটা বড় খারাপ হয়ে গিছ'লো। চেষ্টা চরিত্র করে একটা চাকরি যোগাড় করেছি। সেই খপর দিতে তোমার বাড়ী আসছিলুম, তারপর এই ব্যাপার!

প্রিয়। আপনি আমার পিতা, আমার যে উপকার করলেন, তা এ জীবনে কখন ভুলবো না।

নব। এই বাজে বকতে সুরু করলে; এখন চাকরি করবে কি না বল?

প্রিয়। চাকরি করবো কি না আমায় জিজ্ঞাসা করচেন? কুড়ি টাকার চাকরির জন্য দোরে দোরে ঘুরেছি।

নব। তবে কি জান, দেশ ছেড়ে যেতে হবে।

প্রিয়। যেখানে হোক, আমার কোন আপত্তি নেই।

নব। তোমার কোন ভাবনা নেই, আমি তোমার পরিবার বর্গের তত্ত্বাবধান করবো। চায়নায় যেতে পারবে? দুশো টাকা মাইনে, আরও কমিশন আছে। বেশী দিন থাকতে হবে না, বছরখানেক হলেই হবে, তার পর এখানে ফিরে এসে, একশো টাকা করে পাবে। দেখ, রাজী আছ?

প্রিয়। এই দণ্ডে, এই মুহূর্ত্তে!

নব। তাহলে, আজ একবার কলকেতায় যাও আমার

আত্মীয়, যাঁর সঙ্গে তোমার চাকরির সম্বন্ধে কথা করেছি, তাঁর সঙ্গে আফিসে দেখা করে এস; আমি পত্র দেব এখন। আর এই একশো টাকা নাও, খুচরো দেনাগুলো শোধ করে ফেল। তুমি এ নিতে কিন্তু হয়োনা। আমি যেন তোমাকে ধার দিলুম, তুমি ফিরে এসে শোধ দিও। আমি এখন চল্লুম, চিঠিখানা লিখে রাখিগে, তুমি যাবার সময় নিয়ে যেও।

প্রির। আপনাকে আর কি বলবো, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আমার অন্নক্লিষ্ট পরিবারবর্গের জীবন রক্ষা করলেন।

রাম। ঠাকুর! আর একটু পায়ের ধুলো দিন।

নব। আমর বেটা! পাটা কি চেঙ্গে দিবি নাকি?

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রতিভার শয়নকক্ষ।

প্রতিভা ও বামা।

বামা। দেখ দেখি, তোমায় সাজলে গুজলে কেমন দেখাতে হয়! একবার আরসিতে মুখখানি দেখ দেখি, রূপ যেন শতধারে উথলে উঠছে!

প্রতিভা। আমার রূপ নিয়ে কি হবে?

বামা। রূপ নিয়ে কি হবে! বল কি? মেয়েমানুষের রূপ ছাড়া জগতে আর কি আছে?

প্রতিভা। আমার রূপ, দেখবে কে ? তুই দেখ, আর আরসিতে আমি দেখি।

বামা। দেখবার লোক চের আছে। বানরের গলায় মুক্তোর মালা পড়লে সে মুক্তোর কদর থাকে না বটে, কিন্তু অনেক জহুরি দূর থেকে সে মালা দেখে গলায় পরতে চায়, আদর করে বুকে রাখতে চায়।

প্রতিভা। দূর মড়া, কি বলিস !

বামা। আমি সত্যি বলছি। সে দিন আমরা সেই যে ছাতে বেড়াচ্ছিলুম, বিনোদ বাবু তোমাকে নীচে থেকে দেখেছিলেন। আমাকে বললেন যে, তিনি কলকাতায় অনেক সুন্দরী দেখেছেন, কিন্তু তোমার মত সুন্দরী কোথাও দেখেন নি।

প্রতিভা। বিনোদ বাবুর স্ত্রী কি সুন্দরী নন ?

বামা। পোড়া কপাল, তিনি যে করেন নি।

প্রতিভা। কেন ?

বামা। তিনি বলেন, তোমার মত সুন্দরী না পেলে বে করবেন না। তোমার মত সুন্দরীকে বুকে না করলে কি পুরুষের প্রাণ ঠাণ্ডা হয় ? তুমি কি ভাবচো ?

প্রতিভা। এঁ্যা—না, কিছু না।

বামা। আহা ! বিনোদ বাবু বড় ভালমানুষ। যেমন গুণ, রূপও কি তেমনি, যেন কার্ত্তিক। তা তোমার মত সুন্দরীর সঙ্গে বে হলে বেশ হয়, দুজনেই মানের মাপে থাকে ; কি বল বৌ দিদি ?

প্রতিভা। (অন্যমনস্কভাবে) তা বৈ কি।

বামা। তিনি এক দিন আমাকে সব মনের কথা বলছিলেন। বললেন, গঙ্গার ধারে তাঁর একখানি বাগানবাড়ী আছে; তাতে কেমন চমৎকার ফুলগাছ! সন্ধ্যের পর জোয়ারের ভরা গঙ্গা যখন জ্যোৎস্না গায়ে মেখে তাঁর বাগানের ধার দিয়ে কুল কুল নাদে বয়ে যায়, ফুর ফুর করে দক্ষিণে বাতাস বইতে থাকে, তখন তাঁর মনে হয় যে, সেই বাগানে বসে জগৎ সংসার ভুলে গিয়ে তোমার মত একটী সুন্দরীর মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে শুধু চেয়ে থাকেন। একি! তুমি অমন করচো কেন?

প্রতিভা। কৈ না—বিনোদ বাবু কি কলকাতায় চলে গেছেন?

বামা। না, তিনি যান নি, যাবেন মনে করেছিলেন, কিন্তু তোমাকে সে দিন দেখে, আর যেতে পারেন নি।

প্রতিভা। কেন? এর মানে কি?

বামা। বলেন, যে ক' দিন তোমাকে দেখতে পান।

প্রতিভা। তিনি কেন দেখে শুনে পছন্দ করে বে করুন না।

বামা। তা আর হবে কোথা থেকে? বলেন, তোমার মত রূপ, তোমার মত বয়েস, ঠিক তোমার মত চাই, তবে তিনি সুখী হবেন।

প্রতিভা। বামা! আমার বুকের ভিতর কেমন করচে, আমি আর দাঁড়াতে পারচি না। (উপবেশন) আমার মাথায় একটু গোলাপ জল দে।

বামা। (স্বগত) অষুধ ধরেছে। দিদি কৌদিদি! আহা! তোমার এই টুকটুকে চলচলে মুখখানি বিনোদ বাবুর

মত সুপুরুষের বুকের উপর রাখলে তবে মানায়। বিনোদ বাবু বলেন, তোমাকে না পেলে তিনি পাগল হবেন, সন্ন্যাসী হবেন, আর কলকাতায় ফিরবেন না।

প্রতিভা। বামা—বামা! তুই বাড়ী যা, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।

বামা। কেন বৌদিদি এ কষ্ট সহ্য করচো? কার জন্যে বুকের ভিতর আগুন জেলে রেখেছ? কিসের জন্যে নিজের সুখের পথ রুদ্ধ করে রেখেছ? বাপান্ত শোনবার জন্যে? লাথি খাবার জন্যে?

প্রতিভা। বামা! আর বলিস্ নি।

বামা। আমার কথা শোন, বিনোদ বাবুকে সুখী কর, নিজেও সুখী হও। এ রকম করে জীবনটাকে জলাঞ্জলি দিও না।

প্রতিভা। তোর পায়ে পড়ি চুপ কর, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।

বামা। চল, এখান থেকে আমরা চলে যাই। সেই গঙ্গাতীরের বাড়ীতে থাকিগে চল।

প্রতিভা। আমার মাথা ঘুরচে, আমার মাথায় এক বোতল গোলাপ ঢেলে দে।

[বামার প্রস্থান।

(পুষ্পমাল্যে সুশোভিত বিনোদের আবির্ভাব ও প্রতিভার পার্শ্বে উপবেশন।)

বিনোদ। এস প্রতিভা! তোমায় হৃদয়ে ধরে, এই পৃথিবীতে স্বর্গসুখ উপভোগ করি। (প্রতিভার হস্তধারণ)

প্রতিভা। (সবেগে হস্ত ছিনাইয়া লইয়া) কে তুই পিশাচ! ভগবান! ভগবান!! হৃদয়ে বল দাও—সাহস দাও!

বিনোদ। তুমি আমায় চিনতে পারচো না, আমি তোমার বিনোদ,

তোমার একান্ত অনুগত বিনোদ। চল, আজ রাত্রেই আমরা গঙ্গাতীরের বাড়ীতে চলে যাই।

প্রতিভা। তুই কোন্ সাহসে রাত্রিকালে আমার শয়নকক্ষে লুকিয়ে ছিলি? আমি না তোর বন্ধুর স্ত্রী? মধুসূদন হরি আমার সতীত্ব রক্ষা না করলে, এখনই ত আমার সর্ব্বনাশ করেছিলি?

বিনোদ। এ কি! তুমি কি বলচো?

প্রতিভা। সাবধান! যদি ভাল চাস, এই মুহূর্ত্তে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যা।

বিনোদ। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় দয়া কর, তোমার পায়ে ধরি, অত নিষ্ঠুর হয়োনা। (পদধারণ)

প্রতিভা। পা ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যা বলছি।

বিনোদ। বড় আশা করে এসেছি—আমায় নিরাশ করো না।

প্রতিভা। তোর মত নীচাশয় পামরকে আমি পদাঘাতে বিতাড়িত করি। (পদাঘাত) কে আছিস ওখানে? ঝি—ঝি!

নেপথ্যে। কেন গা বৌমা! কেন গা বৌমা!

(যশোদা ও ঘোষের ঝির প্রবেশ।)

যশোদা। ও মা, এ কে গো! এ যে বিনোদ বাবু!

ঘোঃ ঝি। এত রাত্রে এ মিনসে এখানে কেন গা?

প্রতিভা। দেখ, এ বেটা সন্ধ্যে থেকে আমার ঘরের ভিতর লুকিয়ে ছিল। আমার হুকুম, বেটাকে খেংরা মারতে মারতে এখনি গ্রাম ছাড়া করে দিয়ে আয়। আমি তোদের তাগা গড়িয়ে দেবো।

[প্রস্থান।

যশোদা। দেখিস যেন পালায় না, আমি পেয়াদা নিয়ে আসি।

প্রস্থান।

বিনোদ। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও।

ঘোঃঝি। আ মর মিনসে! যোড়হাত করছিস কি? আমার কি সে বয়েস আছে!

বিনোদ। আমি তোমাকে দশ টাকা দিচ্ছি, আমাকে যেতে দাও।

ঘোঃ ঝি। ওমা, ঘেন্নায় মরি! মিনসে টাকা দেখায় কি গো! আমাকে কি কসবি পেলি?

বিনোদ। আমি যাই, চলে যাই। (প্রস্থানোদ্যত)

ঘোঃ ঝি। যাবি কোথা আঁটকুড়ীর বেটা! দাঁড়া ওখানে, আজ তোর পিণ্ডি চটকাবো। এত বড় আস্পর্দ্ধা, সতীলক্ষ্মী বৌমা, তাঁর ঘরে লুকিয়ে থাকা! আজ নাতি মেরে তোর মুখ ভেঙ্গে দেব, বেটা পাজী!

(যশোদার প্রবেশ।)

যশোদা। এই নে, পেয়াদা নে।

বিনোদ। আমি এই নাকে কানে খত দিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দাও।

যশোদা। সে কি ইয়ার! তুমি হলে রসিক পুরুষ। নাথি ঝাঁটা না হলে কি প্রেম হয়, যে দেবা যে মন্ত্র। এখন দেখ দেখি, আমাদের ঝাঁটা কেমন মিষ্টি লাগে। (প্রহার)

ঘোঃ ঝি। তুই আগে কি না বলি, আমি হলুম বয়সে বড়?

[বিনোদকে ঝাঁটা মারিতে মারিতে উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রিয়নাথের কক্ষ।

প্রিয়নাথ ও সরযূ।

প্রিয়। ছি, কেঁদ না! কতলোক যে বিদেশে যায়। আর আমাদের পেটের ভাতের জন্য ভাবতে হবে না।

সরযূ। আমি যে তোমায় ছেড়ে একদিনও থাকিনি, কেমন করে থাকবো?

প্রিয়। আমি শীঘ্র ফিরে আসবো।

সরযূ। শুনেছি, সেখানে যুদ্ধ হচ্ছে; আমাদের পোড়া পেটের তরে তোমাকে সেখানে যেতে হলো!

প্রিয়। যুদ্ধের স্থান থেকে আমি অনেক দূরে থাকবো, সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই। আর দেখ, সে দেশে যে যুদ্ধ হচ্ছে, একথা মা যেন কোনক্রমে না শোনেন; তাহলে তিনি ভেবে ভেবেই মারা যাবেন।

সরযূ। ঈশ্বর জানেন, পোড়াকপালীর অদৃষ্টে কি আছে!

প্রিয়। তোমাকে বলতে হবে না, তবুও বলি যে, প্রাণপণে মার সেবা করো। মা আমার শেষ দশায় বড় কষ্ট পেয়েছেন। যদি আমাদের কপালে থাকে তাঁকে সুখী করতে পারি, তবেই সাধ মিটবে।

সরযূ। একেবারে ভারত ছেড়ে চললে, এমন কার অদৃষ্টে হয়!

প্রিয়। আমি কি সপ্তাহে চিঠি লিখবো, তোমার কোন ভাবনা নেই। আবার কাছে—তুমি শুধু আমাকে দেখতে

পাবে না বলে কাঁদচো, কিন্তু আমি যাকে দেখতে পাব না, নীরদাকে দেখতে পাব না, তোমাকে দেখতে পাব না, স্নেহের পুতলি জীবনকে দেখতে পাব না, তবুও আমি দাঁড়িয়ে আছি!

সরয়। চিঠি আসতে ক'দিন লাগে?

প্রিয়। কিছু বেশীদিন লাগে। তাহোক, আমি শীঘ্র ফিরে আসবো, আমার প্রাণ এখানে পড়ে রইলো। আর দেখ, চিরদুখিনী অনাথিনী ভগিনীর মুখে, দ্বাদশীর দিন, একটু সকাল সকাল জল দিও।

(নীরদা ও জীবনের প্রবেশ।)

নীরদা। একি বউ! এমন সময় কি চখের জল ফেলতে আছে? দাদা বিদেশে আসছেন, চখের জল ফেল না। দাদা! ওকি ও? তুমি না পুরুষ মানুষ? নাও, জীবনকে কোলে নাও। ছেলেটা যে তোমাদের মুখপানে চেয়ে ভেবরে যাচ্চে।

জীবন। পিসিমা! বাবা কোথায় যাবেন?

নীরদা। 'যাবেন' কি বলতে আছে?

জীবন। তবে কি বলবো?

নীরদা। বলতে হয় 'আসবেন'।

জীবন। আচ্ছা, বাবা কোথায় আসবেন?

নীরদা। বাবা টাকা আনতে আসছেন।

জীবন। না বাবা! টাকা এনে কাজ নেই। তুমি চলে গেলে আমার বড় মন কেমন করবে।

প্রিয়। নীরদা! আমার জীবনকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে

গেলুম। জীবনের লেখা পড়ার ভার তোমার। কিন্তু ওকে বেশী আদর দিও না; বেশী আদর দিলে ছেলের পরকালের মাথা খাওয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে আমাকে একখানি করে পত্র দিও।

(করুণাময়ীর প্রবেশ।)

করুণা। বাবা! আজ আমার হরিষে বিষাদ হয়েছে। এতদিন আমি যেন ঘুমিয়েছিলুম, সংসারে কি হচ্চে না হচ্চে কিছুই টের পাইনি। স্বপ্নে শুনলুম, যেন তোমার ভাল চাকরি হয়েছে, অমনি আমার সে ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু বাবা! আমাদের একমুঠো ভাতের জন্যে তোমায় দেশান্তরী হতে হলো, একথা ভাবতেও আমার প্রাণ কেটে যাচ্ছে। বাবা! তুমিও এক সময় জীবনের মত ছিলে, ঐ রকম আমাদের বুকে বুকে ফিরতে, সেই তুমি—পোড়াকপালীর বুকের জিনিস সেই তুমি—আজ শ্রীমন্ত সদাগরের মত সাগরজলে ভাসতে চললে!

নীরদা। মা! কি কর?

জীবন। ঠাকুরমা! তুমি বাবাকে জলে ভাসতে দিও না।

করুণা। আয় দাদা! আজ রাবের অভাবে নবকুণকে বুকে করে প্রাণ জুড়ুই।

(নবখুড়ো ও রামচরণের প্রবেশ।)

নব। কই হে প্রিয়নাথ! আর বিলম্ব করচো কেন?

প্রিয়। আজ্ঞে না, হয়েছে। আপনি আমায় যা করলেন, তা এ জীবনে কখনও ভুলবো না। আমার বুড়ো মা, শিশুপুত্র প্রভৃতিকে আপনার কাছেই রেখে গেলাম।

নব। সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই। আমি সর্ব্বদাই ওঁদের তত্ত্বাবধান করবো। বউ জানেন, তোমার বাবা আমাদের যা করেছেন, তার পক্ষে এ কিছুই নয়। তবে চাকরিটী দেশে হলেই ভাল ছিল; তা হোক, ক'টা মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

করুণা। ঠাকুরপো! তোমার সামনে কখন বেরুই নি, কিন্তু আজ তোমার হাতে ধরে বলছি, তুমি সাহেবকে বলে প্রিয়নাথকে এক মাসের মধ্যে বদলি করে নিয়ে এস।

নব। আচ্ছা তাই হবে, তুমি এখন যাত্রার সব উদ্যোগ কর।

করুণা। ঠাকুরপো! তুমি অক্ষয় অমর হও, আমি যাচ্ছি। এস ত বউমা!

[সরযূ ও করুণাময়ীর প্রস্থান।

প্রিয়। রমেন বোসের টাকা আমি যত শীঘ্র পারি, মণিঅর্ডার করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব, আপনি বন্ধকী-তমসুকখানা ফিরিয়ে নেবেন। দেখবেন, যেন আমার অনুপস্থিতিতে এদের গাছতলায় দাঁড়াতে না হয়।

নব। আমার হাড়কখানা যতদিন থাকবে, তোমার কোন চিন্তা নাই।

প্রিয়। আপনার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ দিতে পারবো না। রামরতন! তুমি এক দিন অনাহারের হাত থেকে আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ, তোমাকে আর কি বলবো? তবে কাছের গোড়ায় আছ, ডাকতে হাঁকতে তুমিই এদের একমাত্র ভরসা। স্ত্রীলোকের পুরী, রাত্রিকালে মাঝে মাঝে সাহস দিও।

রাম। বাবু! আমি আপনাদের পুরাণ চাকর, আমাকে কিছু বলতে হবে না।

জীবন। বাবা! একলাটী আমরা কেমন করে থাকবো? আমিও তোমার সঙ্গে টাকা আনতে যাব।

নব। তুমি বড় হলে যাবে।

(করুণাময়ী ও সরযুর প্রবেশ।)

করুণা। বাবা! মা দুর্গার অর্ঘ্যটুকু নাও, বাবা তারকেশ্বরের বিল্বপত্রটী চাদরের খুঁটে বেঁধে নাও। (সরযূর প্রতি) রাখ মা! মঙ্গলঘট আর দইয়ের ভাঁড় এইখানে রাখ। (দইয়ের ফোঁটা দিয়া) মা মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম কর। বাবা! এমন কপাল করেছিলুম, যে দুঃখের জালায় তোমাকে দেশত্যাগী হতে হলো!

প্রিয়। মা! তুমি ভেব না। তোমার আশীর্ব্বাদে আমি সুস্থ-শরীরে শীঘ্রই দেশে ফিরে আসবো।

করুণা। বাবা! তোমার বাড় বাড়ন্ত হ'ক, বউমার হাতের নোয়া বজ্জর হ'ক, জীবন আমার অক্ষয় অমর হ'ক। শেষদশায় যেমন আমরা অন্নকষ্ট পেয়েছি, আশীর্ব্বাদ করি, তেমনি তুমি পাঁচজনকে অন্ন দিও। দেখি বাবা! চাঁদমুখখানি একবার ভাল করে দেখি, কি জানি, তুমি ফিরে আসা অবধি যদি না বাঁচি—

নব। নাও হে, তুমি অন্যায় করচো, গাড়ী ফেল হয়ে যাবে দেখছি। বউ! আমি আর রামরতন সঙ্গে গিয়ে প্রিয়কে জাহাজে তুলে দিয়ে আসবো।

প্রিয়। বাবা জীবন! একবার আমার কোলে এস।

নব। একি! তোমরা সকলে কাঁদতে লাগলে যে? প্রিয়-নাথ! তুমি না পুরুষ মানুষ? বউ! তুমি কি করচো?

করুণা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) নীরদা! চুপ কর; বৌমা! কেঁদ না, বাছার আমার অকল্যাণ হবে।

নীরদা। দাদা! প্রণাম করি। (প্রণাম)

প্রিয়। তোমাকে আর কি বলবো, ধর্ম্মে যেন অচলা মতি থাকে।

নব। রামরতন! মোটগুলো গাড়ীতে তুলে দিয়েছ ত? এই ব্যাগটা হাতে নাও।

প্রিয়। মা! একটু পায়ের ধুলো দাও। (প্রণাম) যেন হাসি মুখে ফিরে এসে সকলের হাসিমুখ দেখি।

সকলে। দুর্গা, দুর্গা!

[প্রিয়, নব ও রামরতনের প্রস্থান, এবং করুণাময়ীর পশ্চাদ্গমন।

জীবন। মা! বাবা কোথায় গেল?

সরযূ। ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি!

পঞ্চম দৃশ্য।

বামার বাটীর সম্মুখ।

বামা।

বামা। হায়রে কপাল! ভাবলুম এক, ঘটলো আর! কোথায় একদমে হাজার টাকা মেরে দেব, না একেবারে ফকি কার! আমি গোট পরবো, চেনহার পরবো, পোড়া

পরমেশ্বরের তা সইবে কেন? একবার দেখা পাই ত তার মুখটা নুড়ো জ্বেলে পুড়িয়ে দিই। আ মর ছুঁড়ি, তোর পেটে পেটে এত! এমন করে বাগিয়ে আনলুম, কেল্লা ফতে করি করি, শেষটা সব ফাঁসিয়ে দিলি! তারপর কি না ছুবেটী দাসী এসে দস্যির মত, আমাকে ঝাঁটা মেরে গেল! কলিতে কারুর ভাল করতে নেই। আমি গেলুম তোর ভালর চেষ্টায়, আর তুই কি না আমাকে ঝাঁটা খাওয়ালি! আচ্ছা, মধুসূদন এর বিচার করবেন।

(গগনের প্রবেশ।)

গগন। ভরসন্ধ্যে বেলা এখানে দাঁড়িয়ে করচিস কি?

বামা। যা করি না, তোর থপরে কাজ কি?

গগন। আমার ক্ষিধে পেয়েছে, ভাত হয়েছে?

বামা। তোর পিণ্ডি রাঁধবার জন্যে আমার ঘুম ধরেনি।

গগন। যা, আমি তবে রাঁধিগে।

বামা। ওরে মুখপোড়া, রাঁধবি এখন। এখন এদিকের উপায় কি? ভেবেছিলুম হাজার টাকা পাব, তা ত চুকে গেল।

গগন। বাবু বলেছিল যে, ওদের ঘটী বাটীগুলো নিয়ে আসতে পারলে দুশো টাকা দেবে, তাতে ত শালা নবগুড়ো এসে বাদ সাধলে। বাবা! রমেশ বোসের সঙ্গে খেলেছ? ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি?

বামা। ফাঁদ এখন আমরাই দেখছি।

গগন। তুই যে কোন কর্ম্মেরই নোস। এটা ত এতকাল, আর প্রিয়র বোনটাকেও ত জোগাড় করতে পারলি না।

বামা। তোর মত মুখ্যুকে কি বোঝাব বল? তুই যেমন সব মেয়েমানুষকে আমার মত উর্ব্বশীরম্ভা গোছ ভাবিস সকলেই তা নয়। এই কলিকালেও, অনেক সীতা সাবিত্রী আছে রে মুখপোড়া!

গগন। ঢের ঢের সীতাসাবিত্রী দেখলুম, সে জোগাড়ও হচ্চে।

বামা। হাজার জোগাড় হোক, আমি মানুষ চিনি, সেখানে কিছুতেই কিছু হবে না। এই আমি বলে রাখলুম, তা দেখিস।

গগন। আচ্ছা, তা দেখা যাবে।

বামা। দেখ, আমার কথা শোন। তুই যে ব্যবসা করতিস, দুজনে মিলে সেই ব্যবসা করিগে চল, তাতে দুপয়সা হবে।

গগন। আমিও তা মনে করছি। কিন্তু আজকাল যে আইন কানুন হয়েছে, বেশী লাভের আশা রাখি না। যা হোক, আমিও তক্কে তক্কে থাকি, তুইও চেষ্টায় থাক।

বামা। ভাল, আমি রাজি আছি।

গগন। দেখ, নবখুড়ো আসচে না? তাই ত বটে, বেশ হয়েছে। তুই একটু নজর রাখিস, আমি এলুম বলে।

[গগনের প্রস্থান ও বামার বাটীর মধ্যে গমন।

(নবখুড়ো ও হারু মাষ্টারের প্রবেশ।)

নব। মাষ্টার! একি রকম বাবা? সাঁজের বেলা কি মনে করে এখানে আগমন হয়েছে?

হারু। আমি—আমি—ওর নাম কি—এই গে ওর নাম কি— তাইত ভুলে যাচ্চি—এই ওর নাম কি—

নব। ওর নাম যা, তা বেশ বোঝা যাচ্চে।

হারু। হেঁ, মনে হয়েছে, আমি এই—ওর নাম কি—ঠিকরে খুঁজতে খুঁজতে এতদূর এসে পড়েছি।

নব। বহুৎ আচ্ছা বাবা, বেঁচে থাক! সে কোন্ কল্কের ঠিকরে মাষ্টার?

হারু। কেন, তামাক খাবার।

নব। বড় না ছোট?

হারু। হাঃ হাঃ হাঃ, ওর নাম কি—মসকরা করচো?

নব। মসকরা আর কিসের বাবা? তোমার বাড়ী এখান থেকে প্রায় আধক্রোশ, ঠিকরের দরকার হলে এই-খানেই আসতে হয় বটে। বামার ঘরের কানাচে খুব ভাল ভাল ঠিকরে ফলে আছে, কি বল মাষ্টার?

(বামার প্রবেশ।)

বামা। কেও, নব বাবু? সঙ্গে ওটী কে?

নব। এ আমাদের হারু মাষ্টার, ঠিকরে খুঁজতে তোমার পাঁদাড়ে এসেছেন।

বামা। আহা! এস এস, মামা এস।

হারু। রসতো বেটী—ওর নাম কি—হাড়হাবাতি, পাপিষ্ঠি, আজ আমি—ওর নাম কি—তোকে দেখে নেব।

বামা। কি দেখবে মামা?

হারু। খুড়ো, তোমায় বলছি—ওর নাম কি—আমায় ছেড়ে দাও। আজ আমি—ওর নাম কি—বেটীর সঙ্গে কুস্তি লড়বো।

নব। আহা! কর কি, ক্ষেপলে নাকি? মেয়েমানুষের সঙ্গে মারামারি কি?

চারু। তুমি জান না। ও বেটার—ওর নাম কি—কোন পুরুষে মেয়েমানুষ নয়।

নবু। তা আর জানি না. না হলে তুমি ঠিকরে খুঁজে এস ?

চারু। আমি চল্লুম, তুমিও—ওর নাম কি—ওঁর পক্ষ নিলে ? আমি আর তোমার সঙ্গে, ওর নাম কি, কথা কইবো না।

[প্রস্থান।

নব। আহা ! পাগলটাকে কেন ক্ষেপাও ?

বামা। মরুক গে। তা তুমি এমন সময় এধারে যে ?

নব। তোমার চন্দ্রবদন দেখবার তরে।

বামা। এমন কপাল কি হবে ?

নব। বাবা ! তোমরা কখন কি ভাবে চল, দেবতার বাবারও সাধ্য নেই যে ঠাওরাতে পারে. তা আমরা ত নাবালক পুরুষমানুষ মাত্র। তিন বেলা আমাকে এই পথে দেখছ, আজ বল্‌লে কিনা—"তুমি এ ধারে যে !" বলি, বাড়ী যাবার আসবার কি নূতন পথ করতে হবে ?

বামা। তুমি কেমন কথাটা উল্টো বুঝলে।

নব। হাঁ, ঐ আমার একটা রোগ। সব সময় সোজাতে সে হয় না যাচ্ছি।

বামা। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে কথা কইছি, যদি কেউ দেখে ?

নব। আমি নাম কাটা সেপাই, তার জন্যে ভাবি না।

বামা। এস না, বাড়ীর ভেতর এস না, তাতে আর দোষ কি ? এক ছিলুম তামাক খেয়ে চলে যাবে।

নব। পালা জ্বরের একটা ওষুধ পেয়েছি, ভর সন্ধ্যেবেলা কারুর চৌকাট ডিঙ্গুতে নেই।

বামা। বলি, এও ত দাঁড়িয়ে কথা কইছো, আর বসে এক ছিলুম তামাক খেলেই, মহাভারত অশুদ্ধ হবে ?

নব। দাঁড়াতে দাঁড়াতে যদি বসতে হয়, তা হলে বসতে বসতে আর কিছু হওয়াও ত বিচিত্র নয়। আজকালকার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা প্রথমে জেদ করেন,গান শুন্‌তে যাবে তাতে আর দোষটা কি ? একদিন দুদিন এড়িয়ে ছোকরা ভাবলেন, সত্যই ত দোষটা কি ? যেই ভাবলেন, অমনি মলেন। প্রথম দিন গান শুনে এলেন, বুকটার ভিতর ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করতে লাগলো। ফেরে পড়ে আর একদিন গান শুনতে যাওয়া হলো, তৃতীয় দিন আর জেদ করতে হলো না, আপনিই গেলেন।

বামা। তুমি যে "ধান ভানতে শিবের গীত" আনলে দেখতে পাই।

নব। আহা, শোনই না। ক্রমশঃ ছোকরা মনের সঙ্গে তর্ক লাগিয়ে দিলেন, যে কেন, আমি কি খারাপ কাজ করচি ? একটা কথা বলে রাখি, কথাটা সামান্য হলেও ধ্রুব সত্য। যেখানে চোখ ঠেরে মনকে বোঝাতে হয়, যে আমি কোন খারাপ কাজ করিনি, নিশ্চয় জেন, যে সে কাজটা খারাপ, নইলে মনের সঙ্গে তর্ক করতে হবে কেন ?

বামা। আচ্ছা, কি বকচো ?

নব। যেই ছোকরা সিদ্ধান্ত করলেন, যে তিনি কোন খারাপ কাজ করেন নি, অমনি নির্দোষ ভালবাসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা।

বামা। স্বাস্থ্যরক্ষা কি ?

নব। যেমন মেঘের বৃষ্টি, শিবের শক্তি, সতীর পতি, কায়ার

ছায়া, সেইরূপ নির্দ্দোষ ভালবাসার স্বাস্থ্যরক্ষা, ওরফে স্ফটিকপাত্রবিলাসিনী, যৌবনমদমত্তমাতঙ্গিনী, পীনোন্নত পয়োধরা, রঞ্জিতরাগাধরা, সহচরী সুধা।

বামা। তোমার মত রসিক পুরুষের ইচ্ছে করে পা পূজো করি। সত্যি বলচি, তোমায় পেলে দুনিয়ায় আমি আর কিছু চাই না।

নব। আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য। এরূপ সম্মান কি যার তার কপালে হয়? তাহলে এখন যদি অনুমতি হয়—

বামা। তবে কি আশা করতে পারি?

নব। দেখা যাক, সবুরে মেওয়া ফলে। এখন এস।

[বামার প্রস্থান।

ও বাবা! এ বেটী কেগো? আমার উপর ভর হলো কেন বাবা? দোহাই বাবা পঞ্চানন্দ! তোমার সিরনি দেব বাবা, বেটীকে তফাৎ কর। গগনটার "ন মাতা ন পিতা" তুই-ই সর্ব্বস্ব, তোকে মাথায় করে রেখেছে, তাতেও তোর মন উঠলো না! তোর জাতের মাথায় মারি ঝাড়ু! যাই বাবা, পালিয়ে পড়ি, বেটী যদি আবার বেরিয়ে হানা দেয়!

(জনৈক লাঠিয়ালের প্রবেশ।)

লাঠি। তোম শালে কোন হ্যায়?

নব। তোমরা সঙ্গে যে আমার এত নিকট সম্পর্ক হ্যায়, তাতো হাম জানতা নেই।

লাঠি। শালা চোট্টা হ্যায়।

নব। তা তোমার যখন শালা হ্যায়, তখন ত চোট্টা হ্যায়ই হ্যায় সাধু মহারাজ

লাঠী। শালা বাত করতা! (সবেগে লাঠী প্রহার।)

নব। ও বাবারে! (পতন ও মূর্চ্ছা)

(গগনের প্রবেশ।)

গগন। বহুৎ আচ্ছা হুয়া, বহুৎ আচ্ছা হুয়া! আবি চলা যাও।

লাঠী। সেলাম বাবু।

[প্রস্থান ও গগনের বাটীর মধ্যে প্রবেশ।

(জনৈক পথিকের প্রবেশ।)

পথিক। এ কে! পড়ে কে? নবখুড়ো না? ইস্! এ যে কে লাঠী মেরেছে দেখছি। কে আছ গো, শীঘ্র এস।

(গগন ও বামার প্রবেশ।)

বামা। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

পথিক। নবখুড়োকে কে লাঠী মেরেছে।

বামা। (গগনের প্রতি) পোড়ারমুখো!

গগন। (জনান্তিকে) চুপ। (প্রকাশ্যে) তাইত, ধর ধর, শীঘ্র বাড়ী নিয়ে চল।

[নবখুড়োকে তুলিয়া লইয়া সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সরযূর শয়নকক্ষ।

সরযূ।

সরযূ। আহা! এতক্ষণ তিনি কতদূর যাচ্ছেন। এই তিনটে দিন যেন তিন মাস বোধ হচ্চে। এতদিন যে পেটে

খেতে পাইনি, তবু তিনি কাছে ছিলেন বলে, কোন কষ্টই বোধ হতো না। এখন যেন চারিদিক শূন্য দেখছি। রাত্রে ঘুমুতে পারি না, যেন ভয় ভয় করে। কবে আবার তিনি ফিরে আসবেন? এক বৎসর—সে কতদিন! উঃ! ভাবতে গেলে যেন মাথা ঘুরে যায়। ছেলেটা ত কদিন মনমরা হয়ে বেড়াচ্চে। তার মুখের দিকে চাইলে, আমার বুকটা যেন আরও কেমন করে। কেন যেতে দিলুম? দেশে থেকে যা হয় হতো। হে মা দুর্গে! যেন তাঁর কোনরূপ বিপদ না হয়, যেন তিনি হাসি মুখে শীঘ্র ফিরে আসেন।

(নীরদার প্রবেশ।)

নীরদা। বৌ! রাত প্রায় দুপুর বাজে, এখনও ঘুমুস নি?

সরযূ। না ঠাকুরঝি! ঘুম ধরেনি। তুমি এমন সময় উঠে এলে যে?

নীরদা। কত গল্প করে জীবনকে ঘুম পাড়িয়ে শুয়েছিলুম, একটু তন্দ্রাও এসেছিল, হঠাৎ জানালার ধারে বাগানের ভিতর যেন কি খসখসানি শব্দ শুনে তন্দ্রাটা ভেঙ্গে গেল। ফের ঘুমুবার চেষ্টা করলুম, ঘুম হলো না, গাটাও কেমন ছম ছম করতে লাগলো। তাই ভাবলুম, তুই ঘুমিয়েছিস কিনা দেখে আসি।

সরযূ। তবে কেন রামরতনকে একবার ডাক না।

নীরদা। পাগল! ও কিছু নয়, শেল কুকুর কিছু হবে। আহা! বেচারা সমস্ত দিন খেটেখুটে এসে শুয়েছে, মিছি মিছি আর তার ঘুম ভাঙ্গায় না।

সরযূ। তিনি কবে পৌঁছুবেন ঠাকুরঝি? কবে আমরা চিঠি পাব?

নীরদা। তার ভাই এখন ঢের দেরি। এই ত সবে তিন দিন হলো দাদা এসেছে।

সরযূ। তবে কি করে থাকবো ঠাকুরঝি!

নীরদা। অত উতলা হলে কি চলে বোন! বেটাছেলে ত প্রায়ই বিদেশে যায়। বাড়ীর কোণে নিকর্ম্মা হয়ে বসে থাকা কি পুরুষমানুষের উচিত?

সরযূ। তা ত সব জানি ভাই, তবু ত মন বুঝে না।

নীরদা। কোন রকমে মনকে বুঝাতে হবে। ভগবান যেন দিন দিন দাদার উন্নতিই করেন। আমাদের কি পোড়া অদৃষ্ট দেখ দেখি, যে আমাদের উপকারী, তারই কি ছাই বিপদ হবে?

সরযূ। হেঁ ভাই, আমি ত শুনে বাঁচি না। তিনি কেমন আছেন?

নীরদা। ডাক্তার বলেছে, যে হাড় ভাঙেনি, তবে আঘাত গুরুতর, দেড় মাস দুমাস বিছানায় থাকতে হবে।

সরযূ। কে মারলে?

নীরদা। কত লোক কত কথা বলে, তার ত ঠিক কিছু নেই। বেড়িয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পায়ে কে লাঠী মেরেছে।

সরযূ। হরি করুন, যেন তিনি শীঘ্র সেরে উঠেন। ও ভাই! কি শব্দ হচ্চে!

নীরদা। চুপ কর, খানিক আগে আমিও ঠিক ঐ রকম শব্দ পেয়েছিলুম।

সরযূ। আমার ত তাই ভাল বোধ হচ্ছে না।

নীরদা। আচ্ছা, আমাদের ঘরের কাছে মানুষই বা আসবে কেন? চোরে আমাদের কি নেবে? তারা ত আগে সন্ধান নিয়ে তবে চুরি করে।

সরযূ। আমি যাকে ডাকি।

নীরদা। আহা দাঁড়া না। প্রদীপ জ্বাল দেখি, অত ভয়ই বা পাস কেন?

(সরযূর প্রদীপ প্রজ্বালন, গৃহমধ্যে লাঠীহস্তে কয়েকজন লোকের প্রবেশ, চীৎকার শব্দে সরযূর পতন ও মূর্চ্ছা।)

নীরদা। কে তোমরা? আমাদের কি আছে যে নেবে?

১মলোক। চুপ কর, একটা কথা কইলে খুন করবো। তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? এই সেই! ছুঁড়ীর মুখ বেঁধে ফেল, নইলে চেঁচামেচি করতে পারে।

নীরদা। আমার মুখ বাঁধবার দরকার নেই। তোমাদের যা ইচ্ছে নিয়ে যাও, আমি কোন কথা কব না।

৩মলোক। তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? মুখ বাঁধ না।

(দুইজন লোকের নীরদাকে ধারণ, নীরদার চীৎকার ও তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ রুদ্ধকরণ, বেগে করুণাময়ীর প্রবেশ।)

করুণা। কি হয়েছে? কি হয়েছে? কেরে তোরা?

১মলোক। মাগীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিয়ে চ।

করুণা। কার সাধ্য নীরদাকে নিয়ে যায়। ওগো কে কোথায় আছ শীঘ্র এস, আমার সর্ব্বনাশ হলো।

(নীরদাকে ধারণ।)

১মলোক। বটে রে হারামজাদী!

(সবলে করুণাময়ীকে ধাক্কা প্রদান ও তাহার পতন।)

শীঘ্র নিয়ে চ। বুড়িটের বোধ হয় হয়ে গেল। শেষ-কালে কি খুন ঘাড়ে নিবি?

(বেগে রামরতনের প্রবেশ।)

রাম। ভয় নেই, ভয় নেই। একি! কে তোরা? আমি বেঁচে থাকতে দিদিকে কোথায় নে যাবি?

(রামরতনের একজন লোককে প্রহার, অন্য একজনের রামরতনকে লাঠী প্রহার, তাহার পতন ও মূর্চ্ছা।)

১মলোক। এই বেলা সরে পড়। আর দেরি করলে বিপদ হবে।

[নীরদাকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দরদালান।

সরযূ ও বামা।

সরযূ। কি যে করবো মা, তা কিছু বুঝতে পারচি না। বাড়ী থেকে কুড়ি দিন আসতে না আসতে যে এমন সর্ব্বনাশ হ'বে, তা কখন স্বপ্নেও ভাবিনি।

বামা। তুমি মা কেন যেতে দিলে ?

সরযূ। কি করবো বল, পেটের দায়ে মানুষকে সব করতে হয়। এখন মনে হচ্চে তিনি কাছে থেকে আমাদের না খেয়ে মরাও ভাল ছিল। আমি পোড়াকপালী কেন তাঁকে যেতে দিলুম ?

বামা। চুপ কর মা, কেঁদ না।

সরযূ। আমি কি ক'রে চুপ করবো ? তিনি বড় আশা করে বিদেশে গেছেন, যে ফিরে এসে সকলের হাসিমুখ দেখবেন। তিনি এলে, আমি কোন্ মুখ নিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়াবো ? কেমন করে তাঁকে মুখ দেখাব ? মাকে খুন করে গেল, ঠাকুরঝিকে যে কে কোথায় নিয়ে গেল, তার কোন খপর পেলুম না। না জানি এতদিন কি সর্ব্বনাশ হয়েছে ! আমার কেন মরণ হলো না ?

বামা। বালাই, ও কথা বলতে নেই।

সরযূ। ও পাড়ার খুড়শ্বশুর, যাঁর হাতে হাতে আমাদের সঁপে দিয়ে গেলেন, আমাদের কপালদোষে শয্যাগত। রামরতন, যার উপর আমাদের অনেক ভরসা ছিল, সে আজও চৈতন্য পায় নি, যদি রক্ষা পায় তো পুনর্জন্ম! শাশুড়ী নেই, ননদ নেই, স্বামী বিদেশে, এই নির্জন-পুরীতে আমি একলা মেয়েমানুষ শুধু তোমার মুখ চেয়ে কাটাচ্চি। তুমি আর জন্মে নিশ্চয়ই আমার কেউ ছিলে।

বামা। ওকি কথা—আমি আর তোমার কি করেছি মা?

সরযূ। এই যে আজ সাতদিন হাতে একটী পয়সাও নেই, কে আমাদের অন্ন দিচ্ছে? কে আমার জীবনের প্রাণ বাঁচিয়ে রেখেছে? রাত্রিকালে একলা মেয়েমানুষ ভয় পাব বলে কে আমার কাছে শুয়ে থাকে? সেই কাল রাত্রে কে আমার মুখে জল দিয়ে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়ে ছিল? কে মার সৎকারের ব্যবস্থা করেছিল? সব তুমি। তুমি আমার জন্যে যা করেছ, তা এ জীবনে কখন ভুলবো না।

বামা। মানুষ কিছু করতে পারে না। সব সেই হরি করেন। আমরা শুধু নিমিত্ত মাত্র।

সরযূ। এখন যদি আমার একটী অনুরোধ রাখ—

বামা। সে কি মা! তুমি এত বিব্রত হচ্ছ কেন?

সরযূ। তুমি যদি জীবনকে মানুষ কর, যদি প্রতিজ্ঞা কর, যে তিনি দেশে ফিরে এলে তাঁর ধন তাঁকে ফিরে দেবে, তা হলে আমার যে দিকে চক্ষু যায়, চলে যাই, কিম্বা—

বামা। ছি ছি, ও কথা তুমি মনের কোণেও স্থান দিও না।

সরযূ। না স্থান দিয়ে করবো কি! এই দুধের বালকের হাত ধরে কার দারস্থ হবো? খাই না খাই, লোকের মাথা গোঁজবারও একটা স্থান থাকে, আমার তাও গেল। আমি কোথা যাব? বোসেরা পরশু দিন বাড়ীতে ঢোল দিয়ে গেছে, আজ বাদে কাল গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে। হে মা দুর্গে! শেষকালে গাছতলা সার করলে!

বামা। কেঁদ না মা, কেঁদ না। ভাবনা কি? যিনি জীব দিয়েছেন, তিনি আহার আশ্রয় দেবেনই দেবেন।

সরযূ। কেন গেলে—কেন গেলে? আমি মেয়েমানুষ, এখন কি করি? এ বিপদে কি করে রক্ষা পাই? দুধের বাছার হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়াতে হ'লো! কি করে তার জীবনরক্ষা করি? ভিক্ষে করতেও যে জানি না, তবে কি করবো? কেমন করে তোমার গচ্ছিত ধন তোমায় ফিরিয়ে দেব?

বামা। চল না মা, তোমার বাপের বাড়ী রেখে আসি? প্রিয়-বাবু যতদিন না ফিরে আসেন, ততদিন সেখানে থাকবে।

সরযূ। বাপের বাড়ীতে আমার কেউ নেই—সেখানে যাব না। তোমাকে যে দুপুরবেলা খুড় শশুরের বাড়ী পাঠিয়ে-ছিলুম, তিনি কি বললেন?

বামা। সে কথা কি বলবো মা, নববাবু রাজি হলেন না।

সরযূ। তুমি তাঁকে ভাল করে বলেছিলে? বলেছিলে কি, যে আমি একটু আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমি রাঁধুনি হয়ে থাকতে চাই?

বামা। সব বলেছিলুম।

সরযূ। তিনি কি বললেন?

বামা। বললেন, আমি অনেক টাকা দিয়েছি আর পারবো না। আজকালের বাজারে দু-দুটো পেট প্রতিপালন করা কি সহজ কথা? তার আমি ছাপোষা মানুষ।

সরযূ। সত্যি, তিনি অনেক করেছেন। এমন উপকার মানুষে মানুষের করে না। কিন্তু আমি গেরস্থর বউ, যাব কোথা? মা! তুমি একবার আমার সঙ্গে চল, আমি তাঁর বাড়ী যাব, তাঁর পায়ে ধরে কাঁদবো, তাঁদের বাড়ী দাস্যবৃত্তি করবো, তিনি আমার জীবনকে একমুঠো অন্ন দিন, আমাকে একটু আশ্রয় দিন। তারপর তাঁকে চিঠি লিখলে তিনি নিশ্চয়ই চলে আসবেন।

বামা। যাবে যাও, কিন্তু কিছু যে হয়, তা বোধ হয় না।

সরযূ। ভাল, একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

বামা। যেও না মা! আমার একটা কথা শোন, সেখানে যেও না, অপমানিত হবে। তোমার অপমান আমি প্রাণ থাকতে দেখতে পারবো না।

সরযূ। তবে আমি কি করবো?

বামা। তোমার কাছে কিম্বা দূরে, কোন আত্মীয়স্বজন নেই?

সরযূ। কাছে কেউ নাই, তবে অনেক দূরে আমার এক খুড়-তুতো ভগ্নী আছে। সে আমায় বড় ভালবাসে। তার কাছে যেতে পারলে সে আমায় বড় যত্ন করবে। কিন্তু সে অনেক দূরে, সেখানে কি করে যাব?

বামা। সে দেশ কোথায়?

সরযূ। ঘাটাল, শুনেছি নাকি কলিকাতা হতে জাহাজে করে যেতে হয়।

বামা। ঘাটাল! তা এতক্ষণ বলনি কেন? আমার যে ভায়ের বাড়ী সেখানে। অনেক দূর বটে। আমার ভাই দিন কতক হলো এসেচে, আমাকে একবার নিয়ে যেতে চাচ্চে, তা বেশ, আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমার ভাই সঙ্গে যাবে, তোমাকে বোনের বাড়ী রেখে আসবো।

সরযূ। আমি কি করে যাব, আমার হাতে ত একটী পয়সাও নেই, গাড়ী ভাড়া, জাহাজ ভাড়া, কোথায় পাব?

বামা। ক্যাপা মেয়ে বলে কিগো! আমার সঙ্গে যাবে তোমার আবার পয়সার দরকার কি?

সরযূ। সাধে বলেছিলুম, আর জন্মে তুমি আমার কেউ ছিলে। নইলে তুমি কেন আমার এত উপকার করবে!

বামা। এর আর উপকার কি? মানুষ মানুষের যদি এটুকু না করবে, তবে যে তার মনিষ্যি জন্মই বৃথা।

সরযূ। তবে কবে যাবে?

বামা। বেশী দেরি করবার দরকার কি, কালই যাই চল না?

সরযূ। তা বেশ; তবে একটা কথা এই, যে আমি রামরতনের স্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ের কথা কয়েছিলুম, সে আমাকে কোথাও যেতে বারণ করে। তাদের বাড়ী থাকতে বলে, আলাদা রেঁধে খেতে বলে; আরও বলে, যে রামরতন ভাল হলে তার পর যা হয় হবে।

বামা। তাতে তোমার মত কি?

সরযূ। আহা! বেচারাত আমাদের জন্যে মরণাপন্ন হয়েছে।

তার হালগরু বেচে ডাক্তার খরচ চলচে। তার উপর আমি তাদের ঘাড়ে চাপবো! তারা দু-মুটো পেট চালাতে কোথায় পাবে ?

বামা। তা বটে ত !

সরযূ। কিন্তু এক একবার ভাবচি, তার কথা শুনবো কি না। তুমি কি বল ?

বামা। আমার মতে গরীবদের উপর আর চাপ দিয়ে কাজ নেই। তুমি ঘাটালেই চল।

সরযূ। তবে তাই যাব, তুমি যা ভাল বিবেচনা করবে, আমি তাই করবো।

বামা। কাল রাত পোহালেই যেতে হবে, তৈয়ারি হয়ে নিও।

সরযূ। তৈয়ারি আর কি হব ? দু একখানা কাপড় সঙ্গেই নেব। আর এক আধখানা বাসন যা আছে, তোমার বাড়ীতে নিয়ে রেখ।

বামা। আমি এখন যাই, দাদাকে বলে আসি। রাত্রে আসবো এখন। হ্যাঁ, দেখ একটা কথা বলি, রামরতনের পরিবারকে কি মেয়েকে একথা বলে কাজ নেই, তা হলে হয়ত যেতেই দেবে না।

সরযূ। তা হলে তিনি টের পাবেন কি করে ? চিঠি লিখবেন কি করে ?

বামা। বোকা মেয়ে যেন কি ? ঘাটালে পোঁছে তাঁকে চিঠি লিখে জানালেই হবে। আর এদের বল্লেই বা তিনি টের পাবেন কি করে।

সরযূ। তা বটে।

বামা। তবে এখন আমি আসি। যা বল্লুম ভুলো না। রাত্রে আমি আবার আসবো এখন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

নীরদা।

নীরদা। কি হবে, কি হবে? কেমন করে পিশাচের কবল হতে মুক্তিলাভ করবো? কেমন করে মান বাঁচাবো? এই ঘরে আজ প্রায় কুড়ি দিন, পাখীর মত বদ্ধ আছি। ভেবেছিলুম, অনাহারে মরবো, তাও ত পারলুম না। তিন দিন ত অনাহারেই ছিলুম, কিন্তু কে সে রমণী, যার অনুরোধ আমি এড়াতে পারলুম না? সে কি দেবী না মানবী? এত রূপ ত কখন দেখিনি! মাঝে মাঝে ক্ষণেকের তরে জানালার পাশে দেখা দিয়ে, আমাকে কত অভয় দেয়, প্রত্যহ কত উৎকৃষ্ট ফল এনে আমাকে আহার করতে দেয়। শুধু তার প্রবোধ বচনে, শুধু তার আশ্বাসে বিশ্বাস করেই, আমি বেঁচে আছি। কিন্তু কপালে যে কি আছে, তা ঈশ্বরই জানেন। হে অনাথনাথ! হে বিপন্নের আশ্রয়! আমাকে রক্ষা কর, স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্বধন ইহকাল পরকাল রক্ষা কর। হে মা দুর্গে! বড় সঙ্কটে পড়েছি মা! তুমি না মুখ রাখলে আমার কি হবে? মা কেমন আছেন,

নীরদা। স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। ভাল, তুমি নিশ্চয় বলচো, আমার জন্য সব করতে পার?

রামেন্দ্র। আদেশ কর, এই দণ্ডে, এই মুহূর্ত্তে তা পালিত হবে।

নীরদা। আচ্ছা, এখনি আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আমি সুখী হ'ব।

রামেন্দ্র। ও কথা বলো না, পায়ে ধরি, ওরূপ নির্দ্দয় আদেশ করো না।

নীরদা। মিথ্যাবাদী! তবে এতক্ষণ আমার সুখের কথা কইছিলে কেন? ও কথা তোমার কলঙ্কিত জিহ্বায় উচ্চারণ করো না। তোমার লালসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য, তুমি যে পিশাচের অধম কার্য্য করতে পার, তা আমার বুঝতে বাকি নেই।

রামেন্দ্র। তুমি আমাকে সেরূপ ভেব না। আমি আবার বলচি, তোমায় ভালবাসি। প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি। তোমায় না পেলে আমি উন্মত্ত হ'ব।

নীরদা। তা যদি হও, তবে জগতের লোক বুঝতে পারে, যে নারায়ণ এখনও যোগনিদ্রায় অভিভূত হন নি।

রামেন্দ্র। আমি তোমার জন্য, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সমস্ত ত্যাগ করবো, মানাভিমান, ধনসম্পত্তি, সমস্ত বিসর্জ্জন দেব, আমি ভস্ম মেখে সন্ন্যাসী হ'ব।

নীরদা। সেই ভাল; তোমার মত পাপিষ্ঠের লোকসহবাস পরিত্যাগ করে, হিংস্র জন্তুর সহিত গহনবনে বাস করাই কর্ত্তব্য।

রামেন্দ্র। নীরদা! নীরদা! তোমার এই অনিন্দ্যকান্তির

আবরণে, হৃদয় মধ্যে কি বজ্র লুক্কায়িত আছে? দয়া কর, আমায় প্রাণে মেরো না, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বধ করো না।

নীরদা। তোমার যদি কার্য্য থাকে, অন্যত্র প্রস্থান কর। পাগলের প্রলাপ শ্রবণ করবার, পাপাত্মার পাপকথা শ্রবণ করবার বাসনা আমার নেই।

রমেন্দ্র। আমাকে দয়া কর। তোমাদের বাড়ীতে লোক দিয়েছি, ফিরিয়ে দেব, তোমাদের দুঃখ দূর করবো।

নীরদা। আমার ভাই ত জারজ নয়, যে ভগিনীর দেহ বিক্রয় করে ধনবান হবে।

রমেন্দ্র। নীরদা! তুমি আমার বাটীতে প্রায় কুড়ি দিন আছ, ইচ্ছা করলে এতদিন কি বাসনা চরিতার্থ হতো না? কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমার হৃদয় অধিকার করতে চাই।

নীরদা। তা কখন পারবে না।

রমেন্দ্র। এই আমি তোমার পায়ে ধরছি, আমাকে দয়া কর। (পদধারণ) একবার বল, তুমি আমার হবে? আমি জগৎসংসার ভুলে যাই।

নীরদা। আমার অঙ্গস্পর্শ করো না, আমার পা ছেড়ে দাও।

রমেন্দ্র। বল, তুমি আমার হবে?

নীরদা। দেখ, এখনও বলছি, ভাল হবে না।

রমেন্দ্র। বল, আমায় দয়া করবে?

নীরদা। তোমাকে এইরূপে পদাঘাতে দূর করবো। (পদাঘাত)

রমেন্দ্র। কি! তুমি আমাকে লাথি মারলে! আমি তোমাকে

যত বিনয় করচি, তুমি তত অহঙ্কার প্রকাশ করচো! আচ্ছা দেখি, আজ আমার বাসনা পূর্ণ হয় কি না?

নীরদা। এখনও চন্দ্রসূর্য্য উদয় হচ্চে, এখনও দিনরাত হচ্চে, সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। আমি ব্রাহ্মণের বিধবা, আমার কথা কখনও মিথ্যা হবে না।

রমেন্দ্র। আচ্ছা, তা দেখা যাবে।

নীরদা। হে হরি! হে দয়াময়! আমার মান রক্ষা কর।

রমেন্দ্র। দেখি, কে তোমায় আজ রক্ষা করে?

নীরদা। আমি সতী, যদি কায়মনোবাক্যে পতির পদ ধ্যান করে থাকি, যদি আমার ঈশ্বরে মতি থাকে, নিশ্চয় জেনো এর প্রতিফল পাবে।

রমেন্দ্র। প্রতিফল যখন পাবার তখন পাব, এখন এস, হৃদয়ে এস।

(নীরদার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ, প্রতিভার প্রবেশ ও রমেন্দ্রের হস্ত ধারণ)

রমেন্দ্র। এ কি! কে তুমি?

প্রতিভা। অতটা কিছু নয়, অতটা সবে না।

নীরদা। মা! আমায় রক্ষা কর।

রমেন্দ্র। তুমি কেন এখানে এলে? কেমন করে এলে?

প্রতিভা। কেন এলুম, জিজ্ঞাসা করচো? সতীর সর্ব্বনাশে বাধা দিতে, তোমার নিজের সর্ব্বনাশে বাধা দিতে এসেছি।

রমেন্দ্র। দেখ, ভাল চাও ত এখনি চলে যাও, নইলে টের পাবে।

প্রতিভা। কিসের টের পাব? তুমি এত দিন যা ইচ্ছে করেছ, আমি কখন কোনও কথা কইনি। কিন্তু সতীর সর্ব্বনাশ করতে দেব না, পতিকে পিশাচের অধম কার্য্য করতে দেব না, এতে প্রাণ যায় তাও স্বীকার।

রমেন্দ্র। দেখ্‌, সাবধান! এখনও বলচি, বেরিয়ে যা।

প্রতিভা। তুমি কি মনে কর, আমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাব? অত প্রাণের মায়া রাখি না।

রমেন্দ্র। দেখবি তবে?

প্রতিভা। (নীরদার প্রতি) এস মা! তুমি আমার সঙ্গে চলে এস।

রমেন্দ্র। বটে রে হারামজাদি!

(প্রতিভাকে প্রহার ও তাহার মূর্চ্ছা।)

থাক্‌ পড়ে, তোকে অবধি চাবি দিয়ে যাব।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

কুলিডিপো।

বামা, সরযূ ও জীবন।

জীবন। কখন সেখানে যাব মা? কখন মাসীমাকে দেখবো মা?

বামা। এতক্ষণ ত সেখানে যেতুম বাবা, পোড়ারমুখোরা ধরে আনলে।

সরযূ। আমাদের ছেড়ে দেবে ত?

বামা। দেবেনা ত কি? এ কি মগের মুল্লুক না কি?

সরযূ। এরা ধরে কেন?

বামা। সে কথা আর কেন বল? শুনেছ ত মুখপোড়াদের সঙ্গে জাহাজ চড়ে, বছর বছর কত বিদকুটে ব্যারাম আসে। এবার নাকি পেলেগ বলে কি ছাই একটা এসেছে।

সদয়। হ্যাঁ, ওঁর মুখে শুনেছি বটে, সেই জন্যে লোক জনকে পথে ঘাটে ধরে আটকে রাখে। আমাদের কি পেলেগে ধরেছে?

শঙ্কর। দেখদেখি একবার অনাছিষ্টি কাণ্ড! বেয়ারামকে কি গ্রেপ্তার করা যায় গা? কেবল লোকের উপর জুলুম বই ত নয়। কারুর সর্ব্বনাশ, আর কারুর বা পৌষ মাস। লোকে রোগের ভয়ে যত ব্যতিব্যস্ত হচ্চে, পেলেগওলাদের পকেট ততই ভর্‌তি হচ্চে। কোম্পানির চোখের উপর এই সব হচ্চে গা?

সদয়। কোম্পানি ত লোকের ভালর জন্যেই এই সব করেছে। বেয়ারাম যাতে না বাড়তে পায়, তাই ত কোম্পানির ইচ্ছে। তবে যাদের হাতে ভার দেন, তারা যদি অত্যাচার করে, তাহলে কোম্পানি করবে কি? এই দেখ না, লোকের ভালর জন্যে প্রত্যেক গ্রামে পুলিশ আছে; কিন্তু পুলিশের লোক প্রায়ই অত্যাচারী হয়, তাতে কি কোম্পানির দোষ দিতে হবে?

শঙ্কর। তা নয় ত কি মা? এই যে জমিদার মশাইরা নগদ চার টাকা মাইনে দিয়ে গোমস্তা রাখেন। তাঁরা কি জানেন না, যে কোন ভদ্রলোক অত অল্প মাইনের পরিবার প্রতিপালন করতে পারে না। তবে তাঁরা গোমস্তাদের প্রজাপীড়ন করে পয়সা নিতে, একরকম বলে দেন কি না? অল্প মাইনের মুখ্যু পুলিশের হাতে কোম্পানি কি ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে বল দেখি? সে ক্ষমতার অপব্যবহার হলে কোম্পানিই দায়ী নয় ত কি?

এই যে আমাদের মিছিমিছি ধরে আনলে,' কেন? কিছু টাকার পিত্তেসে বই ত না? আ মর মুখপোড়ারা, আমরা কি টাকার মানুষ?

সরযূ। আমাদের কবে ছেড়ে দেবে?

রামা। শুনেছি ত আজ বা কাল। ডাক্তার সাহেব এসে নাড়ী টিপে দেখবে, তার পর আর একজন সাহেব এসে কত ভয় দেখাবে, যেতে একরকম মানাই করবে।

সরযূ। কেন, মানা করবে কেন?

রামা। ওদের ইচ্ছে নয়, যে এখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে লোক যায়। পাছে লোকের আঁচল ধরে বেআরাম চালান হয়, ওদের এই ভয়। সেই জন্যে শত ভয় দেখাবে, মিছিমিছি বলবে, "দেখ সেখানে যাচ্ছ, কিন্তু খুব খাটতে হবে, আর পাঁচ টাকা বই মাইনে পাবে না।"

সরযূ। মাইনে কিসের?

রামা। আহা! বোকা মেয়ে বোঝে না। এই রকম করে ভয় দেখাবে, তাতে যদি তুমি যেতে না চাও।

সরযূ। তুমি এত জানলে কি করে?

রামা। আমি যে ঘাটাল যেতে এ রকম প্রায়ই শুনি। তোমাকে যত কিছু বলুক না কেন, তুমি বলো, "আমি যাব।"

সরযূ। তুমি ভাগ্যি বলে দিলে, আমি ত এ সব কিছু জানতুম না।

রামা। হাঁ দেখ, আমার সন্দেহ হয়, যে বামন বোস তোমাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে ষড়যন্ত্র করচে।

সরযূ। ওমা সে কি কথা গো!

রামা। ভয় কি মা? আজ একবার আপিস সাহেব ছোটটার

গিছলুম, হঠাৎ রমেন বোসের নাম শুনে থমকে দাঁড়ালুম। তার পরই তোমার নাম শুনতে পেলুম, আর বামুন বামুন করে কি বললে।

সরযূ। কি হবে? কোথায় যাব?

বামা। সে উপায় ঠাউরেছি। সাহেব এসে তোমাকে যদি কোথায় বাড়ী, কি জাত, এই সব জিজ্ঞাসা করে, তুমি মিছেকথা বলো। বলো, যে বাড়ী মেদিনীপুর কি বাঁকুড়া জেলায়, আর জাত বলো বাগ্দী।

সরযূ। আমি সাহেবের সঙ্গে কি করে কথা কইব? মিছে কথা কেমন করে বলবো?

বামা। কি করবে মা! বিপদে পড়লে সব করতে হয়। আমি কাছে থাকব, তোমার কিছু ভয় নেই। আমি যা যা বললুম, এই কথাগুলি বললেই আজ ও বাসা ছেড়ে দেবে। কেমন পারবে ত?

সরযূ। পারবো না ত আর কি করবো বল? এও অদৃষ্টে ছিল।

বামা। এখান থেকে একবার বেরুতে পারলে, আর কোন ভয় নেই।

সরযূ। আচ্ছা, লোকেরা ত আমাদের খুব যত্ন করচে।

বামা। তা করবে না? আমি গিয়ে ওদের বললুম, যে ভদ্র-লোকের মেয়ের যেন কোন কষ্ট না হয়।

সরযূ। তোমার কাছে আমি কেনা হয়ে রইলুম।

জীবন। মা! ক্ষিধে পাচ্ছে।

বামা। এস বাবা এস, খাবার দিইগে এস।

[সকলের প্রস্থান।

(গগন ও হারু মাষ্টারের প্রবেশ।)

হারু। এ কোথায় এলুম বাবা—ওর নাম কি—এ বেটারাই বা ধরলে কেন? দেখ বাবা—ওর নাম কি অদৃষ্ট দেখ! কত কষ্টে—ওর নাম কি - যদি বেরালের ভাগ্যে সিকে ছিঁড়লো—ওর নাম কি—বামা যদি বাজি হলো, কোথা থেকে—ওর নাম কি—এ বেটারা বাদী হলো দেখ দেখি!

গগন। মাষ্টার! সে জন্মে ভাবনা নেই। বামা তোমারই আছে। পেলেগ শালারা ধরে আটকালে কি না।

হারু। এ্যাঁ! আমাদের—ওর নাম কি—পেলেগে ধরেছে? কি হবে বাবা?

গগন। আমি যখন আছি, তখন তোমার ভয় কি মাষ্টার?

হারু। ভরসাও ত কিছু—ওর নাম কি—দেখছি না বাবা!

গগন। আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে ছাড়িয়ে দিতে পারি।

হারু। শুধু আর—ওর নাম কি—আমাকে ছাড়ালে কি হবে বল? যে লোভে পড়ে—ওর নাম কি—এতদূর এলুম, তার কি করচো?

গগন। যদি আমি তোমাদের সকলকে ছাড়িয়ে দিই।

হারু। দোহাই তোমার বাবা! তা হলে—ওর নাম কি—তুমি আবার পুষ্যি বাবা হবে, কাশীতে—ওর নাম কি—ঘাট প্রতিষ্ঠা করার কাজ হয়ে যাবে।

গগন। তবে তোমাকে উপায় বলে দিই শোন। আজ একজন সাহেব এসে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে—

হারু। কেন বাবা, সাহেব কেন? ওটা আমি—ওর নাম কি—

গগন। মাষ্টার! তুমি এত বড় সাহসী লোক হয়ে সাহেবকে ভয় কর না কি?

হারু। আরে রাম, ভয় কিসের? তবে কি জান, আমি—ওর নাম কি—ঐ ম্লেচ্ছ বেটাদের ভালবাসি না।

গগন। তা কি করবে বল? বিপদে পড়লে সব করতে হয়। সাহেব তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, যে তুমি কি জাত?

হারু। আমি অমনি বলবো যে, আমি—ওর নাম কি—কুলীন কায়স্থ, দক্ষিণাড়ী, ১৪এর পর্য্যায়—

গগন। তা হলেই সব মাটি মাষ্টার, সব মাটি।

হারু। কেন বাবা! মাটি হলো কেন? সবই ত—ওর নাম কি—সত্যি বলেছি।

গগন। সত্যিতে কি সব সময় হয় মাষ্টার! তুমিই বল দেখি, রমেনবাবুর হবকে কতবার মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছে?

হারু। তা বটে, কিন্তু আমাকে—ওর নাম কি—সব শিখিয়ে না দিলে জানবো কেমন করে বল?

গগন। তবে বলে দিই শোন। জাতের কথা জিজ্ঞাসা করলে বলো, তুমি পোদ বা হাড়ী বা বাগদী।

হারু। একি কথা বাবা! মিথ্যে সাক্ষী দেবার সময়—ওর নাম কি—কখন ত জাত ভাঁড়াতে হয়নি।

গগন। তা কি করবে বল? "যে দেবতা যে মন্ত্র।

হারু। আচ্ছা বাবা। দেখ গগন! তোকে আজকাল আমি—ওর নাম কি—বড় ভালবাসি। আগে তুই যেমন আমাকে—ওর নাম কি—ভাই বলে ক্ষেপাতিস, তেমনি বাবা শেষ দশাটায় নামকে দিয়ে, তুই আমার—ওর

নাম কি—পুষ্যিপুত্তুরের কাজ করলি। বেঁচে থাক বাবা—ওর নাম কি—বেঁচে থাক।

গগন। আমরা যাতে এখান থেকে যেতে না চাই, সেই জন্যে ওরা অনেক রকম ভয় দেখাবে।

হারু। তার জন্যে—ওর নাম কি—ভেব না বাবা! dam care ভয়।

গগন। সাহেব হয় ত বলবে, তোমাকে আসামে যেতে হবে, পাঁচ টাকা করে মাইনে পাবে।

হারু। আসাম কি বাবা! আমাকে—ওর নাম কি—কুলি বলে চালান দিবি নাকি? তুই বেটা কি আড়কাটি?

(বামার প্রবেশ।)

বামা। হাঁ, আমরা আড়কাটি, তুমি এখান থেকে চলে যাও।

হারু। না বামা! তুমি—ওর নাম কি—রাগ করো না। আমি ওর নাম কি—তা বলিনি।

বামা। আমি কিছু শুনচি না, তুমি এখান থেকে চলে যাও।

হারু। অমন কথা বলো না বামা, আমি—ওর নাম কি—তা হলে মরে যাব। আমি—ওর নাম কি—রহস্য কর্‌ছিলুম।

বামা। রেখে দাও তোমার রহস্য। কোথায় ভাবলুম একবেলে গিয়ে দুজনে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবো, আমার পোড়া অদৃষ্টে তা হবে কেন? তুমি কি না আমাদের এই রকম তাড়াও?

হারু। আমি আসামে—ওর নাম কি—যাব বামা। দোহাই তোমার, তুমি আমাকে—ওর নাম কি—ত্যাজ্যপুত্তুর করো না বামা।

বামা। সত্যি সত্যি কি আর আমরা আসামে যাব? আমি কি তোমায় ভালবাসি না? তবে যে কেন তোমাকে ওকথা বলতে বলছি, তুমি পরে টের পাবে।

হারু। সে জন্যে তোমার—ওর নাম কি—কোন ভাবনা নেই। তোমার কথা—ওর নাম কি—আমার কাছে, গুরুআজ্ঞা শিরোধার্য্য।

বামা। দাও মাষ্টারকে আধখানা এনে দাও, খেয়ে দেয়ে আমোদ করুক।

হারু। বামা! তোমাকে আর—ওর নাম কি—কি বলবো বামা! তুমি আমার—ওর নাম কি—কে বামা?

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

নবখুড়োর বাটীর সম্মুখ।

নবখুড়ো।

গীত।

[illegible] মাগো, তোর স্বরূপ রূপ কেমন,
[illegible] ত্রিগুণে [illegible] তুমি, তবে কেন গো কাল বরণ।
[illegible] মণিপুরে, সৌদামিনী রূপ [illegible],
অপরূপ ভেদ করে করিছ বিহরণ,
[illegible] করুণাধারা জননি জীব কারণ।

বিতরি অমৃতধার, পালিতেছ এ সংসার,
অন্নপূর্ণা মা আমার আলো করে সিংহাসন,
নতশিরে স্তব করে সঙ্গিনী যে দিগম্বর।
পুন এ নগনাবেশে, মহাকাল লয়ে পাশে,
শ্মশানে করালহাসে হাসিছে ত্রিভুবন,
চারিদিকে শিবাকুল করিছে ঘন ক্রন্দন।

(রামরতনের প্রবেশ।)

রাম। মশাই! এ হলো কি? সব কি আসমানে উড়ে গেল? আমার বোধ হচ্চে, যেন একটা স্বপ্ন দেখ্‌চি। কি হবে ঠাকুর? আপনার পায়ে পড়ি, না হোক একটা উপায় করুন।

নব। তোর পায়ে পড়বার জন্যে কি আমি বসে আছি রে আঁটকুড়ির বেটা? আজ তিন চার দিন ধরে কত মাথা ঘামাচ্চি, এ ভোজবাজীর ত অন্ত খুঁজে পারচি না বাবা!

রাম। তবে কি হবে ঠাকুর? বাবু ফিরে এসে কেমন করে মুখ দেখাব? আমি কেন বেঁচে রইলুম?

নব। কে তোকে বেঁচে থাকতে মাথার দিব্যি দিচ্চে বল দেখি? সক হয়, তুই ড'শবার মর না কেন। কেবল ভেনর ভেনর কান্না কাঁদনি গেয়ে, কানটা যে একেবারে ঝালাপালা করে তুল্লি!

রাম। মশাই! না কেঁদে থাকি কেমন করে? বাবু আগুর পা পেছু করলেন, আর সংসারটা ছারখার হয়ে গেল। অন্নপূর্ণার মত গিন্নি অপঘাতে প্রাণ খোয়ালেন, সতী লক্ষ্মী দিদিমণিকে চোখের উপর থেকে ধরে নিয়ে

গেল, তবু আমি বেঁচে রইলুম! কে জানে, এতদিন কি সর্ব্বনাশ হয়েছে! দিদিমণি! দিদিমণি! আমি কায়মনোবাক্যে দিবানিশি নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করচি, যেন তুমি মরে যাও, যেন বাবু এসে শোনেন, যে তোমার নাম পর্য্যন্ত এ পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে।

মধ। দেখ্ বেটা, ভাল চাস ত চুপ কর, নইলে দূর হয়ে যা।

রাম। চুপ করতে যে পারি না ঠাকুর! লক্ষ্মীর মত বউ মা কোথায় গেলেন? যার কথা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যেত, যার মুখ দেখলে অতি বড় শত্রুর মনেও স্নেহের সঞ্চার হতো, যাকে দেখলে বোধ করি বনের পশুপক্ষীও মুগ্ধ হতো, সে ননীর গোপাল নন্দদুলাল আজ কোথায়? হয়ত অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে। আর আমরা, যাদের হাতে হাতে বাবু তাঁর প্রাণের জিনিসগুলিকে সঁপে দিয়ে গেলেন, সেই আমরা কিনা সুস্থশরীরে দাঁড়িয়ে আছি!

মধ। রামরতন! রামরতন! চুপ করে থাকতে পারলি না? আমায় কাঁদালি তবে ছাড়লি!

রাম। বাবু! বাবু! চুপ করুন। আপনি কাতর হলে আমি কি করবো? আমি মুখ্যু মানুষ, লেখা পড়া জানি না, মাথা খাটাতে পারি না; তবু এই জানি, যে আপনি হুকুম করলে, খোকা আর বউমার জন্যে বাঘের মুখে যেতে পারি, দিদিমণিকে যে পরে নিয়ে গেছে, তার বুকে ছুরি বসাতে পারি।

নব। দেখ, আমি যতদূর ঠাউরে দেখলুম, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে বউমাকে সরাবার মূল কারণ বামা।

রাম। আমারও সেই সন্দেহ হচ্চে। আমার পরিবারের মুখে শুনলুম, যে যখন আমি অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়েছিলুম, রমেন বোস বাড়ীতে ঢোল দেয়। পাছে বাড়ী থেকে হাত ধরে বার করে দেয়, এই অপমানের ভয়ে, বউমা কাতর হয়ে পড়েন। তাঁর সম্পর্কে কোথায় কে বোন আছে, তাঁর কাছে যাবার জন্যে বড়ই ব্যস্ত হন। আমার পরিবার তাঁকে অত ব্যস্ত হতে নিষেধ করে, আর বলে, যে আমি সেরে উঠে যা হয় করবো। বামা নাকি মধ্যে মধ্যে তাঁর কাছে এসে আত্মীয়তা করতো।

নব। তবে আর কোন সন্দেহ নেই। বামা যখন আত্মীয়তা করেছে, তখন এ সর্ব্বনাশ সেই করেছে। আমি তাকে ভাল রকম জানি, বিনা মতলবে সে কখন আত্মীয়তা করেনি। কাল আমি তার সন্ধানে গি'ছলুম, তার বাড়ীতে চাবি দেওয়া। খপর পেলুম, যে যেদিন থেকে বউমা নিরুদ্দেশ, ঠিক সেই দিন হতে বামা, গগন, আর হারুমাষ্টার, কারুরই কোন ঠিকানা নেই।

রাম। হারু বাবুও কি এর ভেতর আছেন নাকি? আমি যে তাঁকে আধপাগলা বলে জানতুম।

নব। না, সে এর ভিতর কখন নেই। আমার বোধ হয় তাকেও কোন রকম বিপদে ফেলেছে। আর দেখ, যে সব লোক এসে সে রাত্রে নীরদাকে ধরে নিয়ে

গেছে, তারা কখনও ডাকাত নয়। ডাকাতে কখন মেয়েমানুষ চুরি করে না। নিশ্চয় জেনো, এ ডাকাত আর কেউ নয়, এ ডাকাত রমেন বোস।

রাম। এখনও সে বেঁচে আছে? আমি চললুম, এখনি তার মুণ্ড এনে আপনার পায়ের তলায় রাখবো, তারপর আমার অদৃষ্টে যা হয় হবে।

নব। দেখ আমার কথা শোন, হঠকারিতা করো না, তাতে মন্দ বই ভাল হবে না। ও কে? রমেন বোসের বাড়ীর ঝি যশোদা না? দাঁড়াও, ওর কাছে থেকে বাগিয়ে ঠিক সন্ধানটা নিতে হবে। রামরতন! তুমি আমার বাড়ীর ভিতর যাও, আমি বেটার সঙ্গে দুটো রসালাপ করে আসি। একে মেয়েমানুষ, তায় ছোট-লোক, ওর কাছ থেকে কথা নিতে কতক্ষণ?

পঞ্চম দৃশ্য।

শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেশন।

(অনেক লোক, মুটে, রেলওয়ে জমাদার ইত্যাদি।)

জমা। আরে কাঁহা যাতা হোঁ। ছঁসি্‌য়ারি খাড়ে রহো। আভি টেইন ত ইন হুয়া নেই।

লোক। জমাদার সাহেব, ছেড়ে দাও বাবা! একটু আগে না যেতে পারলে গাড়ীতে যায়গা পাওয়া নেই।

জমা। বকো মৎ।

মুটে। তুম্ কেয়সা আদমি, জমাদার সাহাবকো পান খিলায় দেও, তব ত ছুটী হোগা।

লোক। নাও বাবা, একটী পয়সা নাও।

জমা। কেয়া বেকুব!

মুটে। জমাদার জীকো এক পয়সা কবলতে হো! দো আনা দে দেও।

লোক। নাও বাবা. বকবাদির বাওজ এই চারটী পয়সা নাও।

জমা। যাও, ইধার আকে খাড়ে রহো।

লোক। আবার খাড়া থাকবো কেন বাবা? পুজো ত হলো, এখন ছেড়ে দাও না?

জমা। আবি কৈসে ছোড়েগা। ডাংগদার বাবু আওয়েঙ্গে, ইকজিমিন করেঙ্গে, তব ত ছোড়ে গা।

মুটে। বাবু! হামারা দাম দেও, হামি চলে।

লোক। চলে কিরে বাপু! গাড়ীতে মোট তুলে তবে ত যাবি।

মুটে। নেহি বাবু, এত্তা ঘড়ি কৌন রহেগা।

লোক। আচ্ছা, তোমার ধর্ম্মে হয় যাও বাবা! এই দাম নাও।

মুটে। চার পয়সা কৌন লেগা?

লোক। যা বলে নিয়ে এসেছি তাইত দিয়েছি।

মুটে। নেহি বাবু, লেয়াও—পয়সা লেয়াও।

লোক। বৌবাজারের মোড় থেকে এলি, চার পয়সায় রাজি হলি, আবার কেঁউ মেঁউ করিস কেন?

মুটে। লেগা কি নেহি?

লোক। নাও বাবা, আর দুটো পয়সা নাও।

মুটে। ছপয়সা হাম লেগা নেহি, আট পয়সা দেও।

লোক। না নিতে হয় ফেলে দে।

মুটে। আচ্ছা শালা; তোমকো দেখলায় দেতা।

[প্রস্থান।

(কয়েকজন লোকের প্রবেশ।)

১ম লো। হ্যাঁ হে, ডাক্তার কি আর আসবে না? ভেলা হাত টেপা বেরিয়েছে যা হোক। আমাদের যন্ত্রণার আর সীমা পরিসীমা নেই।

২য় লো। আরে ডাক্তার কি আর এখন আসবে? মিনিট পাঁচ সাত থাকতে গজেন্দ্রগমনে একবার দেখা দিয়ে, এক একজনের পাণিপীড়ন করে ছেড়ে দেবে।

৩য় লো। আচ্ছা, ওরা কি ভাল করে নাড়ী দেখে?

৪র্থ লো। মাথা দেখে। হাতটা ধরে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে ছেড়ে দেয়। পাহারাওয়ালা প্রমুখ মহাশয়দের হাতে হাত ঠেকাতে পারেন ত ভিড় ভোগটা আর করতে হয় না। আর তা না হলে, রেলিঙএর ভেতর ভিড়ে চেপ্টা হয়ে যেতে হয়।

১ম লো। শুধু চেপ্টা হলেও ত বাঁচা যেত হে, তার উপর প্রভুদের মোলায়েম বেতের কথাটা ভেবে দেখ।

২য় লো। দেখদেখি, কোম্পানি ভালর জন্য একটা বন্দোবস্ত করলে, আর সেটা হয়ে দাঁড়াল কি?

(একজন টিকিটকলেক্টর ও মুটের প্রবেশ।)

মুটে। এহি আদমি সাব।

টি-ক। এই, টোম মোট উঠাও।

লোক। কেন সাহেব?

টি-ক। ওজন হোগা মাশুল লাগেগা।

লোক। মাশুল লাগেগা কেন সাহেব?

টি-ক। পনের সেরকা যাষ্টি মোট হ্যায়।

লোক। বল কি সাহেব! সাত আট সের হতে বাই জন্মে যাবে, পনের সেরের বেশী কি?

টি-ক। আও, বক্কো মৎ; মোট উঠাও।

লোক। সাহেব! দোহাই তোমার, গাড়ী ফেল হয়ে যাব। আমার বড় দরকার, আমায় ছেড়ে দাও।

টি-ক। শুন, একঠো রূপেয়া যদি আমায় ডিবি, ত হামি মাশুল জমা ডিয়ে ডেবে। আর এ গাড়ীতে টুমি যাইটে পারিবে।

লোক। আজ বরাতটা খুব সুপ্রসন্ন দেখছি। এই চার আনা আছে, নিয়ে সরে পড়। চিল যখন পড়েছে, তখন ত আর কুটো না নিয়ে উঠবে না।

টি-ক। চারি আনায় মাশুল হোয়েগা নেই।

লোক। হোয়েগা নেই ত যাহোক কর, আমারও আর বাড়েগা নেই।

টি-ক। আচ্ছা, ডেও ডেখি—যখন গড়ীব বলছো, আটা মাশুলেই যায়েগা।

(সরযু, জীবন, হারাধন, জুরকতক কুলি ও দ্বারবানগণের প্রবেশ।)

হারু। এ কোথায় নিয়ে যাও বাবা? আমার—ওর নাম কি—বামাকে কোথায় রেখে এলে?

দ্বার। চিল্লাও মৎ, চলো।

হারু। আহা! বামাকে এনে দাও না, তারপর—ওর নাম কি—মাইরি বলছি; কোন শালা আর চেল্লাবে।

১ম-দ্বার। আরে ঝামেলা করতা হায় কাহে? তোম বাউরা হায়?

হারু। বাউরা ফাউরা জানিনা বাবা—ওর নাম কি—বামাকে চাই। তারপর তোমাদের—ওর নাম কি—যেখানে খুসি নিয়ে চল।

১ম-দ্বার। শালা, বেত দে দেগা।

হারু। বেতই দাও, আর রসগোল্লাই দাও, কিছুতেই—ওর নাম কি—কিছু হবেনা বাবা! বামাকে হাজির কর।

১ম-দ্বার। হাজির করতা হায় (গলাধাক্কা দিয়া) চলো শালা।

[প্রস্থান।

জীবন। মা! মাসীমার বাড়ী আর যাব না মা! ফিরে চল।

২য়-দ্বার। এই, তোম লোক খাড়া কাহে?

সরযু। তোমরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্চো?

২য়-দ্বার। তোমরা বাবাকো পাশ।

জীবন। আমার বাবা ত চাকরি করতে গেছেন।

২য়-দ্বার। এই জলদি আও, টাইন হুয়া।

জীবন। না, আমরা যাব না।

২য়-দ্বার। অমন কথাটী বলোনা ছোকরা বাবু! হামার হাতমে একঠো বেত আছে দেখতা?

সরযু। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের ছেড়ে দাও।

২য়-দ্বার। দোসরা বাত কহেগে, ত বেত খাওয়েগে।

সরযু। হা ভগবান! শেষে কি শঠের চক্রান্তে প্রতারিত হলেম!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বৈঠকখানা।

রমেন্দ্র।

রমেন্দ্র। কি করলুম! কি করলুম! একেবারে যে এতটা হবে, তা ত বুঝতে পারিনি। আর বুঝবোই বা কি করে? সে শক্তিকে যে আমি নিজেই বিসর্জ্জন দিয়েছি! যখন কলেজে পড়তুম, তখন বেশভূষার দিকে আমার কিছু বেশী নজর ছিল। পড়াশুনা যত হোক না হোক, প্রত্যহ নূতন ফ্যাসানের পোষাক পরে, গাড়ী চড়ে কলেজে যেতুম, আর আমার মত বাবু ছেলেদের সঙ্গে Lecture hourএ গল্প করতুম। তখন জানতেম না, যে বিদ্যাশিক্ষা যোগাভ্যাস, তখন জানতেম না, যে বিলাসিতা বিদ্যাশিক্ষার পরম শত্রু। এই জন্যই বোধ হয়, প্রাচীন হিন্দুদের বিদ্যা-শিক্ষার সময় ব্রহ্মচর্য্যপ্রথা ছিল। এখন বেশ বুঝতে পেরেছি, যে অভাবের কশাঘাতে জর্জ্জরিতদেহ যুবকই সাধারণতঃ সরস্বতীর স্নেহনয়নে পড়ে। পরীক্ষার পর দেখলুম, যে যাদের অন্তরের সহিত ঘৃণা করতুম, তারা প্রায় সকলেই পাশ হয়ে গেল, আর আমাদের দলবল Examinerদের গালাগালি দিয়ে অন্তরের শান্তি করতে লা'গল। ক্রমে বিনোদের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হলো। জানি না, কি মোহিনী মন্ত্রবলে সে আমার

ভাবলেন না, যে ছোকরা দিন ৩।৪ ঘণ্টা regular study করে, Examinerএর বাবার সাধ্য কি, যে তাকে fail করে। দু-বৎসর ইয়ারকি মেরে, একমাস রাত জেগে পড়লে, বাড়ীর লোকের চোখে ধূলো দেওয়া যায় বটে, কিন্তু পাশ করা যায় না। বাবা ছাড়েন না, কাজেই ফের পড়তে হলো। পড়া নাম মাত্র, কলেজে না গিয়ে, এখন দিনের বেলাই নানাস্থানে গান শুনতে লাগলুম।

(চাকরের পুনঃ প্রবেশ।)

চাকর। রমানাথ বাবু এসেছেন।

রমেন্দ্র। তো বেটাকে ঘা কতক চাবুক না দিলে হবে না দেখচি। আমি এখন কোন নাথ বাবুর সঙ্গে দেখা করবো না, বলগে যা, যে মদটদ আর হবে না, অন্যত্র গিয়ে তোষামোদের চেষ্টা দেখুক।

[চাকরের প্রস্থান।

এমন সময় বাবা মারা গেলেন, হাতে অগাধ টাকা পড়লো। যেমন একটী ভাল ফুল ফুটলে, দলে দলে মধুমক্ষিকার দল হাজির হয়, সেই রকম শুভার্থী বন্ধুগণ কেউ বা মদের লোভে, কেউ বা বেওয়ারিস ইয়ারকির লোভে, কেউ বা অর্থলোভে আমাকে দখল করে বসলেন। মদে লোকের কি সর্ব্বনাশ করে! আমি পশু অপেক্ষাও হীন হয়ে পড়লুম।

(নবখুড়োর প্রবেশ।)

নব। কি বাবাজী! অধীনকে স্মরণ করেছ কেন? একি! দরবারঘর জনশূন্য কেন?

রমেন্দ্র। খুড়ো! আমাকে মাপ করবে?

নব। এ কি রকম কথা হলো বাবা? কোথা আশা ক'রে আসছি, যে তোমার মোটা থামে বদ্ধ হয়ে, মনের সাধে দশবিশ ঘা নাগরা খাব, তা না হয়ে এ কি! দোহাই বাবা! আমায় সে সাধে নিরাশ করো না।

রমেন্দ্র। খুড়ো! আর লজ্জা দিও না, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ক্ষমা কর।

নব। এবার কি খুনখুন না ক'রে ছাড়চো না? হাতটা পাটা ভাঙ্গবার মৎলব হলে ত আর এতদূর আনতে হতো না।

রমেন্দ্র। তবে কি তুমি সব জান?

নব। কিছু কিছু জানি বই কি বাবা! হাত পা কি আর আসমানে ভাঙ্গে? তোমার হুকুম না পেলে, এ গ্রামে এমন সাহস কার আছে, যে লোকের পা ভেঙ্গে দেবে? বিশেষতঃ আমি নির্বিরোধী লোক!

রমেন্দ্র। খুড়ো! আমার তত দোষ নেই, গগনা বেটাই এ সমস্ত করেছে। যা'হোক, আমি তোমার পায়ে ধরচি, (পদধারণ), বল আমাকে ক্ষমা করবে?

নব। আহা, পা ছাড় না বাবা! এখনও সম্পূর্ণ ব্যথা মরেনি, ফের কি টেনেটুনে ভেঙ্গে দেবে? যা হয়েছে, তার ত আর চারা নেই।

রমেন্দ্র। তখন তুমি অত বারণ করেছ, শুনিনি। এখন আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কি হবে?

নব। কিসের কি হবে?

রমেন্দ্র। আমি খুন করেছি, স্বর্ণলতিকাকে পদতলে দলিত

করেছি, কোমল যূথিকাকে নখাঘাতে ছিন্ন করেছি, মদ খাবার প্রতিফল হাতে হাতে পেয়েছি। আমার মত পাপী আর কে আছে? তাকে কখন একটা মিষ্ট কথা বলিনি! সে আমা বই আর জানতো না, কিন্তু আমি কখন তার মুখ দেখিনি!

নব। একেই বলে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝলে না বাবাজী! এমনটা কেন হলো!

রমেন্দ্র। কেন হলো! কেন হলো!—আমি সব বলবো, কিছু গোপন করবো না। বজ্র! এখনও কেন আমার মস্তকে পতিত হচ্ছো না? আমি এক ব্রাহ্মণকন্যার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিলুম, প্রতিভা আমায় বাধা দিছলো। আমি ক্রোধান্ধ হয়ে তাকে অত্যন্ত প্রহার করি, সেই প্রহারে সে আজ মৃত্যুশয্যায়! আমার কি হবে? আমার কি হবে?

নব। রমেন্দ্র! রমেন্দ্র! সে স্ত্রীলোকের কি ধর্ম্মনষ্ট করেছ?

রমেন্দ্র। প্রতিভা নিজ প্রাণ দিয়ে তার ধর্ম্ম রক্ষা করেছে।

নব। ভগবন্! তুমিই সত্য! নীরদা এখন কোথা?

রমেন্দ্র। আমি বাড়ী পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলুম, তিনি গেলেন না। তিনি বল্লেন, যে প্রাণ দিয়ে আমার মান রেখেছে, তাকে এ অবস্থায় ফেলে গেলে মহাপাতক হবে। তিনি আমার স্ত্রীর সেবা করচেন।

নব। তোমার স্ত্রীর চিকিৎসার কি করচো?

রমেন্দ্র। আমি কলিকাতা থেকে ইংরেজ ডাক্তার এনেছিলুম, কিন্তু সে কোন রকম ঔষধ খেলে না। তার প্রাণে

ধিক্কার জন্মেছে, সে মরবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে কেনই বা না হবে? আমার প্রতিদিনের ব্যবহার তাকে মৃত্যুপথে অগ্রসর করিয়েছে। আমার প্রাণে বড় দুঃখ রইলো, যে সে বেঁচে থাকতে থাকতে আমি তাকে চিনতে পারলুম না, একদিনের তরেও তাকে একটু যত্ন করলুম না।

নব। তোমার মত স্বামীকে যে রমণী ভক্তি করতে পারে, যে নিজ প্রাণদানে অপর স্ত্রীলোকের ধর্ম্মরক্ষা করতে পারে, সে মানবী নয়, নিশ্চয় জেনো সে দেবী। পাপপূর্ণ ধরামাঝে সে অধিক দিন থাকবে কেন?

রমেন্দ্র। নবখুড়ো! বলতে পার আমার প্রায়শ্চিত্ত কি? আমি স্ত্রীহত্যা, পত্নীহত্যা করেছি! আমার কি হবে?

নব। হওয়া হয়ি পরের কথা। তা তুমি এখন বৈঠকখানায় বসে কি করচো? যে কদিন আছে, তার কাছে থাকনা কেন, তবু মৃত্যুকালেও সে মনে শান্তি পাবে।

রমেন্দ্র। আমি কি করে যাব? কোন্ মুখে তার সঙ্গে কথা কইব? কি করে এ পাপমুখ দেখাব? আমার ত প্রাণে বড় ইচ্ছা হচ্চে, যে ছুটে গিয়ে তার পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করি, কিন্তু লজ্জায় তা পারলুম কই?

নব। তুমি কি একবারও তার কাছে যাও নি?

রমেন্দ্র। না, আমার শত ইচ্ছা সত্বেও যেতে পারিনি।

নব। তুমি পাষণ্ড! মূর্খ! দুএক দিনের মধ্যেই যে সে দেবী প্রতিমাকে আর দেখতে পাবে না? তোমার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ও কাতরক্রন্দন যে মুহূর্ত্তের তরেও তার

আর জীবনদান করতে পারবে না, এটা কি বুঝতে পারচো না? এ সময়েও মানুষ লজ্জা করে? নির্ব্বোধ! সে দেবীর মনে তোমার প্রতি ক্রোধ নেই, বরং অন্তিম শয্যাতেও যে তুমি তার কাছে একবারও গেলে না, এতে মৃত্যুতেও তার স্বস্তি নেই। যাও, শীঘ্র যাও, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। মা! আমি আর কি বলবো, তোমার আত্মার যেন অক্ষয় স্বর্গ হয়!

(যশোদার প্রবেশ।)

রমেন্দ্র। যশোদা! কাঁদচো কেন? তবে কি—

যশোদা। বাবু! বৌমা বললেন, যদি দয়া করে মৃত্যুশয্যায় তাঁকে একবার দেখা দেন—

রমেন্দ্র। যাব, যাব, তার পায়ে ধরে আমি ক্ষমা চাইবো। প্রতিভা! প্রতিভা!!

[বেগে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

হ্যারিসন্ রোড।

গগন ও বামা।

বামা। আচ্ছা, এ ব্যবসা ত মন্দ নয়, নিঃঝঞ্ঝাটে চার পাঁচশো টাকা মেরে দেওয়া গেল।

গগন। তা ত বটে, কিন্তু এখন ভাবচি, দেশে মুখ দেখাব কেমন করে? একদিন না একদিন প্রকাশ হবেই হবে।

বামা। নাই বা মুখ দেখালি। চ' তোকে একটা মুখোস

কিনে দিই, সেইটে পরে বেড়াবি। আ মুখপোড়া! এত যদি ভয়, তবে এ কাজে হাত দিলি কেন? ঘরে পরিবারের আঁচল ধরে থাকলেই ত হতো।

গগন। পরিবার যে কেমন তা ত বহুকাল দেখিনি।

বামা। কে দেখতে বারণ করেছিল? আ নেমকহারাম! টাকা হাতে পেয়ে পরিবারের শোক যে একেবারে উথলে উঠলো দেখচি। দেখি দেখি, কাঁদচিস না কি?

গগন। দেখ বামা! চুরি জুচ্চুরি করে যেখান থেকে যা আনচি, সর্ব্বস্বই ত তোর পায়ে ঢালছি, তবু তোর মন পেলুম না, এই দুঃখ।

বামা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বোঝা গেছে, টাকাগুলো ত পেট কাপড়ে বেঁধে রাখলি, আমায় দিতে ত বিশ্বাস হলো না!

গগন। একে কলিকাতা সহর, তায় বড়বাজার, আমার কাছেই ফলওয়ালা বেটাদের দোকান। শুনেছি, ও বেটারা ভয়ানক গুণ্ডা, প্রায়ই লোককে ঠকায়, এমন কি, পাড়াগেঁয়ে লোকদের কাছে থেকে কেড়ে নিবকেও নেয়। সেই জন্যে তোর কাছে টাকা দিইনি, তা তোর যদি এত অবিশ্বাস, তবে নে, তোর কাছেই থাক।

(বামাকে টাকা প্রদান ও দূর হইতে জনৈক জুয়াচোর কর্ত্তৃক দৃষ্ট হওন)

বামা। বামার কাছ থেকে ঠকিয়ে নেয়, এমন বেটাবেটি ত দেখি না।

গগন। ভাগ্যি তুই ডিপোর সাহেবের কাছে যেতে ফালি, নইলে বাবুরা আধাকড়ি দিয়ে ভাগিয়ে দিত।

বামা। ওরে, রাস্তাতে ও সব কথা কসনি, কেউ কোথা থেকে শুনবে। এখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে হাবড়ার ইষ্টিসনে পৌঁছুতে পারলে বুঝি।

(জুয়াচোরের প্রবেশ।)

জুয়া। আপনারা কুলি চালানির কাজ করেন ?

গগন। কে বললে ?

বামা। হেঁগা, কুলি চালানির কাজ কি গা ?

জুয়া। না, আপনারা যখন ভয় পাচ্ছেন, তখন আর আপনাদের দ্বারা হবে না।

গগন। ওহে যাও কেন, শোন না, তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করচো কেন ?

জুয়া। মশাই ! আপনার ভয় আছে, আমার কি আর নেই ? আমি মনের কথা বলি, আর আপনি আমায় জেলে দিন।

গগন। তোমার কোন ভয় নেই, বলই না।

জুয়া। তা হলে একটু আড়ালে আসুন।

[উভয়ের অন্তরালে গমন।

বামা। এ মিনসে আবার কোথা থেকে জুটলো ? গগনাকে বললুম চুপি চুপি কথা কইতে, পাড়াগেঁয়ে ভূত কি না, হাউ হাউ করেই মরে। কাকেও বিশ্বাস নেই, আজব সহর কলকেতা, কে কি ঢঙ্গে ফিরচে বোঝা ভার।

(গগনের প্রবেশ।)

গগন। লোকটা বলচে মন্দ নয়, যদি লেগে যায়, বড়লোক হয়ে যাব।

বামা। এই রে, মিনসে মরেছে !

গগন। না রে মাগী না। লোকটা অজ পাড়াগেঁয়ে, ওর হাতে জন চল্লিশ কুলি আছে। ও কুলিডিপোতে গিছলো, আমাদের দেখেও এসেছে, সেখানে সাহেব দেখে এগুতে পারেনি। লোক পেছু দশটা করে টাকা পেলে, ও চলে যায়। দেখ্ বুঝে, ৪০০৲ টাকা, আর না হয় ঘুসে ফুসে ১০০৲ টাকা, খরচ এই মোট ৫০০৲ টাকা। কিন্তু ৪০ জন কুলিতে যে রকম করেই হোক, চার পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যাবেই যাবে। তা হলে, আপাততঃ কাশীতে মাশীতে গিয়ে দিনকতক থাকা যায়। তার পর গোলমাল চুকলে আসা যাবে।

বামা। হুঁ, আচ্ছা মিনসেকে ডাক।

গগন। ওহে, এদিকে এস।

(জুয়াচোরের প্রবেশ।)

বামা। তুমি বলচো কি ?

জুয়া। আজ্ঞে, মাঠাকরুণ কি বাবুর মুখে শোনেন নি ? ওকথা পথে ঘাটে একশবার বলতে ভরসা হয় না।

বামা। এত যদি ভয়, তবে কি সাহসে চল্লিশ জন লোক যোগাড় করে কলকেতায় এসেচ ?

জুয়া। ওদের রথে জগন্নাথ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলুম, কলকেতায় একজন চেনা লোকের বাসাতে এনে রেখেছি। একজন আমায় বুদ্ধি দিলে যে, ওদের কুলি বলে চা বাগানে চালান দে, আর দেশে গিয়ে বলিস, যে সব ওলাউঠায় মরে গেছে।

বামা। তুমি কুলিডিপো চিনলে কেমন করে ?

জুয়া। সেই লোকটাই সিকি লাভের আশায় আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু গোরার কাছে এগুতে আমার সাহস হলো না। তাই আপনাদের পেছু পেছু পালিয়ে এসেছি।

বামা। দেখ কলকেতা সহর, কত লোক কত মতলবে ঘুরচে তার ত ঠিকানা নাই। কেউ গাঁট কাটচে, কেউ সোনা বলে ঠকিয়ে পেতল দিচ্ছে, কেউ বোম্বাই বলে টকো আঁব বিক্রি করচে। কার মনে কি আছে, কি করে বুঝবো বল ? তা তুমি আমায় তোমাদের বাসায় নিয়ে চল, তাদের দেখি, তার পর ঠাকুরবাড়ী দেখাবার নাম করে জপিয়ে বার করি, তবে তোমার হাতে টাকা দেব।

জুয়া। আমাকে শুদ্ধ চালান দেবেন না ত ?

বামা। না না—সে ভয় নেই। তোমাদের বাসা কতদূর ?

জুয়া। বরাবর আপনাদের সঙ্গে আসচি, বাসার কাছে এসে তবে পেটের কথা ভেঙ্গেছি। কি জানি, যদি চৌকিদার ডাকেন, ত এক দৌড়ে বাসাতে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারবো। এই বাড়ীটার পাশেই আমাদের বাসা। কিন্তু বাবুকে একটু বাইরে দাঁড়াতে হবে। কি জানেন, পরের বাড়ী, পাঁচজনের মেয়েছেলে আছে। হঠাৎ পুরুষ মানুষকে নিয়ে গেলে তারা মনে করবে কি ?

বামা। তা ত বটেই। দেখ, তুমি আমাকে তোমার গুরু-ঠাকরুণ বলে পরিচয় দিও, তাহলে খুব বিশ্বাস করবে।

জুয়া। যে আজ্ঞে, আসুন।

[জুয়াচোর ও বামার প্রস্থান।

গগন। আমাকে বাইরে রেখে গেল কেন? লোকটার কোন বদ মতলব নেই ত? না, নিজের মন পাপী কি না, তাই সকলেরই উপর সন্দেহ হয়। মাগীর কাছে টাকাগুলো না দিলেই হতো। দেখ একবার, আমিই বামাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে লোকটার উপর বিশ্বাস করিয়ে-দিলুম, আবার আমিই তাকে অবিশ্বাস করচি!

(বামার প্রবেশ।)

এ কি বামা! হাঁপাচ্চিস কেন? কাঁদচিস কেন?

বামা। ওরে পোড়ার মুখো! তোর শ্রাদ্ধে কিছু করতে পারলুম না বলে, কেঁদে শুদ্ধ হচ্চি।

গগন। কি—কি? হয়েছে কি?

বামা। তোর পিণ্ডিরে মুখপোড়া! আমি যেন মেয়েমানুষ, তোরও কি ছাই বুদ্ধি হলো না?

গগন। সর্ব্বস্ব গেছে বুঝি? বড় যে আম্বা করে কাছে থেকে নিলি? বেশ হয়েছে। তা তোর কি বাক্‌রোধ হয়েছিল? আমাকে চেঁচিয়ে ডাকতে পারলি না?

বামা। এত বড় ছোরা যে রে চোখখেগো! কথা কইলেই কেটে ফেলতো। কি সব চেহারা রে, যেন যমদূত!

গগন। হায় হায় কি হলো! সব টাকাগুলো গেল!

বামা। ওরে আর চেঁচিয়ে মর্দ্দানি করে কাজ নেই। বলেছে, যে বাহিরে গোল করলে, ধরে নিয়ে গিয়ে কুচিকুচি করে, ঘরের মাঝখানে পাতকোর ভেতর ফেলে দেবে।

গগন। এ কি মগের মুল্লুক না কি! পাহারাওয়ালা! পাহারা-ওয়ালা! চেঁচা না মাগি, চেঁচা না। পাহারাওয়ালা! খুন করলে, খুন করলে!

(জনৈক কনষ্টেবল ও কয়েকজন গুণ্ডার প্রবেশ।)

কন। আরে হাল্লা হোতা কাহে?

১ম গু। এইও, চিল্লাও মৎ।

২য় গু। ফিন চিল্লাওগে, তব জমাদার সাব ডাণ্ডা দেকে সিধা করকে দেগা।

গগন। কি, আমাদের চুরি গিয়া হ্যায়, আবার আমাদেরি মারতে আসতা হ্যায়। তোম লোককে দেখে লেগা হ্যায়।

১ম গু। চুপ রও শালা।

কন। শালা বদমাসি করনে আয়া। চলো থানামে, দোনো আদমিকো ফাটক দেওঙ্গে।

[উভয়কে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

কক্ষ।

প্রতিভা ও নীরদা।

নীরদা। অমন করচো কেন? তোমার কি বড় কষ্ট হচ্চে?

প্রতিভা। কষ্ট! কষ্টের দিন ত ফুরিয়ে এলো। আমার সঙ্গে দিনরাত জেগে জেগে, তোমার শরীর যে যেতে বসেছে।

নীরদা। তুমি ও কথা মনেও করো না। তুমি আমার ধর্ম্মরক্ষা

করেছ, তোমায় বাঁচাতে পারলুম না, এই আমার বড় দুঃখ। কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার আত্মা যেন চিরসুখী হয়।

প্রতিভা। তুমি আমার যে রকম সেবা করচো, লোকের মাবোনেও তেমন করতে পারে না, তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পারলুম না।

নীরদা। তুমি ভাই ওকথা বললে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। আমিই তোমার কাছে চিরজীবনের জন্য ঋণী রইলুম।

প্রতিভা। মরণকালে বড় দুঃখ রইলো, যে একবার তাঁকে শেষ দেখতে পেলুম না।

নীরদা। আমি যশোদাকে দিয়ে তাঁকে ডাকতে পাঠিয়েছি।

প্রতিভা। তিনি আসবেন না।

নীরদা। না ভাই। যশোদার মুখে যেরূপ শুনলুম, তাতে আমার বেশ বোধ হয়, তাঁর পরিবর্ত্তন হয়েছে, তাঁর মনে অনুতাপের উদয় হয়েছে।

(যশোদার প্রবেশ।)

শ্যামা। মাসীমা! বাবু আসচেন।

প্রতিভা। বোন! তবে আর আমার মরণে কোন খেদ নেই।

(রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

তুমি এসেছ? এস, কাছে এস! মরণকালে একবার প্রাণভরে দেখি। বেঁচে থাকতে থাকতে আমার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য হয়নি। আরও কাছে এস।

রমেন্দ্র। প্রতিভা!

প্রতিভা। ডাক, আর একবার অমনি করে ডাক। এমন আদর

করে আমাকে ত কথন ডাকনি। ভগবন্! ভগবন্! আমার যে বাঁচতে সাধ হচ্চে।

রমেন্দ্র। প্রতিভা! এ পাষণ্ডকে কি ক্ষমা করবে?

প্রতিভা। তোমার অপরাধ কি? আমার অদৃষ্টে যা ছিল, তা হয়েছে। এখন আমার মৃত্যুতে যদি তোমার চরিত্র সংশোধিত হয়, যদি তুমি সুখী হতে পার—

রমেন্দ্র। প্রতিভা! প্রতিভা! আজ থেকে আমার চিরজীবনের সুখ ফুরিয়ে গেল! কি অজ্ঞানতিমিরে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়েছিল, কি দুর্ভেদ্য কুয়াশায় আমার নয়ন অন্ধ হয়েছিল, যে তোমার মত দেবীপ্রতিমাকে চিনতে পারিনি, তোমার মত গুণবতী পত্নীকে একদিনের জন্যও আদর করিনি? নারায়ণ! আমার প্রতিভাকে আর দিন কতকের জন্য ফিরিয়ে দাও, আমি দেখাব আমি কত ভালবাসতে জানি, কত যত্ন করতে জানি। আপাতঃমধুর বোধে বিষ পান করেছি। প্রতিভাকে বুকে করে তাপিত প্রাণ শীতল করি।

প্রতিভা। আমার মরণে যে তোমার মতিগতি ফিরলো, মৃত্যুকালে যে তোমাকে আমার বলতে পেলুম, এতে আমার সকল দুঃখের অবসান হলো, আমি সুখে মরতে পারবো।

রমেন্দ্র। প্রতিভা! আমার প্রতিভা! তোমার মত সাধ্বী স্ত্রীকে আমি নিজ করে জন্মের মত পৃথিবী হতে বিদায় দিলুম! আমার মত পাষণ্ডের তুষানল ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। নিজেই আমি নিজের প্রাণ মরুভূমি করেছি; মরুভূমে সোণার কমলের স্থান হবে কেন?

আমি স্ত্রীহত্যা, পত্নীহত্যা করলুম! আমার কি হবে? নরক! নরক! আমার জীবনে মরণে অনন্ত নরক! দেবি! দেবি! বল আমায় ক্ষমা করলে?

প্রতিভা। তুমি অমন করচো কেন? আমার অদৃষ্টে যা ছিল কার সাধ্য তা খণ্ডন করবে? তোমার কোন দোষ নেই। তুমি আবার বিবাহ করো, একটী অনুরোধ, তাকে সুখী করো।

রমেন্দ্র। ও কথা বলোনা। যে ক'টা দিন বাঁচবো, সে ক'দিন তোমার বিষাদময়ী স্মৃতি হৃদয়ে পূজা করবো। আমার চোখ ফুটেছে, আর আমি মাতাল নই, আর আমি লম্পট নই।

প্রতিভা। মৃত্যুকালে আমার একটী অনুরোধ রাখবে?

রমেন্দ্র। বল, বল, যত কঠিন হোক তা আমি করবো, যদি আমার প্রাণ যায়, তবু তোমার কথা রাখবো।

প্রতিভা। বামুন দিদির উপর তুমি অত্যাচারে উদ্যত হয়েছিলে, ক্ষমা প্রার্থনা কর।

রমেন্দ্র। আমায় ক্ষমা করুন, আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ বিস্মৃত হউন।

প্রতিভা। শুধু তাই নয়। ওঁকে তুমি বলপূর্ব্বক ধরে এনে এতদিন বদ্ধ করে রেখেছিলে, কে বিশ্বাস করবে, যে তুমি ওঁর সর্ব্বনাশ করনি? সমাজ ওঁকে স্থান দেবে কেন? বল, তুমি সকলের সমক্ষে মাতৃসম্বোধন করে ওঁর মিথ্যা কলঙ্ক দূর করবে?

রমেন্দ্র। করবো।

প্রতিভা। দিদি! দিদি! আমার শেষ অনুরোধ, ওঁকে ক্ষমা কর।

নীরদা। আমার জীবনদানেও যদি তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারি, আমি তাতেও প্রস্তুত। আমি ওঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করলুম।

প্রতিভা। হৃদয়ে পরম শান্তি পেলুম। একটু—জল। (জল-পানান্তে) ইষ্টদেব! গুরু! আমার সর্ব্বস্ব! আমার ইহকাল পরকাল! একবার আমার কাছে বোস, আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও।

রমেন্দ্র। প্রতিভা! আমার প্রতিভা!

প্রতিভা। চুপ কর, তুমি কাতর হয়ো না। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্ম জন্মান্তরে তোমাকেই পতি পাই।

রমেন্দ্র। ভগবন্! আমার পাপের এর চেয়ে আর কি সাজা হবে?

প্রতিভা। দিদি—ক্ষমা কর। প্রিয়তম—তোমায়—আর—এক—বার—দেখি—শেষ—দেখা। আ-মি-চ-ল-লু-ম। (মৃত্যু)

রমেন্দ্র। মা! মা! আমার কি হলো মা!

(নীরদার পদতলে পতন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুলতানপুর চা-বাগান।

হারাধন ও অন্যান্য কুলিগণ।

১ম-কু। আমার ভাই আর সাতদিন আছে। এই ক'টা দিন যদি বাঁচি, তবে বোধ হয় এই নরকযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাব।

২য়-কু। সে আশায় ছাই দাও। এ গোলোকধাঁধা জিনেস, একবার ঢুকলে বার হওয়া কিছু শক্ত।

১ম-কু। কেন? আমার এগ্রিমেণ্ট ত শেষ হয়ে এসেছে।

২য়-কু। শেষ হয়ে থাকে, আবার দিতে হবে?

১ম-কু। আমার প্রাণ গেলেও আর দেব না।

২য়-কু। পেয়াদায় দেয়াবে বাবা, পেয়াদায় দেয়াবে।

৩য়-কু। আচ্ছা বন্ধু! তুমি আবার এগ্রিমেণ্ট দিলে কেন?

২য়-কু। আমার পেরো, না দিয়ে আর কি করবো বল? তোমরা কি ঠাউরে বসে আছ যে, আমি সক করে এগ্রিমেণ্ট দিলুম।

৩য়-কু। কেন দিলে বল না?

২য়-কু। তবে কি আর সাধে বলছিলুম, যে চা বাগানগুলো গোলকধাঁধা। আমার মেয়াদের দিন ফুরিয়ে গেল,

ছোট সাহেবের কাছে সেলাম করে দাঁড়িয়ে বিদেয় চাইলুম, সাহেব একটু মুচকে হাসলেন।

১ম-কু। সাহেব হাসলে!

২য়-কু। সত্যিই সাহেব হাসলেন। হাসি দেখে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। সাহেব বললেন, বেশ, কাল তুমি বাড়ী যাও, কিন্তু তোমাকে দেনা দিয়ে যেতে হবে।

৪র্থ কু। তোর মত আহাম্মুক ত কোথাও দেখলুম না. তুই দেনা করলি কেন?

২য়-কু। একেবারে অতটা গরম হয়ো না, আগে সব শোন। সাহেবের কথা শুনে আমি ত অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। সাহেব বললেন, যে আমার নামে ৫৪৶৹ আনা দেনা আছে, সেই দেনা শোধ ক'রে তবে যেতে হবে।

২য়-কু-নী। আচ্ছা, তুই কি রোজ মদ খেতিস?

২য়-কু। আহা! স্থির হয়ে শোনই না। দেনার কথা শুনে আমি ত হতভম্ব হয়ে গেলুম, কিন্তু সাহেবকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হলো না। বড় সর্দ্দার হাজির ছিল, সাহেবের ইঙ্গিতে সে আমাকে সমস্ত বুঝিয়ে দিলে।

৩য়-কু। কি বোঝালে?

২য়-কু। আমাদের মাইনে পাঁচ টাকা, অর্থাৎ দিন দশ পয়সা হিসাবে, কিন্তু আমরা পুরো খাটলে তবে দশ পয়সা পাব।

১ম-কু-নী। পুরো খাটুনি কি?

২য়-কু। তাই ত বলছি। তোমাদের ঐ যে ছোটখাট টুকরিটা, ঐটা ভরে চা পাতা তুলতে হবে, আর পুরুষদের প্রত্যহ ষোল নল জমি কোপাতে হবে। চার হাতে এক নল,

এমন ষোল নল এই শক্ত মাটী কোপাবে, তবে দশটী পয়সা পাবে।

১ম-কু। ও বাবা!

২য়-কু। পুরো রোজ কিংবা দেড় রোজ খাটুনি, দুচারটে ২৬া ধাঙ্গড় বা মুণ্ডা ছাড়া, প্রায় কারুই অদৃষ্টে হয় না। আমি কায়েতের ছেলে, সামান্য একটু লেখাপড়া শিখেছিলুম—

৩য়-কু। তবে তুমি কেন এখানে এলে?

২য়-কু। পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করেছিলুম, তার ফল ভুগছি। ছেলেবেলায় লেখাপড়া না শিখে বিগড়ে গেলুম, বাড়ীতে রোজই সকলে যাচ্ছেতাই বলতো। একদিন রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম, ভাবলুম যদি চাকরি করে পয়সা রোজগার করতে পারি, তবে বাড়ী ফিরবো। পথের মাঝে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি আমাকে দয়া করে চাকরি করে দিতে স্বীকার করে, এইখানে পাঠিয়ে দিলেন।

১ম-কু। তবে সে বেটা আড়কাটী?

২য়-কু। তার আর সন্দেহ আছে? বেটারা এই রমক ভদ্রলোক সেজে, আমার মত কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করেচে তা ভগবানই জানেন। হে ঈশ্বর! যাদের হতে আমাদের চোখে রাত্রি দিন জল পড়ছে, তাদের সর্ব্বনাশ কি হবে না? যে বিশ্বাসঘাতকেরা মানুষকে ভুলিয়ে এনে, পশুর মত তাদের বেচে বড়মানুষ হচ্চে, তাদের কি আমাদের মত কাঁদতে হবে না?

৪র্থ-কু। তোর দেনার কথা বল শুনি।

২য়-কু। আগেই বলেছি, আমি ভদ্রলোকের ছেলে, আমার কোন পুরুষে কোদাল ধরেনি। প্রথম প্রথম ৩।৪ নল জমির বেশী কোপাতে পারতুম না, আজকাল তবু ১০।১২ নল কোপাই। কাজেই প্রথম প্রথম আমার রোজকার দিন ৩।৪ পয়সা ছিল, আজকাল ৭।৮ পয়সা হয়েছে।

১ম-কু। তাতে দেনা হলো কেন?

২য়-কু। আমাদের প্রত্যহ যে খোরাকী চাল দেওয়া হয়, তার দামই ৫।৬ পয়সা। আর সত্যি সত্যি শুধু চাল মানুষ খেতে পারে না। তেলটা, কি নুনটা, কি একটা কিছু আনাজ দরকার হয়ই হয়। কাজেই একটা মানুষের খেতে ৭।৮ পয়সা পড়ে যায়। রোজকার যদি ২।৩ পয়সা হয়, তাহলে আমার খাইখরচে দেনা হবে না ত কি?

১ম-কু। সর্ব্বনাশ! দেনার কথা শুনে তুমি কি বললে?

২য়-কু। বলবো আর কি ছাই ভস্ম। নিরুপায় হয়ে আমাকে আর এক বৎসরের এগ্রিমেন্ট দিতে হলো।

১ম-কু। তবে কি মৃত্যু না হলে আমরা ছাড়ান পাব না?

২য়-কু। গতিক তাই বটে, তবে যদি পুরো খাটতে পার, তাহলে যাবার সময় দু-দশ টাকা নিয়েও যেতে পার।

৪র্থ কু। আচ্ছা, এখান থেকে পালালে হয় না?

২য়-কু। চুপ কর, অমন কথা মুখে এনো না। বাতাসেরও কান আছে। যদি এ কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়, তাহলে আর পিটের চামড়া থাকবে না।

৩য়-কু। পালিয়েই বা যাবে কোথা? পাহাড়ী বা কুকুরের হাত

এড়িয়ে যদি বেরুতেই পার, তাহলে পথ ঘাট জান না, এই বুনো দেশে বাঘ ভালুকের হাতেই প্রাণ যাবে, কিম্বা পুলিশে ধরে জেল খাটিয়ে, ফের এইখানে পৌঁছে দেবে।

২য়-কু-নী। আচ্ছা, আর এক কাজ করলে হয় না? চল না কেন আমরা সকলে মিলে ম্যাজিষ্টর বাহাদুরের কাছে নালিশ করিগে।

২য়-কু। কি বলে নালিশ করবে?

১ম-কু। কেন আমাদের ভুলিয়ে ধরে এনে, জোর করে এখানে রেখে দিয়েছে।

২য়-কু। তোমরা ত স্বইচ্ছায় এগ্রিমেন্ট দিয়ে এখানে এসেছ।

৩য়-কু। সে ত আমাদের ভুলিয়ে এগ্রিমেন্ট নিয়েছে।

২য়-কু। ভুলিয়ে নিক আর যাই করুক, কোম্পানির লোক ত তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছে যে, তোমরা ইচ্ছে করে এখানে খাটতে আসছো কি না?

২য়-কু-নী। কই, আমাকে ত কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। শুনলুম, আমার বদলে আর একজনকে সাজিয়ে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল।

২য়-কু। ও কথা বলতে গেলে উল্টে তোমার সাজা হয়ে যাবে। তুমি যা বলছো, তা ত আর প্রমাণ করতে পারবে না।

৪র্থ-কু। আচ্ছা, আমরা যদি বলি, যে আমাদের মিছামিছি এই রকম করে মারে।

২য়-কু। কুলির কথায় বিশ্বাস কি? তোমরা কি মনে কর, যে আমাদের কথায় সাহেবের সাজা হবে, আর আমাদের

মার খাওয়া বন্ধ হবে? শুধু ম্যাজিষ্ট্রেট কেন, সকল লোকের মনেই বিশ্বাস আছে, যে একটু আধটু শাসন না হ'লে, এই ৫০০।৭০০ কুলিকে খাটান চলে না।

৩য়-কু। এ কি একটু আধটু শাসন? এ কি শুধু মার?

২য়-কু। সে ত আমরা বুঝলুম, আর কে বুঝবে? দেখ, সাহেবেরা আমাদের মানুষ বলেই মনে করে না। আমাদের যে অন্তঃকরণ আছে, আমাদের যে সুখ দুঃখ ভোগের ক্ষমতা আছে, এ কথা তারা একেবারেই ভুলে যায়। পশু অপেক্ষাও আমাদের হীণ প্রাণী মনে করে। আচ্ছা, তোমরাই বল দেখি, যে ছোট সাহেব প্রায়ই আমাদের মেরে মেরে আধমারা করে, সেই তার কুকুরটাকে কত যত্ন করে, ঘোড়াটাকে কত আদর করে, ভুলেও ত কখন এক ঘা চাবুক মারে না!

১ম-কু। আচ্ছা, বড় সাহেব এমন শিবতুল্য মানুষ, ছোট সাহেবটা এমন কেন?

২য়-কু-নী। চল না, বড় সাহেবের কাছে গিয়ে সকলে কেঁদে পড়ি।

২য়-কু। যার পিটের ছপুরু চামড়া, সেই এ কার্য্যে অগ্রসর হবে। বড় সাহেব আর কি করবেন? ছোট সাহেবকে বকবেন, আর ছোট সাহেবর মারের বহর দুনো হ'য়ে দাঁড়াবে।

৩য়-কু। তবে আমরা কি করবো? কার কাছে দুঃখ জানাবো? কার কাছে নালিশ করবো?

২য়-কু। শুধু চোখের জল কেন, আর ভগবানের কাছে নালিশ

কর। একদিন না একদিন, আমাদের চখের জলের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়বেই পড়বে।

১ম-কু। দেখ, রবিবার তেল কিনতে হাটে গিছলুম, সেখানে শুনলুম, যে এবার আসামে যে লাট এসেছে, সে নাকি আমাদের হয়ে খুব লড়চে।

২য়-কু। ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। আমাদের মত কৃতদাসদের জন্ত যাঁর প্রাণে একটুও দয়া হবে, ঈশ্বর তাঁর ভাল করবেনই করবেন। কিন্তু তিনি যে লড়ে বড় একটা কিছু সুবিধে করতে পারবেন, তা বোধ হয় না। শেষ না তাঁকেই বিদেয় দিতে হয়।

৩য়-কু। কেন?

২য়-কু। সে কথায় তোমার আমার মত লোকের দরকার নেই।

১ম-কু-নী। আচ্ছা, ঐ যে একটী নূতন কুলিনী ছেলে সঙ্গে করে এসেছে, তাকে কি বোধ হয়?

২য়-কু। ও যে ভদ্রলোকের মেয়ে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৩য়-কু-নী। আহা! এসে অবধি রাত্রিদিন কাঁদচে। ছেলেটী যেন ননীর পুতুল। পোড়ারমুখো আড়াকাটী কোন প্রাণে ওদের এখানে পাঠালে?

২য়-কু। কিন্তু ওর সমূহ বিপদ। সর্দ্দার থেকে কেরাণীবাবু ডাক্তার বাবু পর্য্যন্ত, সকলেরই নজর ওর দিকে। তার উপর ছোট সাহেব পরশুদিন দেখে গেছে।

২য়-কু-নী। তাহলেই চূড়ান্ত হয়েছে। এখানে কাঁচা বয়েস নিয়ে কোন মেয়েমানুষ যে ধর্ম্ম রেখে যাবেন, সে যোটী নেই।

হারু। ওহোঃ বাবা রে!

১ম-কু। ও বাবা! এ আবার কেরে?

২য়-কু। একজন নূতন কুলী [illegible] হে, বাম্‌ তোমার কে হয়?

হারু। সে কথা আর—[illegible] কি—তুলোনা বাবা. এখনি আমি—ওর [illegible]—তীরমী যাব?

১ম-কু। তীরমী [illegible] কেন? সে তোমার কে হয়, বলতে কিছু দোষ আছে কি?

হারু। দোষ আর কি? সে আমার—ওর নাম কি—সে আমার—ওর নাম কি—ওহোঃ! তোর মনে এই ছিল বামা? তুই আমাকে—ওর নাম কি—এখানে না পাঠিয়ে শুনে একশবার—ওর নাম কি—তাই বললি-না কেন?

১ম-কু। তাই কি হে?

হারু। হেঁ, আমাকে নিতান্ত—ওর নাম কি—বোকা পেয়েছ কি না? আমি তোমাদের—ওর নাম কি—বলে দিই, আর তোমরা আমাকে—ওর নাম কি—তাই বলতে থাক।

(ভুলুর প্রবেশ।)

ভুলু। আরে এই শালারা, তোরা সব ছুটি পেয়েছিস না কি, যে খালি গল্প করচিস? কাম কম হলে পিট থেকে চামড়াখানি ছাড়িয়ে লেব। (হারুর প্রতি) তুই শালা হাঁ করে কি দেখছিস? কাম কর। (বেত্রাঘাত)

হারু। ওহোঃ বামারে!

ভুলু। হাঃ হাঃ হাঃ! এখানে বাবাও নেই. আর মাও নেই, আছে ভুলু সর্দ্দার।

(সরযু ও জীবনের প্রবেশ।)

তুই মৌরি ছেলে[illegible] নিয়ে বেড়াতে গি'ছলি না কি ? দেখছিস, বেত [illegible]

জীবন। [illegible] সরে এস, তোমাকে মারবে।

সরযু। আমি কায করছিলুম, বড় সর্দ্দার আমাকে ছেলে আনতে বললে।

ভুলু। কেন, তোর ছেলে কোথা গি'ছলো ? মরেছিল না কি ?

সরযু। বালাই ! বালাই ! হা ঈশ্বর !

ভুলু। চুপ করে আছিস যে ?

সরযু। আমার ছেলের জ্বর হয়েছে, তাই শুয়েছিল। বড় সর্দ্দার বললে যে, ছেলেকে নিয়ে আয়, নইলে ওকে বেত মেরে তুলে আনবো। তাই আমি ছেলেকে আনতে গি'ছলুম।

ভুলু। বোখার হ'ক, চাই মরি যাক, কাম করতে হবে। পর মরি গেলে, ঐ ভাগাড়ে রেখে আসবো।

৪র্থ-কু। ওরে সাবধান, ছোট সাহেব আসছে।

ভুলু। এই,—ঠিক রহো ; কাম কিও।

জীবন। মা ! পালিয়ে এস, সাহেব আসছে। ওকে দেখলে বড় ভয় করে মা !

সরযু। চুপ কর বাবা, কায কর।

জীবন। পারি না যে মা !

সরযু। কি করবে বাবা ! কায করতে না দেখলেই চাবুক মারবে।

(বুল সাহেবের প্রবেশ।

বুল। এই শালা, নূটন কুলি সব কেমন কাম করচে?

ভুলু। এতনা আচ্ছা হোঁতা নেই সাব।

বুল। কাহে নেই আচ্ছি হোতা you bloody-শুয়ার কি বাচ্ছা? এক মাহিনাকা বাত্তি হোগিয়া, আচ্ছা হায় নেই। (চাবুক আঘাত) আচ্ছি হোয়েগা।

ভুলু। (সেলাম করিয়া) হাঁ সাব, হোগা।

বুল। You dam son of a bitch! টোম কেয়া ডেকটা? (একজন কুলিকে পদাঘাত) you woman! টোমড়া টুকড়ি ডেখাও। কাহে এট্টা কমটী কাম হুয়া? (২য় কুলিনীকে কশাঘাত)

২য়-কু। ও সাহেব! আর করবো না সাহেব! তোমার পায়ে পড়ি সাহেব!

বুল। I shall make you dance you vixen (পুনঃ পুনঃ কশাঘাত)

২য়-কু। বাবা রে, মা রে, গেলুম রে!

বুল। ডেক সড়ডার! মাগী কেমন গান করিটে করিটে নাচিটেছে! হাঃ হাঃ হাঃ! (সরযূর নিকট অগ্রসর হইয়া) টুমি কি কড়িটেছ গা Beauty? টুমি মইকে কাপড় ডাও কেন? Really thou art a jewell সড়ডার! ইস্কো আচা কাম ডেও, চৌঠা কাম ডেও। ইস্কো মার মট।

ভুলু। যো হুকুম সাব।

বুল। ইয়াড সাথ। টাহা না হইলে টোমকো পদচ্যুত করে ডেগা,

চাল খাওয়ায়েগা। (জীবনের প্রতি) Thou cur! you have'nt done anything. Take this for your impudence. (প্রহার)

সরযূ। সাহেব! তোমার পায়ে পড়ি, ওকে মের না। ওর জর হয়েছে; তুমি আমাকে মার।

বুল। ও টোমার লেড়কা। হাম জানটা নেহি। আচ্ছা, শালা লোক কাম কিও, হাম যাটা।

[প্রস্থান।

সরযূ। ওগো আমার কি সর্ব্বনাশ হলো!

১ম কু। ভয় নেই, মূর্চ্ছা গেছে, একটু জল আনতে পার?

ভুলু। এই ছুটীকা ঘণ্টী হুয়া, যা, সব খা লেও।

সরযূ। হা ভগবন্! তোমার মনে এই ছিল!

২য়-কু। নাও, কোলে করে তুলে নাও, নিয়ে ঘরে চল!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রিয়নাথের বাটী।

নীরদা, নবখুড়ো, রামরতন ও নরেন্দ্র।

নীরদা। হাঁ বাবা! কোন খবর পেলে?

নরেন্দ্র। না মা! কোন খবর পেলুম না। কত লোক পাঠিয়ে কত দিকে সন্ধান করচি, তিন চার জন detective

লাগিয়েছি, কলিকাতায় অলি গলি খুঁজিয়েছি, কিন্তু কোন সন্ধান পেলুম না।

নীরদা। কি হবে খুড়ো মশাই ?

নব। কি যে হবে মা! তার কিছুই ঠিক করে উঠতে পারচি না। প্রিয় এলে মুখ দেখাব কেমন করে তাই ভাবচি। সে যে তার প্রাণের জিনিসগুলিকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গি'ছলো।

নীরদা। তারা কি আর প্রাণে বেঁচে আছে ? দাদা এলে কি বলবো ? হে হরি! হে দয়াময়! দাদা বাড়ী আসবার আগেই যেন আমার মরণ হয়।

শশাঙ্ক। আমিই এ সমস্ত দুর্ঘটনার একমাত্র কারণ। আমার দুর্বৃত্তার সীমা নাই। এক একটা আচরণের কথা মনে হলে, আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়। প্রিয় যে দিন আমার কাছে সামান্য টাকা ধার চাইতে যায় আমি তাকে অপমান করি; মিথ্যা ডিক্রি করে ঘটী বাটী বেচে নিতে লোক পাঠাই; শেষকালে তার ভগিনীকে পর্য্যন্ত হরণ করে নিয়ে যাই!

নব। থাক বাবাজী! চাপা দাও, পুরোণো কাসুন্দি আর ঘাটবার দরকার নেই।

শশাঙ্ক। আমারই আদেশে নবখুড়োর পায়ে লাঠী পড়ে, গিন্নির অপঘাত মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী; সে পাপ আমারই মস্তকের উপর পতিত হয়েছে। আমি বাটীতে যদি স্থান না দিতুম, তাহলে ত বউমা কচিছেলের হাত ধরে বাড়ী থেকে বেরুতেন না।

নীরদা। ওসব কথার পুনরাবৃত্তি করে আর ফল কি? অনুতাপই কুকর্ম্মের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। যথেষ্ট অনুতাপ হয়েছে আর সে সব কথা তুলে কায নেই।

রমেন্দ্র। অনুতাপের কিছুই হয়নি, আমি যে সব গুরুতর পাপ করেছি, সামান্য অনুতাপে তার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আমি অনেক দিন লোকালয় ত্যাগ করে চলে যেতুম, শুধু গুরুতর কর্ত্তব্য আমাকে আটকে রেখেছে। প্রিয়নাথের স্ত্রীপুত্রের সন্ধান না করে আমি কোথাও যেতে পারবো না। মা! আজ সকাল সকাল দুটী প্রসাদ দিও, একবার আদালতে যাব।

নীরদা। আচ্ছা, তবে এখন আমি যাই, উদ্যোগ করিগে।

[প্রস্থান।

নব। একি বাবা! আবার আদালত কেন?

রমেন্দ্র। একখানা উইল তৈয়ার করিয়েছি, সেইখানা রেজেষ্টারী করিয়ে নেব।

নব। এর মধ্যে উইল কেন?

রমেন্দ্র। আমি শীঘ্রই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব।

নব। আচ্ছা, তোমার কি সব কাজেই বাড়াবাড়ি! যেদিকে ঝুঁকবে, সেদিকেই কি একটা বিদকুটে রকম কাণ্ড করে ছাড়বে! চালালে বথামি ত হরদমই চল্লো, এখন যদি ভালর দিকে ফিরলে ত, একেবারে আঠার আনা পরমহংস বনে গেলে! মনের জোর না থাকলে এই রকমই হয় বটে।

রমেন্দ্র। না খুড়ো! তুমি বোঝ না। আমাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত

করতে হবে। আমি বউমার কোন সন্ধান করতে পার-লেই বেরিয়ে যাব। তাই উইলখানা প্রস্তুত করালেম। আমার স্ত্রীর নামে একটী পুষ্করিণী আর নীরদার নামে একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে আমার যা কিছু বিষয় সম্পত্তি ও নগদ টাকাকড়ি থাকবে, সমস্ত জীবনের নামে উইল করে দিচ্ছি।

[হঠাৎ বেগে রামরতনের প্রস্থান।

নব। এঁকি! হঠাৎ রামরতন দৌড়ে বেরিয়ে গেল যে?

সমেন্দ্র। তাই ত, কিছু যে বুঝতে পারচি না। একি! একটা লোককে নির্দ্দয় করে মারচে যে!

নব। কি অন্যায়! লোকটাকে ধরে এইখানে নিয়ে আসচে যে!

রাম। (নেপথ্যে) আয় শালা! চলে আয়। আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন।

(লোকটাকে টানিতে টানিতে রামরতনের প্রবেশ।)

বল শালা! এখনও বল? আজ যমে ধরেছে, কিছুতেই ছাড়ান নেই। তোর বুকের ওপর বসে জিব টেনে বার করবো।

সমেন্দ্র। একি রামরতন! তুমি কি করচো?

রাম। বাবু! আপনি থামুন; আপনার সঙ্গে বেশী কথা কইতে ইচ্ছা করি না। আমরা ছোটলোক, লেখা পড়া জানি না, মনের ভাব চেপে রাখতে জানি না, এখনি কি বলতে কি বলে ফেলবো। দিদিমণি আপনাকে মাপ করেচেন, বাবুও আপনাকে মাপ করেছেন, কিন্তু রামরতন

গগন। আসামের চাবাগানে।

(রমেন্দ্রের গুলিনিক্ষেপ ও গগনের পতন)

নব। করলেন কি—করলেন কি?

রমেন্দ্র। বেশ হয়েছে।

(নীরদার প্রবেশ।)

নীরদা। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

গগন। (উঠিতে উঠিতে) আপনি ত বলা নেই, কওয়া নেই, ফস্ করে গুলিটা ছেড়ে দিলেন, যদি আমায় লাগতো?

রমেন্দ্র। তা হলে, পৃথিবীর একটা পাষণ্ড কম হতো।

গগন। আপনি যে একেবারে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে গেছেন।

রাম। চুপ রও শালা!

রমেন্দ্র। জীবন কোথা? চুপ করে রইলি যে?

গগন। হাঁা, আমি ফের উত্তর করি, আর আপনি গুলি ঝাড়ুন, প্রাণটা ত আর এত সস্তা নয়।

রমেন্দ্র। শীঘ্র বল, নইলে—

গগন। আচ্ছা, আপনারা ত কম মুখ্যু নন, যাকে পাঠিয়েছি, আর বেটাকে কি রেখে দিয়েছি।

রাম। আজ তোকে খুন করবো। (গলাটেপন)

নীর। ওরে রামরতন! ছাড় ছাড়, এখনি নরহত্যা হবে

রাম। কিসের নরহত্যা! যে লোক অমন দুধের বাছাকে আসামের চাবাগানে কুলি করে পাঠিয়ে দেয়, সে আবার মানুষ!

গগন। দেখুন, এ গোঁয়ার-গোবিন্দটাকে আমার কাছ থেকে সরে যেতে বলুন, নইলে আর আমি কিছু বলবো না।

নব। আসামের কোন বাগানে তাদের পাঠিয়েছ ?

গগন। তা বলতে পারি না।

নব। কাদের ডিপোতে দি'ছলে ?

গগন। দেখিয়ে দিতে পারি, নাম জানি না।

নব। বামা কোথা ?

গগন। সে পাগল হয়ে গেছে।

নব। কেন ?

গগন। আমরা কুলি বেচে যা টাকা পেয়েছিলুম, কলকেতায় তা সব জোচ্চোরে নিয়েচে। বামা টাকার শোকে পাগল হয়েছে। আমি এতদিন ভিক্ষে সিক্ষে করে দিনপাত করছিলুম, কিন্তু ক্রমে অচল হয়ে এলো। বামার ঘরের মেঝের ভিতর গোটাদশেক টাকা পোতা ছিল, তাই নিতে ছদ্মবেশে এখানে এসেছিলুম। আমার গেরো, রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে চলে গেলে আর কোন শালা টের পেতনা।

নরেন্দ্র। রামরতন! ওটাকে টেনে নিয়ে এস, আপাততঃ ও পুলিসে থাক, তার পর যা হয় করা যাবে। মা! তুমি বাড়ীর ভেতর যাও, আমরা পুলিস থেকে আসছি।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

সুলতানপুর চাবাগান।

দুইজন কুলি।

১ম-কু। আহা ভাই, বড় সাহেব কি চমৎকার লোক! সাহেবের শরীরে যে এত দয়ামায়া থাকে, তা কখন জানতুম না।

২য়-কু। যা বলেছ তা সত্যি। ছোট সাহেবটা যদি না থাকতো, তাহলে চাবাগানেও আমরা সুখী হতে পারতুম।

১ম-কু। সেদিন ছোট সাহেবটা একজন কুলিকে মারছিল, বড় সাহেব দেখতে পেয়ে ছোট সাহেবকে কত বকলেন। তিনি বলেন, যে কুলিদের না মেরে মিষ্টি কথা বললে বেশী কাঁয পাওয়া যায়।

২য় কু। সে কথা কি ঠিক নয়? এই যে অত মারধোর করে ছোট সাহেবটা সেই কাযটা তুলতে পারলে না, আর বড় সাহেব এসে কুলিদের বলতেই সকলে দিনরাত খেটে অদ্ধেক সময়ে কাযটা তুলে দিলে।

১ম কু। তাই জন্যে বুঝি বড় সাহেব কুলিদের আমোদ করবার জন্যে কিছু টাকা বক্‌শিশ করেচেন।

২য়-কু। হাঁ, আর বড় সাহেব ক'দিন বাগান ছেড়ে কোথায় যাবেন, তাই কুলিদের একদিন ছুটী দিয়ে আমোদ করতে বলেচেন।

(হারাধনের প্রবেশ।)

হারা। ওহো বামারে! তোর মনে—ওর নাম কি—এই ছিল বাবা! শেষকালে আমার—ওর নাম কি— এই সব্ব-

নাশটা করলি। মার খেয়ে খেয়ে—ওর নাম কি—পিঠের চামড়া উঠে গেল। এই আমার নাকে কানে খত। আর যদি কখন—ওর নাম কি—পিরীতের নাম করি, তবে তোমরা—ওর নাম কি—আমায় দুশো জুতো মেরো।

১ম-কু। কিহে! শুধু শুধু অমন নাক কান মুলছ কেন?

হারু। সক গেছে বাবা।

২য়-কু। এ রকম উৎকট সক মানুষের হয়?

হারু। হাল ফিল ত—ওর নাম কি—দেখতেই পাচ্ছো বাবা! কার কখন—ওর নাম কি—কি সক হয়, তার কি কিছু ঠিকানা আছে? গরীব লোকের—ওর নাম কি—গাড়ী চড়বার সক হয়। আর এই যে—ওর নাম কি—বড়লোকে সক করে হেঁটে বেড়াতে যান। কত ভদ্রলোকের যে—ওর নাম কি—লোক বিশেষের মুখে বাপান্ত শুনিবার সক হয়, তার কি করচো বল না?

১ম-কু। আচ্ছা, তুমি একটা সত্যি কথা বলবে? তুমি কি পিরীতে পড়েছো?

হারু। মারি ঝাড়ু তোর পিরীতের মাথায়। দোহাই বলছি বাবা—ওর নাম কি—সে কথা আর তুলো না, তা হলে ওর নাম কি—একটা খুনোখুনি হয়ে পড়বে। হায় রে কপাল! পিরীতের নামেই—ওর নাম কি—এই দশা, আর পুরো মাত্রায় হলে, না জানি কি হতো! এখন—ওর নাম কি—একটা খবর দিতে পার? সেই যে ভদ্রলোকের ছেলেটি—ওর নাম কি—ছোট সাহেবের

মার খেয়ে অসুখে পড়েছে—ওর নাম কি—সে কেমন আছে বলতে পার ?

২য়-কু। ব্যায়রাম খুব। তবে ছোট সাহেব দয়া করে ডাক্তারকে দেখতে বলেছে।

১ম-কু। ও দয়ার অর্থ আমার ভাল ঠেকে না।

২য় কু। ঐ সব কুলিরা আমোদ করতে করতে এধারে আসছে।

হারু। তা হলে বাপধন! তোমরা—ওর নাম কি—আমোদ কর, আমি এই সুযোগে একবার ছেলেটাকে দেখে আসি।

(হারুর প্রস্থান এবং কুলি ও কুলিনীগণের প্রবেশ।)

গীত।

আজু তামসি মানসি ভয়ো গানছু নাচ দেইনা।
হেরো কস্তি মজা ভয়ো মোলাই ছুটি ভয়ো,
ছোটা সাহেব মারি কুরু শক দেইনা মার দেইনা,
মোলাই আর রোঁদেই না রোঁদেই না রোঁদেই না।

(মুর সাহেবের প্রবেশ।)

মুর। Bravo! বহুট আচ্ছা। হামি বড় খোস্ আছে; টৌমলোক আউর five rupees লেও? আমোড করো। হামি চলে, সব বাল করে কাম কড়ো।

[প্রস্থান।

১ম-কু। ভগবান তোমায় রাজরাজেশ্বর করুন।

গীত।

কুলি। নাশ সে তবাহ হো অয় সাহেব মেরি।
কুলী। তেরি ইশক্ কি নশা মুঝে লগা হৈ যড়ি।
কুলি। থোড়া শরাব পিয়া থোড়া পিয়া শরাব,
কুলী। কামহুয়া কিয়া ইযাব কিয়া খারাব।

কুলি। তেরি স্নেনক কে রোশন সে খুসি সে,

কু-নী। তেরা দিলকো বাঁধুঙ্গি মৈ রগে গুলসে ;

উভয়ে। রোনা কল্পনা মাকুফ কর না,

দিল বহলানা হৈ থোড়ি ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রিয়নাথের বাটী।

নবখুড়ো, রামরতন, রমেন্দ্র ও নীরদা।

নব। কি হলো কিছু খবর পেলে ?

রমেন্দ্র। হ্যাঁ, খবর পেয়েছি ; পুলিসের পীড়নে গগন কুলি-ডিপোর ঠিকানা বলে দেয়। সেখানে গিয়ে শুনলুম, তাদের সুলতানপুর চাবাগানে চালান দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হারু মাষ্টারও গেছে।

নব। আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি ; সে যখন ঠিকরে খুঁজতে বামার পাঁদাড়ে গিছলো, তখনই জানি যে, তার কপাল ভেঙ্গেছে।

রাম। হ্যাঁ দাদাঠাকুর ! গগনার ত এক বৎসর মেয়াদ হলো, সে কসবি বেটীর হলো কি ?

নব। সে বেটীর বিচার উঁচু আদালতে হবে, সেখানে আর আইনের ফাঁকী চল্‌বে না।

রমেন্দ্র। আমি ত কাল সকালেই আসাম যাচ্ছি। প্রিয় আসবার পূর্ব্বেই তার স্ত্রীপুত্রকে হাজির করতে হবে।

নব। সে শুভ অদৃষ্ট তোমার নয়। প্রিয় আজই বাড়ী আসবে।

রমেন। আজই ?

নব। হ্যাঁ, সেখানে যুদ্ধ চুকে গেছে, আর বেশী দিন থাকবার প্রয়োজন হলো না। সে এখন কলিকাতাতেই চাকরী করবে।

নীরদা। এতদিন দাদাকে কোন খবর দেননি, সমস্ত লুকান ছিল, এখন কি হবে ?

নব। সেই কথাই ত সমস্ত দিন ভাবছি।

রমেন। আমি এখন চললুম।

নব। তুমি প্রিযর সঙ্গে দেখা করবে না ?

রমেন। কোন মুখ নিয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করবো ? তাকে আমি কি করে বলবো যে, আমি তোমার মাকে খুন করেছি, ভগ্নীকে বলপূর্ব্বক ধরে নিয়ে গেছি, ভ্রা পুত্রকে আসামে কুলি করে পাঠিয়েছি ! না, তা পারবো না, তা কখন পারবো না। আপনি সমস্ত বলবেন, কিছু লুকুবেন না। আমি কাল সকালে এসে তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবো। সে সদাশয়, আমার মত পাষণ্ডকেও ক্ষমা করবে। এখন আর আমি দাড়াতে পারচি না, আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

নীরদা। আহা ! বাড়ী থেকে যাবার সময় দাদার আমার চোক দিয়ে জল পড়েছিল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, যেন হাসিমুখে ফিরে এসে সকলের হাসিমুখ দেখেন।

নারায়ণ! তার কি এই করলে? দাদা যে বড় আশা করে আসছেন, জীবনকে কোলে করবেন, বউএর সঙ্গে আলাপ করবেন, মাকে প্রণাম করবেন। মাগো! তুমি কোথা? দাদাকে এই রকম করে নিরাশ করলে মা!

নব। তুমি মা চুপ কর। প্রিয় বড় আশা করে আসছে, একেবারে এই সব দুঃসংবাদ শুনলে তার বুক ভেঙ্গে যাবে। তাকে কি করে প্রবোধ দেবে, তাই আগে ঠাওরাও।

নীরদা। তাঁকে প্রবোধ দেওয়া আমার কর্ম নয়।

নব। সে কি মা! তোমার মত বুদ্ধিমতী ও বিদুষী স্ত্রীলোকের মুখে এ কথা শোভা পায় না।

নীরদা। আপনি যাই বলুন, আমি তাঁকে এ মুখ দেখাতে পারবো না। ঐ গাড়ী আসচে, ঐ দাদা বসে আছেন, আমি বাড়ীর ভিতর চললুম।

[প্রস্থান।

নব। রামরতন! চল আমরা এগিয়ে গিয়ে প্রিয়কে আনিগে।

(প্রস্থান ও প্রিয়নাথ সহ পুনঃ প্রবেশ।)

প্রিয়। আবার যে দেশে ফিরে এসে আপনাদের সব দেখবো, তা আর মনে ছিল না। এই ক'মাস মাত্র গিছলুম, আমার মনে হতো, যেন কত বৎসর!

নব। বিদেশে থাকলে ঐ রকমই হয় বটে।

প্রিয়। আপনার শরীর ভাল আছে ত? রামরতন! তুমি ভাল আছ? তোমার বাড়ীর সব ভাল আছে?

নব। হাঁ, আমরা সব ভাল আছি।

প্রিয়। জীবন কোথা? ঘুমিয়েছে বুঝি?

নব। তুমি একটু বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

প্রিয়। এখানে আর বসবো না, বাড়ীর ভিতর যাই আসুন।

নব। না, তুমি আগে এইখানে একটু বস, ঠাণ্ডা হও, তার পর বাড়ীর ভিতর যেও।

প্রিয়। কেন, এ কথা বলছেন কেন? কোন বিপদ আপদ হয়েছে নাকি?

নব। প্রিয়! তুমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্—

প্রিয়। কি হয়েছে? আপনি শীঘ্র বলুন?

নব। তোমার হৃদয় দৃঢ় কর, আমি তোমাকে অশুভ—

প্রিয়। বলুন, শীঘ্র বলুন, আর আমাকে সংশয়ে রাখবেন না।

নব। তোমার মাতাঠাকুরাণী ইহধামে নাই।

প্রিয়। এ্যাঁ! মা নেই! মা! মা! আর কি তোমায় দেখতে পাব না? আর কি তোমায় সুধামাখা মা' নামে ডাকতে পাব না?

নব। চুপ ক'র, ধৈর্য্য ধর, এ শোকের সময় নয়। মা সকলের চিরদিন থাকে না।

প্রিয়। তা জানি, কিন্তু তবু কি করে মনকে বোঝাব? মৃত্যু-কালে আমি তাঁর কাছে থাকতে পারলুম না, একবার চোখে দেখতে পেলুম না, তাঁর শেষকার্য্য কিছুই করতে পারলুম না; এ আপসোস আমার মলেও যাবে না।

নব। জীবন সে সব করেছে, সে তোমারই করা হয়েছে।

প্রিয়। শেষদশাটায় তিনি বড় কষ্ট পেয়েছেন; তাঁকে একদিনের

তরেও সুখী করতে পারলুম না, এ আমার বড় ক্ষোভ রইলো। আপনি আমায় লেখেননি কেন?

লিখে আর কি করবো? বিপদের সংবাদ বিদেশে যত না দেওয়া হয়, ততই ভাল।

কি ব্যারাম হয়েছিল?

ব্যারাম ঠিক নয়।

ব্যারাম ঠিক নয় কি?

তুমি চলে যাবার দিনকতক পরে, একদিন রাত্রে জন কতক লোক তোমার বাড়ীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ ক'রে নীরদাকে ধরে নিয়ে যায়।

নীরদাকে ধরে নিয়ে যায়!

তোমার মাঠাকরুণ বাধা দিতে গিয়ে পড়ে যান। তাইতেই

রামরতন! রামরতন!!

ওর কোন দোষ নেই, ও নীরদাকে আটকাতে গিয়ে মাথায় লাঠী খায়, তাইতে প্রায় দেড় মাস ভুগেছে।

নীরদাকে কে কোথায় নিয়ে গেল, তার কিছু তত্ব পেয়েছিলেন?

নীরদাকে রমেন বোস ধরে নিয়ে গি'ছলো।

ওহো! প্রাণ জ্বলে গেল, হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন করলে! মার মৃত্যুসংবাদও এত নিদারুণ নয়!! বলুন, আপনার পায়ে পড়ি বলুন, যে নীরদা মরেছে, নীরদা এ পৃথিবীতে নেই, তা না হলে আমি গলায় ছুরি দেব।

প্রিয়নাথ! তুমি কি নীরদাকে জান না? তুমি কি জান না যে, নীরদা দেবী, নীরদা আদর্শ সতী?

প্রিয়। জীবন কোথা? ঘুমিয়েছে বুঝি?

নব। তুমি একটু বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

প্রিয়। এখানে আর বসবো না, বাড়ীর ভিতর যাই আসুন।

নব। না, তুমি আগে এইখানে একটু বস, ঠাণ্ডা হও, তা পর বাড়ীর ভিতর যেও।

প্রিয়। কেন, এ কথা বলছেন কেন? কোন বিপদ আপ হয়েছে নাকি?

নব। প্রিয়! তুমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্—

প্রিয়। কি হয়েছে? আপনি শীঘ্র বলুন?

নব। তোমার হৃদয় দৃঢ় কর, আমি তোমাকে অশুভ—

প্রিয়। বলুন, শীঘ্র বলুন, আর আমাকে সংশয়ে রাখবেন না।

নব। তোমার মাতাঠাকুরাণী ইহধামে নাই।

প্রিয়। এ্যা! মা নেই! মা! মা! আর কি তোমায় দেখতে পাব না? আর কি তোমায় সুধামাখা মা' নাম ডাকতে পাব না?

নব। চুপ কর, ধৈর্য্য ধর, এ শোকের সময় নয়। মা সকলের চিরদিন থাকে না।

প্রিয়। তা জানি, কিন্তু তবু কি করে মনকে বোঝাব? মৃত্যু কালে আমি তাঁর কাছে থাকতে পারলুম না, একবা চোখে দেখতে পেলুম না, তাঁর শেষকার্য্য কিছু করতে পারলুম না; এ আপসোস আমার মনে যাবে না।

নব। জীবন সে সব করেছে, সে তোমারই করা হয়েছে।

প্রিয়। শেষদশাটায় তিনি বড় কষ্ট পেয়েছেন; তাঁকে একদিনে

তরেও সুখী করতে পারলুম না, এ আমার বড় ক্ষোভ রইলো। আপনি আমায় লেখেননি কেন?

লিখে আর কি করবো? বিপদের সংবাদ বিদেশে যত না দেওয়া হয়, ততই ভাল।

কি ব্যারাম হয়েছিল?

ব্যারাম ঠিক নয়।

ব্যারাম ঠিক নয় কি?

তুমি চলে যাবার দিনকতক পরে, একদিন রাত্রে জন কতক লোক তোমার বাড়ীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ ক'রে নীরদাকে ধরে নিয়ে যায়।

নীরদাকে ধরে নিয়ে যায়!

তোমার মাঠাকরুণ বাধা দিতে গিয়ে পড়ে যান। তাইতেই

রামরতন! রামরতন!!

ওর কোন দোষ নেই, ও নীরদাকে আটকাতে গিয়ে মাথায় লাঠী খায়, তাইতে প্রায় দেড় মাস ভুগেছে।

নীরদাকে কে কোথায় নিয়ে গেল, তার কিছু তত্ত্ব পেয়েছিলেন?

নীরদাকে রমেন বোস ধরে নিয়ে গি'ছলো।

ওহো! প্রাণ জ্বলে গেল, হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন করলে! মার মৃত্যুসংবাদও এত নিদারুণ নয়!! বলুন, আপনার পায়ে পড়ি বলুন, যে নীরদা মরেছে, নীরদা এ পৃথিবীতে নেই, তা না হলে আমি গলায় ছুরি দেব।

প্রিয়নাথ! তুমি কি নীরদাকে জান না? তুমি কি জান না যে, নীরদা দেবী, নীরদা আদর্শ সতী?

প্রিয়। তবে নীরদা ধর্ম্মরক্ষা করতে পেরেছে? ভগবন্! তুমিই সত্য!

নব। শুধু ধর্ম্মরক্ষা নয়, সে পাষণ্ডের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে, পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য সে অনুতাপানলে দগ্ধ হচ্ছে, তার জীবন্তে নরক ভোগ হচ্ছে। সে নীরদাকে মা বলেছে, প্রত্যহ নীরদার পাতে প্রসাদ পায়। তুমি তাকে ক্ষমা কর। তার স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখলে তুমিও চমৎকৃত হবে।

প্রিয়। আর সব ভাল আছে?

নব। হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে—তবে—বৌমা আর জীবন এখানে নেই।

প্রিয়। এখানে নেই! তবে তারা কোথায়?

নব। সে কথা কাল সকালে বলবো।

প্রিয়। এখনি, এই মুহূর্ত্তে আমি শুনতে চাই।

নব। তুমি যাবার পরই কোন লোক লাঠী মেরে আমার পা ভেঙ্গে দেয়, আমি শয্যাগত হই। তার পর তোমার মার মৃত্যু হয়, নীরদাকে ধ'রে নিয়ে যায়, আর রামরতনের মাথা ফেটে সেও অজ্ঞান অচৈতন্য হয়। বউমা একলা থাকেন, কাজেই নিরুপায় হয়ে ঘাটালে কে তাঁর সম্পর্কীয়া ভগ্নী আছেন, সেইখানে যাবার মানস করেন।

প্রিয়। ঘাটালে আছে? আমি কালই গিয়ে নিয়ে আসবো।

নব। তিনি ঘাটালে নেই।

প্রিয়। ঘাটালে নেই! তবে কোথায়? একি প্রহেলিকা?

নব। আজ ও কথা থাক।

প্রিয়। থাকবে কি? ও কথা না শুনলে আমি প্রাণে বাঁচবো না।

নব। তাঁরা আসামে।

প্রিয়। আসামে কেন? আসামে কে আছে?

নব। আড়কাটীর ছলনায়—

প্রিয়। ওহো!

রাম। বাবু! বাবু!

নব। প্রিয়নাথ! প্রিয়নাথ! শোন, কোন ভয় নেই, তাঁদের খবর পাওয়া গেছে।

প্রিয়। কি খবর পেয়েছেন?

নব। রমেন্দ্র অনেক পরিশ্রম আর অর্থব্যয় করে, যে বাগানে তাঁরা আছেন, আজ তার খবর পেয়েছে।

প্রিয়। খবরে লাভ কি?

নব। কালই আসাম গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে আনতে হবে।

প্রিয়। কাদের উদ্ধার করবেন? আমার স্ত্রী পুত্রকে? তারা কি বেঁচে আছে? হায় হায়! কি হলো! এতদিন পেটের ভাতের জন্য কেঁদেছিলুম, সে যে আমার লক্ষ গুণে ভাল ছিল। এখন টাকায় আমার কি হবে? আমার বাড়ী শ্মশান! আমার কেউ নেই।

নব। প্রিয়নাথ! ধৈর্য্য ধর, কাতর হয়ো না।

প্রিয়। আমি ত কাতর হই নি, কেন কাতর হ'ব? যার সব ফুরিয়ে গেল, সে কাতর হবে কেন?

নব। ফুরুবে কেন? তোমার সব আছে, সব পাবে।

প্রিয়। আমি বালক নই, আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দেবেন না।

নব। মিথ্যা প্রবোধ নয়। আমি ব্রাহ্মণ, বয়স হয়েছে, তোমায় মিছে কথায় ভুলাব না, আমার অন্তরে কে যেন বলছে, তুমি সব পাবে।

প্রিয়। তাই যদি হয়, এখনি আমি আসামে যাব।

নব। এত রাত্রে কোথায় যাবে? আজ রাত্রে বিশ্রাম কর, কাল প্রাতঃকালে যাওয়া যাবে।

প্রিয়। বিশ্রাম করবো? আপনি বলেন কি? যদি আমার স্ত্রীপুত্র জীবিত থাকে, হয় ত তারা মৃত্যুশয্যায়! এক মুহূর্ত্ত বিলম্বে তাদের মৃত্যু হতে পারে। দুধের ছেলে চাবাগানে কুলি! ভদ্রলোকের মেয়ে চাবাগানে। তার কি ধর্ম্ম আছে? আমি চললুম, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবো না।

(নীরদার প্রবেশ।)

নীরদা। দাদা!

প্রিয়। নীরদা! বোন্! তোমরা থাকতে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো?

নীরদা। কি করবো দাদা? সব ত শুনেছ।

প্রিয়। হাঁ বোন! সবই আমার কপালে হয়েছে। কি অশুভ ক্ষণেই আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলুম! যাক্ হোক, আমি এখন চললুম, যদি তাদের নিয়ে ফিরতে পারি ত বাড়ী আসবো, নইলে এই শেষ বিদায়।

নীরদা। এত রাত্রে কোথায় যাবে?

প্রিয়। এখান যাব, এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করবো না।

নীরদা। কি করে যাবে? এত রাত্রে ত গাড়ী নেই। তুমি

বুদ্ধিমান্, বিবেচক; তোমাকে আমার কোন কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু শুধু তাড়াতাড়ি ক'রে বেরিয়ে গেলেই কি হবে? তুমি ত আর আগে সেখানে পৌঁছিতে পারবে না। খুড়ো মশাইয়ের সঙ্গে ভাল করে পরামর্শ ক'রে কাল সকালে যেও, তখন কেউ বারণ করবে না। এখন এস, বাড়ীর ভিতর এস।

প্রিয়। চল—যাই, আজ রাত্রি কি প্রভাত হবে না?

পঞ্চম দৃশ্য।

কুলিলাইন।

রজ্জুশয্যায় জীবন শায়িত, পার্শ্বে শরৎ।

শরৎ। হা ভগবন্! তোমার মনে এই ছিল! বেঘোরে বাছাকে হারালুম! কি হবে? কি হবে? বামা! তোর মনে এই ছিল? আমি ত কখন তোর কোন অপকার করি নি। তবে কেন আমার এ লাঞ্ছনা করলি? আমি যদি সতী হই, যদি আমি কায়মনোবাক্যে নারায়ণের চরণে মতি রেখে থাকি, তা হলে তুই এর ফল পাবি। কেন আমার বামার সঙ্গে সাঁতালে যাবার মতি হলো? কেন তখন রামরতনের কথা শুনলুম না?

জীবন। ওহো! গেলুম গেলুম! মেরে ফেললে, মেরে ফেললে! ও সাহেব! আর মেরো না, আমি মরে যাব।

সরযূ। বাবা! বাবা! অমন করচো কেন? অবিশ্রাম জ্বর, গায়ের তাতে খই ভাজা যায়। আমি স্ত্রীলোক চা-বাগানের কুলি, কি করবো? আহা! বাছা আমার চিকিৎসা বিনা মারা গেল! ওগো! এ সময় তুমি কোথায় আছ? তোমার জীবন, তোমার প্রাণের জীবনকে একবার দেখে যাও। তোমার গচ্ছিতসম্পত্তি এতদিন যত্ন করে রেখেছিলুম, আর বুঝি পারি না। এ বিপদে আমি কি করি? কেউ সাহায্য করবার নেই, কেউ উঁকি মেরে দেখবার নেই। দিনের বেলায় কাজ করতে যাই, বাছা আমার একলা থাকে। রাতে ঘুমুতে পারি না, মনে হয়, চক্ষু বুজলে বুঝি আর বাছাকে দেখতে পাব না।

জীবন। মা! মা! বাবা এসেছে, ঐ দেখ বাবা এসেছে।

সরযূ। আহা! তাই যেন হয়, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। ঘুমুলে বাবা? একটু জল খাবে?

জীবন। মা! প্রাণ যায়। ও কে দাঁড়িয়ে? বাবা! সাহেব আমাকে মারছে দেখ না?

সরযূ। আজ যে ব্যারামের বড় বাড়াবাড়ি দেখছি। খালি ভুল বকছে। কি করি? ডাক্তারকে একবার খবর দেব? কে খবর দেবে? আর সেই বা আসবে কেন? রোজ একবার করে আসে বটে, কিন্তু ছেলেকে না দেখে আমার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে। রাত্রি-কালে আর ডাকবো না, শেষে কি বিপদ ডেকে আনবো। প্রদীপ নিভে এলো, তেল নেই। ভাগ্যে

চার পাঁচজন কুলি দয়া করে একটু একটু তেল্‌ দেয়, তাই খানিকক্ষণ প্রদীপ জ্বালাতে পারি। আমি অর্দ্ধেকও খাটতে পারি না, তেলের পয়সা কোথা পাব? রাত্রে রুগী নিয়ে, অন্ধকারে কেমন করে থাকবো? হে মা দুর্গে! হে মা কালি! আমার বাছাকে রক্ষা কর, আমার জীবনের প্রাণ ভিক্ষা দাও। একি! এত রাত্রে আলো নিয়ে কে আমার কুটীরে আসচে?

(ভুলু সর্দ্দারের প্রবেশ।)

ভুলু। কিগো! তোমার ছেলিয়া কেমন আছে?

সরযূ। ভাল নেই বাবা! আজ ব্যারাম বড় বেড়েছে, খালি ভুল বকছে।

ভুলু। ছোট সাহেব আমাকে দেখতে পেঠিয়ে দিলে।

সরযূ। বাবা! আমার যদি একটি উপকার কর। দয়া করে যদি আমাকে একটু তেল দাও, আর একবার সঙ্গে করে ডাক্তারকে এনে দেখিয়ে দাও।

ভুলু। আচ্ছা, তা করবো, তার জন্তে ভাবিস কেন?

সরযূ। সর্দ্দার! তোমার কাছে কেনা হয়ে রই

ভুলু। এখন তোমাকে একবার হামার সাথে'

সরযূ। আমি! কোথায় যাব?

ভুলু। সাহেব তোমাকে ছেলিয়ার কথা পুছ

সরযূ। কাল সকালে আমি সাহেবের ছেলের ব্যারাম বড় বেড়েছে, যেতে পারবো না।

ভুলু। একলা ফেলে কেন যাবে?

তোমার ছেলিয়ার কাছে বসতে বলছি। আর তুমি এখনি চলি আসবে।

সরযূ। না, রাত্রে আমি সাহেবের কাছে যাব না।

ভুলু। কেন? সাহেব কি বাঘ আছে, তোমাকে খেয়ে ফেলবে?

সরযূ। না, আমি রোগা ছেলে ফেলে যাব না।

ভুলু। তোমাকে যেতে হবে।

সরযূ। না, আমি যাব না। আমাকে কি তেমনি পেয়েছ?

ভুলু। হামি বার বরষ এই বাগানে আছি, ঢের কুলিনী দেখিছি, হামাকে কিছু দেখাতে হবে না। এখন আস।

সরযূ। আমি কখন যাব না, কিছুতেই যাব না।

ভুলু। ভাল চাও ত আস, নইলে তোমাকে জোর করে ধরে লিয়ে যাব। জান ত, এখানে বাবা বলতে নেই, মা বলতেও নেই।

সরযূ। সর্দ্দার! আমি তোমার মেয়ে, আমাকে দয়া কর।

ভুলু। আরে চা বাগানে, মেয়েও নেই, মাও নেই। সাহেবের কথা শুনতে হবে, নইলে হামার পিঠের ছাল থাকবে

ও—চলি আও।

পায়ে পড়ি, আমার রেহাই দাও। আমার

য্যায়, আমাকে অমন কথা বলো না।

ে কিছু হবে না। আব হামি দেরী করবো

ে সাহেব হামাকে লাথি মারবে।

মরে ফেল; তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেল।

য়েছিস বটে? (সরযূর হস্ত ধারণ।)

সরযূ। নারায়ণ! রক্ষা কর, নারায়ণ! রক্ষা কর।

ভুলু। রক্ষা করবে, আবি আও।

[সরযূকে সবলে আকর্ষণ করিতে করিতে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বুল সাহেবের বাঙলা।

বুল।

বুল। Don't I look nice in my Sunday apparel? I had it direct from Calcutta. Ah! it fits me nicely. Just let me comb my hairs smooth. It's all right; now my look is sure to catch any young damsel. I shall kick away the cooly concubine which I have got, and she will be replaced by this fair creature. What a beauty! It's enough to enchant a hermit even. How fortunate I am to find her in the garden! By Jove, I have never seen her like among the dam natives. Now what's this delay for? The bloody fool has been sent long enough to fetch twenty girls.

(সরযূ সহ ভুলুর প্রবেশ।)

Rascal! take this for your dam delay.

(পদাঘাত)

ভুলু। হুজুর! হামার কুছ কসুর হায় নেই।

বুল। That's all right ; but will you take your bloody carcass off my sight, or else by Jingo—

[ভুলুর প্রস্থান।

টুমি ওখানে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন darling? হামার নিকটে আইস। My angel! My love! My beauty!

সরযূ। সাহেব! তুমি আমাকে ডেকেছ কেন? সর্দ্দার আমার হাত ধরে জোর করে টেনে আনলে।

বুল। সরডার টোমার হাট ঢরিয়াছে! কাল হামি টাহাকে গারডে ডিয়া ঢান খাইয়াবে।

সরযূ। তা হলে আমি এখন যাই?

বুল। কোঠা যাইবে dear? হামি টোমাকে বুকে রাখিবে।

সরযূ। সাহেব! আমি হিঁদুর মেয়ে, ও কথা কানে শুনলে আমার পাপ হয়।

বুল। Damn it, throw your scruples to the dogs. I shall have none of it, হামি ও কথা শুনে না।

সরযূ। আমার স্বামী আছে, ও কথা আমায় বলবেন না।

বুল। টোমার Husband মড়িয়াছে, আউর হামি আজ order ডিয়াছে, যে সব কুলিকো জড় চাইয়ে। টু হামার কাছে যডি না রহিবে, এক সরডার তোমার সাডী কড়িবে। টখন টুমি কি কড়িবে? আইস, হামার কাছে আইস।